শুভ
অক্ষয় তৃতীয়া
৪ থেকে ১৫ মে
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 1 May, 2021 ■ আগরতলা, ১ মে, ২০২১ ইং ■ ১৭ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক রোহিত সরদানা

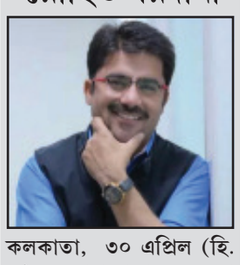

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি. স.)।। করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক রোহিত সরদানা। তাঁর প্রয়ানে সংবাদমাধ্যম জগতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

রোহিতের জন্ম ১৯৭৯-র ২২ সেপ্টেম্বর। করোনা থাবা বসিয়েছিল এই সাংবাদিকের দেহে। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। সূত্রের খবর, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

জি নিউজে থাকাকালীন তিনি 'তাল ঠোক কে' নামে একটি বিতর্ক অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। সেটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এর পর ২০১৭-তে তিনি 'আজতক'-এ যোগ দেন। পরিচালনা করেন 'দঙ্গল'। আমজনতার প্রাত্যহিক নানা সমস্যা ও রাজনৈতিক ইস্যুকে আকর্ষণীয়ভাবে পরিবেশন করতেন ।

সাংবাদিক রোহিত সারদানার প্রয়াণে শোক প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও অন্যান্যরা।

প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "রোহিত সারদানা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। শক্তিতে পরিপূর্ণ, ভারতের অগ্রগতি সম্পর্কে উতাহী এবং এক মমতাময়ী আত্মা, রোহিতকে অনেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ রাজ্যে নতুন আক্রান্ত ১৪১ জন, সক্রিয় ১০৯৩

নৈশকালীন কারফিউয়ের মেয়াদ বাড়ল ৩১ মে পর্যন্ত

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল (হি. স.)।। বেড়েই চলেছে করোনা-র প্রকোপ। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৪১ জন। ৪৪২২ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ওই করোনা আক্রান্তদের সন্ধান মিলেছে। পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে গত বছরের থেকেও ভয়ানক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। কারণ, এবছর অতিমারির প্রভাব অনেক আগেই ত্রিপুরায় আছড়ে পড়েছে। গত বছর এমন সময়ে করোনার প্রভাব তেমনভাবে ত্রিপুরায় দেখা দেয়নি। তবে, গত ২৪ ঘন্টায় ৬৭ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। তাতে, সামান্য স্বস্তি মিলেছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা দাড়িয়েছে ১০৯৩। কিন্ত, করোনা আক্রান্ত একজনের মৃত্যু-ও হয়েছে। শুধু তাই নয়, সংক্রমণ-এ পশ্চিম জেলা শতক হাকিয়েছে। এদিকে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় নৈশকারফিউর মেয়াদ ৩১ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআর ১০১৮ এবং রেপিড এন্টিজেনের মাধ্যমে ৩৪০৪ জন মোট ৪৪২২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ২৬ জন এবং রেপিড এন্টিজেন-এ ১১৫ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ১৪১ জন নতুন করোনা সংক্রমিত-র খোজ পাওয়া গেছে।

তবে, সামান্য স্বস্তির খবর-ও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৬৭ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১০৯৩ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৩৫১৬৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩৩৬২২ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার ৪.৯৯ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার ৯৫.৭৬ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার ১.১২ শতাংশ।

স্বাস্থ্য দফতর সুত্রে খবর, ক্রমাগত পশ্চিম জেলায় সংক্রমণ-এ শীর্ষে থাকছে। গত ২৪ ঘন্টায় সংক্রমণ শতক-র ঘরে পৌছে গেছে। নতুন করে পশ্চিম জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় ১০০ জন, দক্ষিন জেলায় ৯ জন, গোমতি জেলায় ৭ জন, ধলাই জেলায় ৬ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৮ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৩ জন এবং উনোকোটি জেলায় ৬ জন এবং খোয়াই জেলায় ২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

ত্রিপুরায় নৈশকালীন কারফিউ-র মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াচ্ছে যা জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। এই মহামারি প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে মহামারি বিরাট আকার ধারণ করতে পারে। তাই ত্রিপুরা স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির স্টেট এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান মুখ্যসচিব মনোজ কুমার এক আদেশে আগামী ৩১ মে, ২০২১ পর্যন্ত কিছু বিধিনিষেধ জারি করেছেন।

বিধিনিষেধগুলি হচ্ছে, করোনা নাইট কার্ফু: আগরতলা পুর নিগম এলাকায় ৩১ মে ২০২১ পর্যন্ত রাত ১০টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত কার্ফু বলবৎ থাকবে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কারণ বা অন্য কোনও আপতকালীন বিষয় কিংবা স্বাস্থ্য পরিষেবা, পুলিশ, নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ পরিষেবা, পানীয় জল সরবরাহ, সংবাদমাধ্যম ইত্যাদির সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ কার্ফুর আওতার বাইরে থাকবেন। এই আদেশ কার্যকর করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ২) জমায়েতের উপর থাকবে বিধিনিষেধ: সামাজিক / রাজনৈতিক / খেলাধূলা / বিনোদনমূলক / শিক্ষামূলক / সাংস্কৃতিক / মেলা / উৎসব ইত্যাদি সমস্ত অধিক সংক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে এমন অনুষ্ঠানের আয়োজনে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। এসব ক্ষেত্রে আয়োজকরা জেলা প্রশাসন থেকে আগাম অনুমতি নেবেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের উন্নয়নে রাজ্য সরকার সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল (হি. স.) : ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের উন্নয়নে রাজ্য সরকারের সার্বিক সহযোগিতার কথা ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সবকা সাথ-সবকা বিকাশ ও সবকা বিশ্বাস মন্ত্রকে পাথেয় করে এডিসি এলাকার উন্নয়নে রাজ্য সরকার সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী নব নির্বাচিত এডিসির কার্য নির্বাহী সদস্যদের আশ্বস্ত করেন।

আজ বিকেলে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর অফিসকক্ষে টি টি এ ডি সির নবনির্বাচিত মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া সহ অন্যান্য ৭ জন কার্যনির্বাহী সদস্য মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মণও উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশ নেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের জনজাতিদের চিরাচরিত পরিধানের মাধ্যমে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং স্মারক উপহার তুলে দেন। রিসা পরিয়ে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এবং জনজাতিদের রিসাকে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন এম ডি সি শ্রীমতী ডলি রিয়াং এবং এর জন্য তিনি সম্মানিত বোধ করেছেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, ২০২২ সালের মধ্যে এডিসি এলাকার সমস্ত রাস্তা পাকা করার জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়াও ২০২২ সালের মধ্যে এডিসি এলাকার প্রতিটি বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এডিসি এলাকার প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ও বিদ্যালয়ে পানীয় জল ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার প্রয়াস নিয়েছে। এছাড়াও এ ডি সি এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয়জল, বিদ্যুৎ, শিল্পবাণিজ্য এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করতে নবনির্বাচিত এডিসি কার্যকর্তাদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব এডিসির কার্যনির্বাহী সদস্যদের উথাপিত সংশ্লিষ্ট দপ্তর সম্পর্কীত বিভিন্ন এলাকার সমস্যার বিষয়ে অবহিত হন এবং এই সব সমস্যার সমাধানে সরকারের আন্তরিকতার কথা পুনরায় ব্যক্ত করেন।

এডিসি এলাকার উন্নয়নে নবনির্বাচিত এম ডি সি-গণ রাজ্য সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের দাবী জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করতে এডিসি প্রশাসন সচেষ্ট থাকবে বলে আলোচনায় কার্যনির্বাহী সদস্যগণ মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেন। এডিসি এলাকার প্রশাসনিক কাজে আরও গতি আনার জন্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে দ্রুত যোগাযোগের স্বার্থে ন্যূনতম দু'জন আই এ এস পদমর্যাদার অফিসার এ ডি সিতে দেওয়ার জন্য দাবী জানানো হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিয়ে বাড়িতে অভিযান, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক তদন্ত কমিটির সামনে হাজিরা দিলেন

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল (হি. স.)।। কোভিড বিধি উল্লংঘন করে নৈশকালীন কারফিউ চলাকালীন দুইটি বিয়ে বাড়িতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের অভিযান তীব্র বিতর্কের আজ তদন্ত কমিটির সামনে হাজিরা দিয়েছেন ডা: শৈলেশ কুমার যাদব। কিরণ গিত্তে এবং তনুশ্রী দেববর্মাকে নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মুখোমুখি ইয়ে তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। সাথে তিনি সেদিন অন্যায় করেননি বলে দাবি করেছেন।

প্রসঙ্গত, গত সোমবার রাতে কোভিড বিধি উল্লংঘন করে কারফিউ চলাকালীন দুইটি ভাড়া করা বিয়ে বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানকে ঘিরে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডা: শৈলেশ কুমার যাদবর অভিযানে সর্বত্র সমালোচনার ঝড় বইছে। অবশ্য তিনি ওই ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্ত, পরে পুরো ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে মত বদল-ও করেছেন। তখন তিনি বলেন, জননিরাপত্তায় নেওয়া পদক্ষেপ-এ কোন ভাবেই অনুতপ্ত নন। আইন ভঙ্গকারী-দের সাথে যোগ্য আচরণ করেছেন তিনি।

ওই ঘটনায় সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক ক্ষমা চেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। এদিকে, বিজেপির পাঁচ জন বিধায়ক মুখ্য সচিবের কাছে চিঠি পাঠিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের পদ থেকে ডা: শৈলেশ কুমার যাদবের বরখাস্তের দাবি জানিয়েছেন। বিধায়ক আশীষ দাস লাগাতর ধর্ণা প্রদর্শন করছেন।

এসবের মাঝে আজ ডা: শৈলেশ যাদব কমিটির মুখোমুখি হয়েছেন। তিনি বলেন, বিয়ে বাড়িতে ঘটনার সমস্ত তথ্য কমিটির সদস্যদের কাছে তুলে ধরেছি। তাঁর দাবি, আইন প্রতিষ্ঠিত করা আমার দায়িত্ব। সে মোতাবেক পদক্ষেপ নিয়েছি। সেদিন যা করেছি তার পক্ষ্যে দাড়াচ্ছি, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি।

সাব্রুম সীমান্তে বাঘের আতঙ্ক !

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সদর শহর সংলগ্ন এলাকায় শনিবার সকাল থেকেই আতঙ্ক দেখা দেয়। আতঙ্কে জবুথবু এলাকার মানুষজন।সাব্রুম শহরের প্রাণকেন্দ্রে বাঘের আনা-গোনায় শহরবাসীরা আতঙ্কিত। শনিবার সকাল ৯ টা নাগাদ সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের আনন্দ পাড়া নজরুল পার্কের পেছনে সাব্রুম মৈত্রী সেতু সংলগ্ন ফেনী নদীর পাড়ে ভারত সীমান্তে এলাকায় স্থানীয় লোকজনরা বাঘের মত জন্তু দেখতে পান। স্থানীয়রা নদীর পাড়ে গরু-ছাগল চড়াতে গিয়ে হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে বাঘের মতো পশু দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করেন। আতঙ্কে তারা তড়িঘড়ি করে সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। মুহুর্তের মধ্যে এই খবর এলাকাতে ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার লোকজনরা আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েন। এই খবর শুনতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডিএম কান্ডে বিধায়ক আশিষ দাসের ধরনা আন্দোলন তৃতীয় দিন অতিক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। শুক্রবার দ্বিতীয় দিনও রাজধানীর সার্কিট হাউসে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধরণা সংগঠিত করেন সংস্কারপন্থী বিধায়ক আশিস দাস। রাজধানী আগরতলা শহরের বিয়েবাড়িতে তাণ্ডব চালানোর ঘটনায় পশ্চিম জেলার জেলাশাসককে এখনো পর্যন্ত বরখাস্ত না করায় ক্ষোভের আগুন ক্রমশ বাড়ছে।

শাসকদলের সংস্কারপন্থী বিধায়ক আশিস দাস সার্কিট হাউসে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে প্রতিবাদ ধরনা সংগঠিত করে পশ্চিম জেলার জেলা হসক শৈলেশ কুমার যাদবকে বহিষ্কারের দাবি জানিয়ে আসছেন। জেলাশাসককে বহিস্কার না করায় মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনায় মুখর হন সংস্কারপন্থী বিধায়ক আশিস দাস। তিনি বলেন অত্যাচারী শৈলেশ কুমার যাদবকে বরখাস্ত না করা পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যের মানুষের কৃষ্টি-সংস্কৃতির পরিপন্থী বলে আখ্যায়িত করেন।

বিধায়ক আশিস দাস বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বহু বছর রাজ্যে ছিলেন না। রাজ্যের ঐতিহ্য তিনি ভুলে গেছেন। রাজ্যের ঐতিহ্য যারা নষ্ট করছে তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলা শাসক শৈলেশ কুমার যাদবকে বরখাস্ত না করে কি প্রমাণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জেলা শাসক ডঃ শৈলেস যাদবের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে জনস্বার্থে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। বিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে বিয়ে বন্ধ করে দেওয়া সহ অশ্লীল ভাষার প্রয়োগ ও মারপিট করার ঘটনার পাঁচদিন পর হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থে পিটিশন দাখিল করা হয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ডঃ শৈলেস কুমার যাদবের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, হাইকোটের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটির শুনানা আগামী সোমবার হতে পারে।

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন এডিসির কার্যনির্বাহী সদস্যরা।

ছুটি

১লা মে শনিবার শ্রমিক দিবস উপলক্ষে জাগরণ ও রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর কর্মীদের ছুটি। তাই রবিবার এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

করোনা সংক্রমণের জেরে আন্তর্জাতিক উড়ানের ওঠানামায় নিষেধাজ্ঞা ৩১ মে পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল(হি.স) ।। দেশে আন্তর্জাতিক উড়ানের ওঠানামায় নিষেধাজ্ঞা ৩১ মে পর্যন্ত বাড়াল কেন্দ্র। তবে বন্দে ভারত মিশনের মাধ্যমে বিশেষ আন্তর্জাতিক বাবল তৈরি করে আগে যে সব বিমানকে পরিষেবা চালিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল সেগুলি চালু থাকছে। 'আন্তর্জাতিক সফর বাবল'-এ যুক্ত অন্যান্য দেশগুলি আপত্তি না জানালে এই পরিষেবা আপাতত চালু থাকবে বলেই জানিয়েছে দি ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ)। দেশে ক্রমশ বাড়তে থাকা করোনা সংক্রমণের আবহেই এই সিদ্ধান্ত। দেশে আন্তর্জাতিক বিমানের ওঠা-নামায় লক ডাউনের শুরু থেকেই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ডিজিসিএ। শুক্রবার টুইটারে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে তারা বলে, এই নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ আগামী ৩১ মে রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। তবে এই নিয়ন্ত্রণ আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবাহী বা কার্গো বিমানের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না। ডিজিসিএ-র বিশেষ অনুমোদন পাওয়া আন্তর্জাতিক উড়ানেরও ক্ষেত্রেও এই নির্দেশ গণ্য হবে না। এ ছাড়া জরুরি পরিস্থিতিতে প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু বিশেষ উড়ানের অনুমতি দেওয়া হতে পারে। তবে পরিস্থিতির বিচার করে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে ডিজিসিএ।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনছে

করোনা মোকাবিলায় প্রস্তুত রাজ্য, অক্সিজেনের যোগানে শিঘ্রই শুরু হবে তিনটি প্ল্যান্ট ঃ সাংসদ প্রতিমা

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল (হি. স.)।। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস করোনাকালে ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনছে। তবে, করোনা মোকাবিলায় গত বছরের তুলনায় ত্রিপুরা অনেকটাই প্রস্তুত রয়েছে। আজ হিন্দুস্থান সমাচারের সাথে একান্ত সাক্ষাতকারে দৃঢ়তার সাথে একথা বলেন পশ্চিম ত্রিপুরা সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। সাথে তিনি যোগ করেন, আগামী জুলাই-র মধ্যে আগরতলায় তিনটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট প্রস্তুত হয়ে যাবে। তাতে, ত্রিপুরায় অক্সিজেনের ঘাটতি হবে না বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

রাজ্যে ১৩৯৫টি অক্সিজেনের সুবিধাযুক্ত শয্যা রয়েছে

- আগরতলায় ৬৪১টি শয্যা
- সিপাহীজলা জেলায় ১০০ শয্যা
- গোমতি জেলায় ৫৫ শয্যা
- দক্ষিণ জেলায় ২০০ শয্যা
- ধলাই জেলায় ১৩০ শয্যা
- উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১৫টি শয্যা
- উনকোটি জেলায় ৫০টি শয্যা

খোলামেলা আলোচনায় আজ তিনি বলেন, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ কতটা ভয়ংকর তা ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যের অসহায় অবস্থা দেখে আমরা অনুভব করতে পারছি। ফলে, নিজেকে সুরক্ষিত রাখাই এখন আমাদের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। তাঁর কথায়, সারা ত্রিপুরায় পশ্চিম জেলায় সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি। তাই, নৈশকালীন কারফিউ জারি করা হয়েছে। কিন্ত, তাতেও শুধু অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন অনেকেই। তাঁর মতে, এখন সময় দোষারোপর নয়। বরং নিজেকে ওই মারণ ভাইরাস থেকে বাচানোই মূল লক্ষ্য স্থির করা উচিত বলে মনে করি। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, অনেকের নৈশকালীন কারফিউ মানতে কষ্ট হচ্ছে। অথচ, প্রশাসন কিছু পদক্ষেপ নিলে তাতেও দোষ হয়ে যাচ্ছে।

তিনি মনে করিয়ে দেন, ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। একজন চিকিতক করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। এখনই যদি সতর্ক না হই, তাহলে মানুষকে রক্ষা করা মুশকিল হয়ে দাড়াবে। তাই, জীবন সুরক্ষিত রাখতে এখন কিছুদিন ঘরে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ।

এদিন তিনি বলেন, করোনার প্রথম ঢেউয়ে অনেকের ওই রোগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে, চিকিতক, চিকিতা কর্মীরা ভীত সন্ত্রস্থ ছিলেন। কিন্ত, এখন তাঁরা সকলেই রোগর চারিত্রিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। ফলে, অতীতের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে করোনা আক্রান্তকে সুস্থ করে তুলতে তারা এখন অনেকটাই সাবলীল। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী-রা করোনা মোকাবিলায় ব্রতী রয়েছেন। আবারও যুদ্ধ জয়ের লক্ষ্যেই তাঁরা ঝাপিয়ে পড়েছেন। এদিন তিনি চিকিৎসকদের অকৃত্রিম ভূমিকাকে কুর্নিশ জানিয়ে বলেন, করোনা মোকাবিলায় তাঁদের অবদান অসীম।

আজ প্রতিমা ভৌমিক জানিয়েছেন, উপসর্গহীন কিংবা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এটিএম কার্ড ছিনতাই করে টাকা হাতিয়ে নিল দুস্কৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। কাঞ্চনপুরে এক ব্যক্তির কাছ থেকে এটিএম কার্ড ছিনতাই করে ৪০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিল ছিনতাইবাজরা। অভিযুক্ত একজনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।দশদা কনপুই এলাকার বাসিন্দা হামসারায় রিয়াং গত মঙ্গলবার কাঞ্চনপুরে এটিএম কাউন্টারের টাকা তুলতে গিয়েছিলেন।

এস বি আই কাঞ্চনপুর শাখার এটিএম থেকে টাকা তুলতে গেলে অপরিচিত দুই যুবক তার কাছ থেকে এটিএম কার্ডে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। হামসা রায় বাবুর হাত থেকে এটিএম কার্ডটি ছিনিয়ে নিয়ে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক কাঞ্চনপুর এটিএম কাউন্টার হইতে ৪০ হাজার টাকা তুলে নিয়ে যায়। টাকা তুলে ওই দুই ব্যক্তি পালিয়ে যায়। হামসারায় বাবু কাঞ্চনপুর স্টেট ব্যাংক শাখায় গিয়ে বিষয়টি জানান। তৎক্ষনাত তার একাউন্টটি ব্লক করে দেওয়া হয়।

হামসারায় রিয়াং কাঞ্চনপুর থানায় এসে একটি জিডি এন্টি করেন। কাঞ্চনপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর নর পুইতা হলাম ও কাঞ্চনপুর থানার ওসি সমীর রায় ঘটনার তদন্ত শুরু করেন। এ ব্যাপারে কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে এক ব্যক্তিকে আটক করে।তার নাম আম্বার আলী। বাড়ি কদমতলা এলাকায়।

আরেক জনকে এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। আটক আম্বর আলীকে কাঞ্চনপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠানো হয় তাকে। পুলিশ রিমান্ডে নেয় পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। এটিএম কার্ড ছিনতাই করে টাকা তুলে নেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাঞ্চনপুর সহ পার্শবর্তী এলাকাগুলিতে ত্রিপুরা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৯৭ ▫ ১ মে ২০২১ ইং ▫ ১৭ বৈশাখ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

কন্যাভ্রূণ হত্যা

কন্যাভ্রূণ হত্যায় ভারতের স্থানটি বিশ্বে অগ্রগণ্য। সেই 'শীর্ষ' হইতে নিকট ভবিষ্যতে দেশ সরিয়া আসিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, কন্যাভ্রূণ হত্যার ধারা অব্যাহত থাকিলে ২০১৭-২০২৫ সালের মধ্যে প্রতি বৎসর মাতৃগর্ভেই নাশ হইবে ৪, ৬৯,০০০ কন্যা। ২০২৬-২০৩০ সালের মধ্যে সেই সংখ্যা পৌঁছাইবে প্রতি বৎসর ৫,১৯,০০০-এ। অর্থাৎ, ২০৩০ সালের মধ্যে দেশ হইতে জন্মের পূর্বেই মুছিয়া যাইবে প্রায় ৬৮ লক্ষ কন্যাসন্তান। সমীক্ষা আরও জানাইতেছে, ২০৩০ সালের মধ্যে এই বিষয়ে দেশে প্রথম স্থানটি দখল করিবে উত্তরপ্রদেশ। ভয়ঙ্কর চিত্র, সন্দেহ নাই। অথচ, দেশে কন্যাভ্রূণ হত্যা রোধে একটি সুস্পষ্ট আইন রহিয়াছে। ১৯৯৪ সালের সেই আইন অনুসারে, ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ এবং কন্যাভ্রূণ হত্যা উভয়ই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তৎসত্ত্বেও এই মারাত্মক অপরাধ বন্ধ করিতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির যে কঠোর পদক্ষেপ করিবার প্রয়োজন ছিল, তাহা হয় নাই। ফলত, আইনের আড়ালেই অবাধে চলিতেছে লিঙ্গ নির্ণয় এবং কন্যাভ্রূণ হত্যা। দুই বৎসর পূর্বে নীতি আয়োগের একটি রিপোর্ট হইতে স্পষ্ট হইয়াছিল, ২০১২ সাল হইতে ২০১৫ সালের মধ্যে ২১টি রাজ্যের ১৭টিতেই শিশুকন্যার জন্মের অনুপাতে উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটিয়াছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আইনের ধারা লইয়া অপরাধীরা বিশেষ ভাবিত নহে। আইন ভাঙিয়া কন্যাভ্রূণ হত্যার অপরাধে বিগত কয়েক বৎসরে বহু চিকিৎসকের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে ঠিকই, কিন্তু সাজাপ্রাপ্তদের সংখ্যাটি যৎসামান্য। সুতরাং, কখনও গোপনে বিভিন্ন ক্লিনিকে, কখনও বাড়ি আসিয়া আলট্রাসাউন্ড প্রযুক্তির মাধ্যমে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ এবং গর্ভপাত করাইবার প্রক্রিয়াটি কেহ রুখিতে পারে নাই। কমাইতেও পারে নাই। ইহাতে শুধুমাত্র যে কন্যাসন্তানরাই হারাইয়া যাইতেছে, তাহা নহে। অদক্ষ হাতে গর্ভপাত করাইবার কারণে প্রসূতির প্রাণসংশয়ের ঘটনাও ঘটিতেছে।

অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ১৯৯০ সালে সর্বপ্রথম 'মিসিং উইমেন'-এর উল্লেখ করিয়াছিলেন। 'মিসিং উইমেন', অর্থাৎ কোনও দেশে বা নির্দিষ্ট কোনও অঞ্চলে মেয়েদের সংখ্যা যাহা হওয়া উচিত, তাহা অপেক্ষা কম থাকা। ত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত। এখনও ভারতে কন্যাভ্রূণ হত্যা অব্যাহত। এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যে আইনটি যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা হইল না, তাহা নহে। কন্যাসন্তান না চাহিবার পিছনে সমাজের যে জরাগ্রস্ত মানসিকতা দায়ী, তাহাতেও উপযুক্ত সংস্কার হইল না। কন্যাভ্রূণ হত্যার সহিত নিবিড় ভাবে যুক্ত অপর একটি অপরাধ, পণপ্রথা। সেই বিষয়েও ভারতে কেহ আইন ভাঙিতে দ্বিধা করে না। প্রশাসক, পুলিশ এবং চিকিৎসক মহলে নারীবিদ্বেষ অব্যাহত বলিয়াই নাবালিকা বিবাহ, বধূ নির্যাতন, পণপ্রথা, কন্যাভ্রূণ হত্যা প্রভৃতি দণ্ডনীয় অপরাধ হইলেও কার্যত অসীম প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। মেয়েদের যত দিন পরিবারের আর্থিক বোঝা বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইবে, তত দিন কেবল আইন তৈরি করিয়া অথবা 'বেটি বচাও, বেটি পঢ়াও' স্লোগান প্রচার করিয়া সরকার নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। মেয়েদের সক্ষমতার সার্বিক কর্মসূচি প্রয়োজন। শিক্ষা হইতে সম্পদ, সকলই পৌঁছাইতে হইবে মেয়েদের কাছে। অজাত কন্যাদের বাসযোগ্য করিতে হইবে দেশকে।

ইজরায়েলে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু ৪৪ জনের, আহতের সংখ্যা শতাধিক

মেরন, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর ইজরায়েলের একটি ইহুদি তীর্থস্থানে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ৪৪ জন। আহত হয়েছেন শতাধিক মানুষ। মেরন পর্বতের পাদদেশে লাগ বি''ওমের নামক ধর্মীয় উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছর। শুক্রবার ওই ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এই ঘটনাকে বড় বিপর্যয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন।উৎসবে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন মানুষ পা পিছলে পড়ে যাওয়ার পরই এই ঘটনা ঘটে। একজন আরেকজনের উপর এসে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই ৩৮ জনের মৃত্যু হয়। হাসপাতালে আরও কয়েকজন মারা যান। সবমিলিয়ে ৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাই মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। প্রতি বছর অর্থোডেক্স ইহুদিরা মেরন পাহাড়ের পাদদেশে লাগ বি''ওমের নামের এই ধর্মীয় উৎসবে অংশ নেয়। আগুন জ্বালানো, প্রার্থনা করা এবং নাচের মধ্যদিয়ে এই ধর্মীয় উৎসবটি পালন করে অর্থোডেক্স ইহুদিরা।

অক্সিজেন সিলিন্ডার ফেটে কানপুরে মৃত্যু শ্রমিকের, আহত দু''জন

কানপুর, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কানপুরে অক্সিজেন সিলিন্ডার ফেটে মৃত্যু হল একজন শ্রমিকের। এছাড়াও আরও দু''জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে কানপুরের দাদা নগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকার অন্তর্গত পাঙ্কি অক্সিজেন প্লান্টে। সিলিন্ডারে অক্সিজেন ভর্তি করার সময় বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। সিলিন্ডার ফেটে মৃত্যু হয়েছে ইমরাদ আলী নামে একজন শ্রমিকের। এছাড়াও দু''জন আহত হয়েছেন।পুলিশ সূত্রের খবর, সিলিন্ডারে অক্সিজেন ভর্তি করার সময় শুক্রবার সকালে পাঙ্কি অক্সিজেন প্লান্টে সিলিন্ডার ফেটে যায়। সিলিন্ডার ফেটে মৃত্যু হয়েছে অক্সিজেন প্লান্টের একজন শ্রমিকের। দু''জন আহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একজন লালা লাজপত রায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অপরজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ইজরায়েলে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু ৪৪ জনের, আহতের সংখ্যা শতাধিক

মেরন, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর ইজরায়েলের একটি ইহুদি তীর্থস্থানে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ৪৪ জন। আহত হয়েছেন শতাধিক মানুষ। মেরন পর্বতের পাদদেশে লাগ বি''ওমের নামক ধর্মীয় উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছর। শুক্রবার ওই ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এই ঘটনাকে বড় বিপর্যয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন।উৎসবে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন মানুষ পা পিছলে পড়ে যাওয়ার পরই এই ঘটনা ঘটে। একজন আরেকজনের উপর এসে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই ৩৮ জনের মৃত্যু হয়। হাসপাতালে আরও কয়েকজন মারা যান। সবমিলিয়ে ৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাই মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। প্রতি বছর অর্থোডেক্স ইহুদিরা মেরন পাহাড়ের পাদদেশে লাগ বি''ওমের নামের এই ধর্মীয় উৎসবে অংশ নেয়। আগুন জ্বালানো, প্রার্থনা করা এবং নাচের মধ্যদিয়ে এই ধর্মীয় উৎসবটি পালন করে অর্থোডেক্স ইহুদিরা।

ভিড় ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে জখম যাত্রী, ক্যানিং শাখায় রেল অবরোধ

চাম্পাহাটি, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং লাইনে ভিড় ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হলেন একজন যাত্রী। শুক্রবার সকালে শিয়ালদহ-ক্যানিং শাখার চাম্পাহাটি স্টেশনের কাছে থেকে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যান একজন যাত্রী। চাম্পাহাটি স্টেশন ছেড়ে শিয়ালদহের দিকে যাওয়ার সময় রেলগেটের সামনে ওই যাত্রী ট্রেন থেকে পড়ে যান। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চলন্ত ট্রেন থেকে ওই যাত্রী পড়ে যাওয়ার পরই, ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর দাবিতে চাম্পাহাটি স্টেশনে রেল অবরোধ করেন ক্ষুব্ধ যাত্রীরা। সকাল আটটা থেকে শুরু হয় রেল অবরোধ। ফলে আটকে পড়ে বিভিন্ন ট্রেন। সমস্যায় পড়েন নিত্য যাত্রীরা। তবে, ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর দাবিতে এদিনের রেল অবরোধকে অনেক যাত্রীই স্বাগত জানিয়েছেন।

শ্রমিক দিবসের ইতিহাস ও তাৎপর্য

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। ১৮৮৬ সালের ৪ঠা মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের সামনে দৈনিক ৮ ঘন্টা কর্মদিবসের জন্যে আন্দোলনরত শ্রমিকদের উপর গুলি চালায় পুলিশ এবং এতে প্রায় ১১ জন শ্রমিক মৃত্যুবরন করেন। অধিকারের জন্য আত্মত্যাগকারী শ্রমিকদের কথা এবং আন্দোলনের গৌরবময় অধ্যায়কে স্মরণ করে ১৯৮০ সাল থেকে প্রতি বছরের ১লা মে বিশ্বব্যাপী পালন হয়ে আসছে 'মে দিবস' বা 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস' হিসেবে।

ইতিহাস : মানব সভ্যতার ইতিহাস শ্রমজীবী মানুষের সুদীর্ঘ এক রক্তাক্ত ইতিহাস। দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ অশ্রু ভেজা নির্মম, নিষ্ঠুর ইতিহাস। আধুনিক সভ্যাতার সূচনালগ্নে শ্রমিকদের অমানবিক পরিশ্রম করতে হত। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা আর সপ্তাহে ৬ দিন কাজ করতে হতো তাদের। বিনিময়ে মজুরী মিলত সামান্য। শ্রমিকরা খুবই মানবেতর জীবনযাপন করত। মালিকরা মূলত দাসের মতো ব্যাবহার করত শ্রমিকদের সাথে।

১৮৮৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের একদল শ্রমিক দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ করার জন্য আন্দোলন শুরু করেন,এবং তাদের এ দাবী কার্যকর করার জন্য তারা সময় বেঁধে দেয় ১৮৮৬ সালের ১লা মে। কিন্তু কারখানা মালিকগণ এ দাবী মেনে নিল না। ৪ঠা মে ১৮৮৬ সালে সন্ধ্যাবেলা হালকা বৃষ্টির মধ্যে শিকাগোর হে-মার্কেট নামক এক বাণিজ্যিক এলাকায় শ্রমিকগণ মিছিলের উদ্দেশ্যে জড়ো হন।

তারা ১৮৭২ সালে কানাডায় অনুষ্ঠিত এক বিশাল শ্রমিক শোভাযাত্রার সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে এটি করেছিলেন। আগস্ট স্পীজ নামে এক নেতা জড়ো হওয়া শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলছিলেন। হঠাত দূরে দাড়ানো পুলিশ দলের কাছে এক বোমার বিস্ফোরন ঘটে,এতে এক পুলিশ নিহত হয়। পুলিশবাহিনী ততক্ষনাত শ্রমিকদের উপর অতর্কিতে হামলা শুরু করে যা সংঘর্ষের রূপ নেয়। এতে ১১ জন শ্রমিক শহীদ হন।

পুলিশ হত্যা মামলায় আগস্ট স্পীজ সহ আটজনকে অভিযুক্ত করা হয়। এক প্রহসনমূলক বিচারের পর ১৮৮৭ সালের ১১ই নভেম্বর উন্মুক্ত স্থানে ৬ জনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। লুইস লিং নামে একজন একদিন পূর্বেই কারাভ্যন্তরে আত্মহত্যা করেন, অন্য একজনের পনের বছরের কারাদন্ড হয়। ফাঁসির মঞ্চে আরোহনের পূর্বে আগস্ট স্পীজ বলেছিলেন, 'আজ আমাদের এই নি:শব্দতা, তোমাদের আওয়াজ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হবে'। ২৬শে জুন,১৮৯৩ ইলিনয়ের গভর্ণর অভিযুক্ত আটজনকেই নিরপরাধ বলে ঘোষণা দেন এবং রায়টের হুকুম প্রদানকারী পুলিশের কমান্ডারকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। আর অজ্ঞাত সেই বোমা বিস্ফোরণকারীর পরিচয় কখনোই প্রকাশ পায়নি।

শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের ''দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করার'' দাবী অফিসিয়াল স্বীকৃতি পায়। আর পহেলা মে বা মে দিবস প্রতিষ্ঠা পায় শ্রমিকদের দাবী আদায়ের দিন হিসেবে। তবে এই স্বীকৃতি এত সহসা আসেনি। তার জন্যও পাড়ি দিতে হয়েছে সুদীর্ঘ এক ভঙ্গুর পথ। ১৮৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের শতবার্ষিকীতে প্যারিসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ১৮৯০ সাল থেকে শিকাগো প্রতিবাদের বার্ষিকী আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশে পালনের প্রস্তাব করেন রেমন্ড লাভিনে।

১৮৯১ সালের আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে এই প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। এর পরপরই ১৮৯৪ সালের মে দিবসে দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। পরে, ১৯০৪ সালে আমস্টারডাম শহরে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই উপলক্ষে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে দৈনিক আটঘন্টা কাজের সময় নির্ধারণের দাবী আদায়ের জন্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বজুড়ে পয়লা মে তারিখে মিছিল ও শোভাযাত্রা আয়োজনের জন্য সকল সমাজবাদী গণতান্ত্রিক দল এবং শ্রমিক সংঘের (ট্রেড ইউনিয়ন) প্রতি আহবান জানানো হয়।সেই সম্মেলনে, 'শ্রমিকদের হতাহতের সম্ভাবনা না থাকলে বিশ্বজুড়ে সকল শ্রমিক সংগঠন মে''র ১ তারিখে 'বাধ্যতামূলকভাবে কাজ না করার' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অনেক দেশে শ্রমজীবী জনতা মে মাসের ১ তারিখকে সরকারি ছুটির দিন হিসাবে পালনের দাবী জানায়।

অবশেষে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের এই গৌরবময় অধ্যায়কে স্মরণ করে ১৯৮০ সাল থেকে প্রতি বছরের ১লা মে বিশ্বব্যাপী পালন হয়ে আসছে 'মে দিবস' বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস'। বাংলাদেশ এবং ভারতেও এই দিনটি যথাযথভাবে পালিত হয়ে আসছে। ভারতে প্রথম মে দিবস পালিত হয় ১৯২৩ সালে। বাংলাদেশ আই.এল.ও কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। বাংলাদেশে মে দিবস সরকারি ছুটির দিন হিসেবে স্বীকৃত। এখানে বেশ উতসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে মে দিবস পালিত হয়।

আমেরিকা ও কানাডাতে অবশ্য সেপ্টেম্বর মাসে শ্রম দিবসপালিত হয়। সেখানকার কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়ন এবং ''শ্রমের নাইট'' এই দিন পালনের উদ্যোক্তা। হে মার্কেটের হত্যাকান্ডের পর আমেরিকার ততকালিন প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড মনে করেছিলেন পয়লা মে তারিখে যে কোন আয়োজন হানাহানিতে পর্যবসিত হতে পারে। তাই ১৮৮৭ সালেই তিনি নাইটের সমর্থিত শ্রম দিবস পালনের প্রতি ঝুঁকে পড়েন।

মহারাজা তোমাকে সেলাম

সুব্রত রায়

১৯৪৮ সালে কলকাতায় দ্য স্টেটসম্যান' দৈনিকে প্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধে সত্যজিৎ রায় লিখেছিলেনত্ত The raw naterial of cinema is life itself. It is inctedible that a country that has inspired so much painting. and music and poetry should fail to move the fimmaker, He has only to keep his eyes open and ears let him do so. ভারতের চলচ্চিত্রকারদের কী কার উচিত এ সম্পর্কে প্রাবন্ধিক সত্যজিৎ রায়ের ভাবনার সার্থক রূপায়ণ দেখা গেল তারই ছবি 'পথের পাঁচালি'তে। ''পথের পাঁচালিচ জাগরণেই বিস্ময়। সত্যজিৎ রায় যখন পথের পাঁচালি নিয়ে চলচ্চিত্রের আঙিনাতে প্রবেশ করেন তখন ভুল হয় না। অন্যান্য সমসাময়িক উজ্জ্বল প্রয়াসের পাশে পথের পাঁচালি কেন সবিশেষ অবস্থানে তার উত্তর এককথায় দেওয়া সম্ভব নয়। আজ বুঝতে পারি সত্যজিৎ রায় বাংলা চক্ষুদান করেছিলেন। তিনি বিষয় ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এমন নতুনত্ব আনলেন যে আমাদের এতদিনকার ছবি দেখার অভ্যাসকেই এক বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলেন। সিনেমা মানেই শুধু বিনোদন ও বাণিজ্যের ঘেরাটোপ নয়, আরও অন্য কিছু। এল। চলচ্চিত্রে যে বাস্তববাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে ইতালিতে নববাস্তববাদ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, সত্যজিৎ রার ভারতীয় চলচ্চিত্রে সেইবার্তববাদকে সুচারুরূপে প্রতিষ্ঠা দিলেন। দৈনন্দিন বাস্তবতা সুষমামণ্ডিত উপস্থাপনা আমরা দেখলাম ''পথের পাঁচালি'তে। আমাদের চলচ্চিত্র যেন সত্যজিৎ রায়ের জীর্ণ অরিফ্রেক্স ক্যামেরার স্পর্শে শাপমুক্ত হল। ''পথের পাঁচালি'তে যখন অপু তে যাওয়ার জন্য চোখ মেলল তখন সিনেমাণ্ড্র দেখারও চোখ ফুটল। ছবিতে সুন্দর অসুন্দরের টানাপোড়েনের ফলেই জীবনের বাস্তব রূপ আরও প্রকট হয়ে ওঠে। সুন্দরকে আরও সুন্দর লাগে, জন্মের আনন্দ মনে আরও দোলা দেয়। মৃত্যুর বেদনা মর্মান্তিক হয়ে বাজে। পোড়ো ভিটে আর ভাঙা দরজার পিছনে ইন্দির ঠাকরুনের গালভাঙা হাসি সমস্ত মানুষকে মুহূর্তে আপন করে নেয়। ভারতীয় ছবির ইতিহাসে বোধহয় এই প্রথম বহু আলোচিত ডিটেলের সার্থক ও বিস্তৃত ব্যবহার হুল। দুর্গার মৃত্যুর পরদিন সকালে বাড়ির উঠানে মরা ব্যাঙ, বৃষ্টি আসার পর দাওয়ায় উঠে কুকুরের গা ঝাড়া দেওয়া ইত্যাদি খুঁটিনাটি ব্যঞ্জনা দর্শককে মুগ্ধ করেছে। তবে দুর্গার মৃত্যুর পর হরিহর যখন বাড়িতে ফিরে আসে ও দুর্গার মৃত্যুর খবর পায় তখন হরিহর, সর্বজয়া ও অপুর নীরব অভিব্যক্তিকে আরও বাস্ময় করে তোলে এই ছবির সঙ্গীত পরিচালক পণ্ডিত রবিশঙ্করের ব্যাকগ্রাউন্ডে ''তার সানাই''এর ব্যবহার, যা এই দৃশ্যের করুণ রসকে আরও মর্মন্দ করে তোলে। পরিচালক ঋত্বিক কুমার ঘটক বলেন, ''ইন্দির ঠাকরুন এই ছবিতে গ্রাম বাংলার আত্মার প্রতিমা। এখনও ভাবলে এক একটি দৃশ্য আমাকে তাড়া করে ফেরে।'' তিরিশের দশকে বাংলা চলচ্চিত্রে বেদনাবহ দৃশ্যে অতি পরিতি সেই একই রাগের প্রয়োগ বারে বারেই ফিরে আসে। কিন্তু দুর্গার মৃত্যু দৃশ্যে যখন সানাই বেজে ওঠে

তা আবহসঙ্গীতের ইতিহাসে সূচনা করে এক নতুন পরিচ্ছদ। চলচ্চিত্রে নতুন সূর্যের আবির্ভাব হল। যার প্রতিভার বিচ্ছুরণ বেশ কিছুকাল আমাদের আগত করবে মননশীল ও বৌদ্ধিক চর্চায়। তিনিই পথ প্রদর্শক। তিনিই প্রথম পথিক যিনি চলচ্চিত্রের অধিকার বর্ণনা করে গেলেন। বহুমূল্য ইনডোর, প্রসাধন চর্চা, আলোকসম্পাত থেকে সরে এসে তিনি যখন বাস্তবের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করেন তখন আস্তে আস্তে আমরা চলচ্চিত্রের বর্ণপরিচয়ে অভ্যস্ত হয়ে উঠি।

সতজিৎ রায়ের জন্ম ২.৫-১৯২১ সালে। পিতা সুকুমার রায়। বাংলা সাহিত্যে এক অদ্ভুত খেয়াল রসের অষ্টা। কলনাপ্রবণ মন যে কতদূর যেতে পারে তার সবথেকে বড় দৃষ্টান্ত সুকুমার রায়। তার সুযোগ্য পুত্র সত্যজিৎ রায় বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও প্রেসিডে কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে বিএ পাশ করে ১৯৪০ সালে শান্তিনিকেতনে ভর্তি হয়েছিলেন।

সেখানে অনেক মজার মজার ঘটনা ঘটেছিল যা আমি শুনেছিলাম সত্যজিৎ রায়ের সহপাঠী পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক নিভৃত আলাপচারিতায়। ওখানে ওনারা হাতেলেখা পত্রিকা বের করতেন, ''একেবারে যাতা'' হ্যামার''। সম্পাদক ছিলেন সত্যজিৎ রায়। ওখানে ইভা বলে একজন ভদ্রমহিলা সত্যজিৎ রায়ের ত্ত প্রেমে পড়েছিলেন। সত্যজিৎ রায় ইভাকে তার ছবিতে অন্যভাবে আবার প্রতিদ্বন্দ্বী বা ''সীমাবদ্ধ''তে সরাসরি। ছবিতে সম্মাদনা যে কীভাবে কথা কুমড়োপটাশ করে নিজে হট্টমুলা হয়ে গাছে বলে তার নিদর্শন ''অপরাজিত। হরিহরের ঝুলেছিল- এরকম একটা ছবি একেছিলেন।

তবে শান্তিনিকেতনে শিক্ষা শেষ না করে তিনি কলকাতাতে চলে আসেন এবং স্বাদ গ্রহণ করেন বিভিন্ন দেশের চলচ্চত্রের। ১৯৪৩ সালে তিনি বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি জে কিমারে ভিসুয়েলাইজার পদে যোগ দেন। মৌচাক পত্রিকাতে তার প্রথম ইলাস্ট্রেশন প্রকাশিত হয়। যেমন জীবনানন্দের ''রূপসী বাংলা'', ''আম আঁটির ভেঁপু'' ইত্যাদি। সিগনেট প্রেসত্তথেকে বের হয় ''পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ। এইগ্রন্থ তার অক্ষর শিল্পীর দক্ষতা প্রমাণিত। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে ''পথের পাঁচালি'র প্রথম প্রদর্শন হয় নিউইয়র্কে। এই বছরই রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পায় ছবিটি। ১৯৫৬ সালে কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পেল ''বেস্ট হিউম্যান ডকুমেন্ট''-এর শংসাপত্র। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে তার করা ছবি ''অপরাজিত'' ''পরশপাথর'', ''জলসাঘর'' ''তিনকন্যা'', ''কাঞ্চনজঘা'' ''অভিযান'', মহানগর'' চারুলতা' ছবি থেকে তিনি সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নেন। ১৯৭৭ সালে শতরঞ্চ কি খিলাড়ি তীর প্রথম হিন্দি ছবি। গণশত্রু, শশাখাপ্রশাখা'' আগন্তক। তার তৈরি তথ্যচিত্র রবীন্দ্রনাথ, সিকিম', পুরা রায়, বালা'' ইনার আই'' প্রভৃতি। চলচ্চিত্রকার হিসাবে তিনি দেশবিদেশে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি.লিট উপাধি, বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তম সম্মান, গোল্ডেন লায়ন অফ সেন্ট মার্ক, দাদাসাহেব ফালকে ও ম্যাগসেসে পুরস্কার পান। ১৯৭৮ সালে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি তাকে সর্বকালের সেরা তিনজন পরিচালকের অন্যতমরূপে সম্মান জানায়। অন্য দুজন হলেন চার্লি চ্যাপলিন ও ইলগমার বার্ম্যান। ১৯৮৭ সালে ফ্রান্সের সব থেকে বড় হন। ১৯৯২ সালে ''ভারতরত্ব'' এবং ওই বছরই লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট-এর জন্য অস্কার'' পুরস্কার পান আমাদের সকলের প্রিয় সত্যজিৎ রায়।

''পথের পাঁচলি'' ছবির কেন্দ্রে রয়েছে রায় পরিবার। ছবিতে কোনোরকম শ্রমিক-মালিক বা জমিদার-চাষির সংঘর্ষ দেখানো হল না। থেকে শহরে চলে আসতে বাধ্য হয়। এভাবেই মৃত্যু ও আকাশে উড়ীয়মান পায়রাকুল সহসা ''অপরাজিত''কে নাগরিক গতিময়তায় উন্নীত করে। ''জলসাঘর'' থেকে ''সীমাবদ্ধ'' সর্বত্র উজ্জ্বল হয়ে আছে তীর বুর্জোয়া অধঃপতনের প্রতি এক অনন্ত বিরাগ। বস্তুত এই মানবতাবাদী অত্যন্ত অসহায়, বিরক্ত ও বিষণ্ন বোধ করেন তার শহর ত্রয়ী ''প্রতিদন'' সীমাবদ্ধ' ও ''জনঅরণ্য''তে। যে পৃথিবী রূপের দৃশ্যের, শ্রবণের সেখানে তিনি সত্যজিৎ রায় রাজাধিরাজপ্রতিম। চলচ্চিত্র যদি আলোর শিল্প হয় তাহলে সত্যজিৎ রায় সেখানে সম্রাট। তার 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন হীরক রাজার দেশে' ও ''জয় বাবা ফেলুনাথ'' ছবিগুলি ছোটদের জন্য হলেও সেখানে বড়দের বিশুদ্ধ বিনোদনের খোরাক আছে। ''হীরক রাজার দেশে' ছবিতে সত্যজিৎ নিশ্চিতভাবে ত্ত ফ্যান্টাসির আড়ালে একনায়কতন্তর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথের ''নষ্টনীড়'' বড় গল্প অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় নির্মাণ করেন চারুলতা'' ছবিটি। চারুর নিঃসঙ্গ অবস্থার অবতারণার মধ্য দিয়ে ছবির সূচনা। সত্যজিৎ রায় তার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ আহুতি দিয়েছেন চারুলতার নির্মাণে। এ ছবির সম্ভাব্য তুলনা একমাত্র মোতার্টের স্বরলিপি। রবীন্দ্রনাথের মূল আখ্যানের রদবদল ঘটিয়ে সত্যজিৎ চারুলতার মধ্য দিয়ে শুধু আধুনিক বাস্তববাদ বিষয়ে তার ধারণার কথা বলেননি, এই ছবি বস্তুত উনিশ শতকের মানবতাবাদ বিষয়ে সত্যজিৎ রায়ের প্রাথমিক মন্তব্য। আমাদের সদর-অন্দর, ঘর-বাহির, নারী-পুরুষ, সাহিত্যের জুরবিন্যাস ও কুটোন্মুখ ছবির বিষয়। তার শেষ ছবি ''আগন্তক''এ শাশ্বত কিছু নীতি, মানুষের ধর্ম এবং সুস্থ জীবনধারার মূল্যবোধ নিয়ে সামাজিক চর্চা। এ ছবিতে সত্যজিৎ যেন তার জীবনদর্শনের কথা শোনাতে চেয়েছেন। পরিব্রাজক আগন্তক মানুষটি যেন সত্যজিতের ''অল্টার ইগো''। আজ ওঁর শতবর্ষ লগ বিশ্বখ্যাত সত্যজিতবাবুর ঘরোয়া আটপৌরে দিকগুলিইখুব মনে আসছে। পাঞ্জাবি-পাজামাকে প্রায় স্টাইল স্টেটমেন্ট করে ফেলেছিলেন। বিশ্বভারতী যখন ওকে দেশিকোত্তম দেবেতি এসেছে তা কখনো বলে ঠিক করল তখন কথা পরে খেতাব নিতে যাবেন? ধুতি-পাঞ্জাবি? সঙ্গে সঙ্গে নিজেই সমাধান জুগিয়ে দিলেন। ''কেন মাস্টারমশাই ত্তনেন্দলাল বসু) তো দিব্যি পাজামা-পাঞ্জাবিতে চালিয়ে গেলেন। তাই চলুক'' সত্যজিৎ রায় আমাদের মুগ্ধ করেন, বিস্মিত করেন, কখনো বেজে ওঠেন কাব্যের অব্যক্ত চরণবন্ধের মতো, ছড়িয়ে দেন তীর মেধার দ্যুতি, আন্তর্জাতিকতাবোধ, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, আমাদের চলচ্চিত্রকে বিশ্ব চলচ্চিত্রের মানচিত্রে নতুন করে চিনিয়ে দেয়। তিনি আমাদের চলচ্চিত্রে এক বিপ্লব যা সবকিছু ভেঙে দেয় না বরং নতুন সৃষ্টির জয়গান করে। ফি বছর ২রা মে একটা দারুণ জন্মদিন পালন চলত সত্যজিৎ রায়ের বিশপ লেফ্রয় রোড বাড়িতে। রবি ঠাকুরের মতো সত্যজিৎ রায়ও তদ্দিনে একটা প্রতিষ্ঠান। শুনলে সবথেকে বেশি চমকাতেন মানিকবাবুই। ১৯৮২ সালে ওঁর সঙ্গে এক বেশি মনে হয় যখন হয়ত কেউ টেলিফোন করে বলল, আপনাকে একবার শুধু দেখতে চায়। সেটা খুব মজার হয়, আমি বলি অনেক সময়, দেখে কী করবেন, তার চেয়ে আমি যে গল্প লিখেছি পড়ুন। যে ছবি করছি দেখুন। না, একবার দেখতে চাই। তখন আবার ভাবি যে নিজেকে যদি দেখতে না দিই তাহবে ভাববে লোকটা বড় হামবড়া। সে জন্য আমাকে একটু অবারিতদ্বার করে রাখতে হয়েছে। ওঁর মৃত্যুর বছর খানেক আগে ওই জনৈক সাংবাদিক ওঁকে একটা লেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তখন ওঁর শরীর বেশ খারাপ। ''কী বিষয় চাও বলো। বিষয়টা পাড়ার জন্য। তিনি বললেন, সুযোগ এলে কার সঙ্গে জীবনটা বদলাবদলি করতে চাইবেন? কথা ভাবিই না।'' একটু উসকে দেবার জন্য ওই সাংবাদিক বলেছিলেন, কেন আপনার প্রিয় মোতার্টের সঙ্গে জীবন বদলাবেন না সুযোগ এলে? হাসতে হাসতে বলেছিলেন, কে তো চাইতে হবে জীবন বদলাতে। কত সুন্দর আর বড় কাজের জীবন ওঁর। সবাই ওর সঙ্গীত দেখে, কিন্তু কত কষ্ট তো পেয়েছে ছেলেটা।''

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রাজধানীর লেক চৌমুহনিতে করোনা সচেতনতামূলক সামগ্রী মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করেন বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত। ছবি ঃ নিজস্ব

বিশেষ অনুমোদন নিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরেছেন ২৫০ জন

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ৩০।। নিষেধাজ্ঞার মধ্যে বিশেষ অনুমোদন নিয়ে বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে দেশে ফিরেছেন আরও ২৫০ জন বাংলাদেশি। এ নিয়ে গত ৩ দিনে ভারত থেকে দেশে ফিরলেন ৬৮৯ জন।

বেনাপোল ইমিগ্রেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আহসান হাবিব জানান, বাংলাদেশি উপ-হাইকমিশনারের ছাড়পত্র থাকায় নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও বৃহস্পতিবার ২৫০ জন দেশে ফিরেছেন। এ নিয়ে তিন দিনে ভারতে আটকে পড়া ৬৮৯ জন বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন। ভারতে ছড়িয়ে পড়া নতুন ধরনের করোনাভাইরাস যাতে বাংলাদেশে ছড়াতে না পারে সে জন্য স্থলপথে পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাতায়াত ১৪ দিন বন্ধ ঘোষণা করে সরকার। তবে ভারতে আটকে পড়া যাত্রীরা দূতাবাসের বিশেষ অনুমতি নিয়ে দেশে ফিরছেন।

ফেরত আসাদের বেনাপোলের সাতটি আবাসিক হোটেলে ১৪ দিনের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে রাখা হচ্ছে। এ পর্যন্ত দেশে ফেরত আসা ব্যক্তিদের মধ্যে ছয়জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে। বেনাপোল ইমিগ্রেশন স্বাস্থ্য বিভাগের মেডিকেল অফিসার আবু তাহের বলেন, "ভারত ফেরত বাংলাদেশিরা বেনাপোল বন্দর এলাকার সাতটি আবাসিক হোটেলে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে আছেন। সেখানে সব খরচ যাত্রীদের বহন করতে হচ্ছে। এছাড়া ছয়জন করোনা পজিটিভকে যশোর সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে।"

বেনাপোল ইমিগ্রেশন ওসি বলেন, "নিষেধাজ্ঞার পর থেকে বাংলাদেশি কোনো পাসপোর্টধারী যাত্রী নতুন করে ভারতে যায়নি এবং ভারত থেকেও কেউ বাংলাদেশে আসেনি।"

উল্লেখ্য, গত ২৬ এপ্রিল থেকে ১৪ দিনের এ নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করা হয়। এতে আটকে পড়া যাত্রীদের দুর্ভোগ বাড়ে। এ অবস্থায় দূতাবাসের বিশেষ অনুমতি নিয়ে দেশে ফিরতে হয় বাংলাদেশিদের। নিষেধাজ্ঞার পর থেকে ২৯ এপ্রিল বিকেল পর্যন্ত সময়ে ভারতে আটকে পড়া ৬৮৯ জন বাংলাদেশি বেনাপোল স্থলপথে দিয়ে দেশে ফিরেছেন। বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরেছেন ১০৯ যাত্রী।

বাংলাদেশের ৫ ভারতীয় ভিসা সেন্টারে মিলবে জরুরি সেবা

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ৩০।। ভারতে করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করায় দেশটির সঙ্গে সব ধরনের সীমান্ত বন্ধ করেছে বাংলাদেশ। তবে এর মাঝেও জরুরি প্রয়োজনে বাংলাদেশের পাঁচটি ভিসা সেন্টারে সেবা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় হাইকমিশন। বৃহস্পতিবার (২৯ এপ্রিল) রাতে এক বার্তায় এ তথ্য জানায় ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন।

তথ্য বার্তায় বলা হয়, ২৮ এপ্রিল থেকে আগামী ৫ মে পর্যন্ত বাংলাদেশে লকডাউনের সময় বাড়ানোয় খুব জরুরি প্রয়োজনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও খুলনার ভারতীয় ভিসা সেন্টার সেবা প্রদান করবে। যেকোনো জরুরি প্রয়োজনে শুধুমাত্র ঢাকা (যমুনা ফিউচার পার্ক), যশোর, খুলনা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, সাতক্ষীরা, বগুড়া, নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুমিল্লায় অবস্থিত। প্রসঙ্গত, করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করায় গত ২৬ এপ্রিল থেকে ভারতের সঙ্গে সব ধরনের সীমান্ত বন্ধ করেছে বাংলাদেশ সরকার, যা আগামী ৯ মে পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে এ সময় বাংলাদেশ থেকে কোনো ভারতীয় নাগরিক জরুরি প্রয়োজনে দেশে ফিরতে চাইলে সহযোগিতা করবে ভারতীয় হাইকমিশন।

নিরাপত্তা ও কোভিড বিধিকে সমান গুরুত্ব দিয়ে গণনাকেন্দ্রের ব্লু প্রিন্ট তৈরি কমিশনের

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল(হি.স) : ভয়াবহ করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতিতে এবার ভোট গণনা। একদিকে যেমন গণনাকেন্দ্রে কোভিড বিধি মেনে চলতে হবে, তেমনই নিরাপত্তা বলয়ও অটুট রাখতে হবে। এই দুই নিয়ে চিন্তিত নির্বাচন কমিশন। দু'টি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েই গণনার জন্য ব্লু প্রিন্ট তৈরি করেছে কমিশন।

আগামী ২ মে রাজ্যের ২৩ জেলার ২৯২টি কেন্দ্রের ভোট গণনা রয়েছে। এবার মোট গণনাকেন্দ্র করা হয়েছে ১০৮টি। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে যা ছিল ৯০টি। মূলত কোভিডের কারণেই অন্যবারের তুলনায় গণনাকেন্দ্র বাড়ানো হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে খবর। কোন জেলায় কত গণনাকেন্দ্র হবে প্রধানত তা ঠিক করেন জেলাশাসক। একটি গণনা কেন্দ্রে এক বা তার অধিক বিধানসভা আসনের ভোট গণনা হয়। যেমন কলকাতার ১১ আসনের ভোটগণনার জন্য গণনাকেন্দ্র ৬টি। এর মধ্যে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চৌরঙ্গি, এন্টালি, বেলেঘাটা, জোড়াসাঁকো ও শ্যামপুকুর আসনের গণনা হবে। কলকাতা বন্দর, ভবানীপুর, রাসবিহারী ও বালিগঞ্জ প্রত্যেকটি আসনের জন্য আলাদা আলাদা করে গণনাকেন্দ্র করা হয়েছে। আবার মানিকতলা ও কাশিপুর-বেলগাছিয়ার ভোটগণনা হবে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। অর্থাৎ একটি গণনাকেন্দ্রে এক বা একাধিক বিধানসভা আসনের গণনাও হবে। একই রকম ভাবে জলপাইগুড়ির ৭ আসনের জন্য ২টি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩১ আসনের জন্য ১৪টি, হাওড়ার ১৬ আসনের জন্য ১২টি, হুগলির ১৮ আসনের জন্য ৭টি, পূর্ব মেদিনীপুরের ১৬ আসনের জন্য ৫টি, পশ্চিম মেদিনীপুরের ১৫ আসনের জন্য ৪টি, পূর্ব বর্ধমানের ১৬ আসনের জন্য ১১টি, পশ্চিম বর্ধমানের ৯ আসনের জন্য ২টি, পুরুলিয়ার ৯টি আসনের জন্য ৩টি গণনাকেন্দ্র করা হয়েছে।

ভোটগ্রহণের জন্য যেমন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়, তেমনই ভোট গণনার জন্যও থাকে কড়া নিরাপত্তা। ১০৮টি গণনাকেন্দ্রের জন্য মোট ২৫৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেছে কমিশন। গণনাকেন্দ্রে মূলত ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় থাকে। ত্রিস্তরীয় বলয়ের একেবারে বাইরে থাকবে রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র বাহিনী, র‍্যাফ ও কম্যান্ডো ও কুইক রেসপন্স টিমের সদস্যরা। এদের কাজ হল গণনাকেন্দ্রের বাইরে জমায়েত বা অশান্তি হলে তা ঠেকানো। মাঝের বলয়ে থাকবেন পুলিশের ডিসি পদমর্যাদার উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। একেবারে শেষ বা তৃতীয় বলয় যেখানে গণনা কক্ষ ও স্ট্রং রুম রয়েছে সেখানে থাকবে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী। কমিশনের অনুমতিপত্র ছাড়া সেখানে কাউকে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি রাজ্য পুলিশও নয়। গণনা কক্ষ বা কাউন্টিং হলে শুধুমাত্র প্রবেশ করতে পারবেন রিটার্নিং অফিসার, গণনা পর্যবেক্ষক, গণনা সহকর্মী, মাইক্রো অবজার্ভার, কাউন্টিং এজেন্ট, সংশ্লিষ্ট আসনের প্রার্থী ও এজেন্টরা। এ ছাড়া নিরাপত্তার জন্য গণনাকেন্দ্রের মধ্যে সিসিটিভি-তে নজরদারি চালাবে কমিশন। অশান্তি এড়াতে গণনাকেন্দ্রের ১০০ মিটার এলাকা জুড়ে থাকবে ১৪৪ ধারা।

নিরাপত্তার পাশাপাশি বর্তমান কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বিশেষ পদক্ষেপ করেছে কমিশন। গণনা শুরু হওয়ার আগে পুরো কেন্দ্র জীবাণুমুক্ত করা হবে। এমনকি স্ট্রং রুমে যেখানে ইভিএম ও ভিভিপ্যাট রয়েছে সেখানেও। যাঁরা গণনাকেন্দ্রের মধ্যে থাকবেন তাঁদের সকলের কোভিড টেস্ট করা হবে। রিপোর্ট 'নেগেটিভ' হলে তবেই তিনি গণনায় অংশ নিতে পারবেন। তবে যাঁরা কোভিড টিকার দু'টি ডোজ নিয়েছেন, তাঁদেরকে ছাড় দেওয়া হতে পারে। এ ছাড়া প্রত্যেকের মুখে মাস্ক ও ফেস শিল্ড থাকা বাধ্যতামূলক করেছে কমিশন। গণনা কক্ষের মধ্যে পর্যাপ্ত দূরত্ব-বিধিও মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি কোভিড বিধি অমান্য করলে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথাও বলেছে কমিশন। অন্যবার একটি কক্ষে গণনার জন্য সাধারণত ১৪টি টেবিল রাখা হত। এবার সেখানে দূরত্ব-বিধি বজায় রাখার জন্য ৭টি টেবিল রাখা হবে বলে কমিশন সূত্রে খবর। সে ক্ষেত্রে গণনা কক্ষের সংখ্যাও বাড়ানো হবে বলে জানা গিয়েছে। তবে গণনা কক্ষের আয়তন বড় হলে ১৪টি টেবিল রাখা যেতে পারে।

মধ্যপ্রদেশে এবার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল টাটা গ্রুপ

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল(হি.স) : করোনা ভাইরাস সংক্রমণে বিধ্বস্ত মধ্যপ্রদেশকে এবার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল ভারতীয় শিল্পোদ্যোগী সংস্থা টাটা গ্রুপ। সংস্থার তরফে রাজ্যকে অক্সিজেন কনসেন্টটের সরবরাহ করা হবে বলে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান শুক্রবার টুইটারে জানিয়েছেন। তিনি এদিন টুইটারে লেখেন, টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরন-র সঙ্গে দীর্ঘ টেলিফোনিক বার্তালাপের পর তারা জানিয়েছেন কোভিড যুদ্ধে এবার তারা অক্সিজেন কনসেন্টটের দিয়ে সহযোগিতা করবেন। টাটা গ্রুপের এই উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি বলেও তিনি টুইটারে লিখেছেন। তিনি আরও লিখেছেন, কোম্পানি আগামী দিনে মধ্যপ্রদেশে একটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরি করার ইচ্ছেপ্রকাশ করেছে।

করোনার জেরে নিজ স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার নির্দেশিকা শিক্ষা সংসদের

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে নিজ স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার নির্দেশিকা জারি হল। এই সঙ্গে জানানো হয়েছে, আগামী তিনমাসে সমস্ত সিলেবাস শেষ করতে হবে।

করোনার দাপটে একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। সরাসরি দ্বাদশ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করে দেওয়া হবে পড়ুয়াদের।

গতবছর থেকেই বন্ধ স্কুল। মাধ্যমিক পরীক্ষা ভালোভাবে মিটলেও কোনওক্রমে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা মিটিয়ে করোনার থেকে বাঁচতে বন্ধ হয় স্কুল। চলতি বছরেই ফেব্রুয়ারিতে কিছুদিনের জন্য স্কুল খোলা হয় আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিকের কথা মাথায় রেখে শুরু হয় পঠনপাঠন। কিন্তু করোনার দ্বিতীয় ঢেউ থেকে বাঁচতে ফের বন্ধ করে দেওয়া হয় স্কুল। বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে রাজ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আগেই পিছিয়ে দেওয়া হয়। চলতি বছরে জুন মাসে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা হওয়ার কথা। কিন্তু দিন দিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনার সংক্রমণ। তাই সেই ভীতিতে পরীক্ষা বাতিলের আবেদন জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় টুইট করেই চলেছেন পরীক্ষার্থীরা। তার মাঝেই শুক্রবার নির্দেশিকা জারি করল শিক্ষা সংসদ।

টুইটারে ট্রেন্ড শুরু হয়েছে "ক্যানসেল ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড এক্সামস ২০২১', 'ক্যানসেল বোর্ড এক্সাম', 'ক্যানসেল ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড সেকেন্ডারি এক্সাম ২০২১', ইত্যাদি হ্যাশট্যাগ। যাতে ট্যাগ করা হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে। পড়ুয়াদের দাবি, করোনার ভয়াল চেহারায় একাধিক রাজ্য ইতিমধ্যেই দশম শ্রেণির পরীক্ষা বাতিল করেছে। পিছিয়ে গিয়েছে দশম শ্রেণির পরীক্ষা। স্থগিত রয়েছে 'আইএসসি, বাতিল করা হয়েছে 'আইসিএসসি', অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে "জয়েন্ট এন্ট্রান্স', "নেট" ও "নিট"। তাই দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার্থীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিলের আবেদন জানাচ্ছেন।

যদিও শুক্রবার থেকে রাজ্যে আংশিক লকডাউন হলেও উচ্চ-মাধ্যমিক কিংবা মাধ্যমিক পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া নিয়ে কোনও নির্দেশিকা দেওয়া হয়নি। নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা হবে বলেও জানা গিয়েছে। করোনা সংক্রমণের জেরে পরীক্ষা দিতে যাওয়া নিয়ে ভয় কাজ করছে পড়ুয়াদের মধ্যেই তার জেরেই এই ট্রেন্ড শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। প্রায় আট লক্ষের বেশি পরীক্ষার্থীর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার কথা এ বছর। এত সংখ্যক পরীক্ষার্থী পরীক্ষাকেন্দ্রে আসবে। সঙ্গে তাদের অভিভাবকরাও আসবেন। সব মিলিয়ে স্কুলগুলিতে প্রচুর জমায়েতের সম্ভাবনা। তাই করোনা আবহে পরীক্ষা পিছনোর আর্জি জানাচ্ছে পড়ুয়ারা।

অমিল শয্যা, করোনায় মৃত্যু প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল মণ্ডলের

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): করোনায় মারা গেলেন আরও এক বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ বারুইপুর পূর্বের প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল মণ্ডল।

সূত্রের খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই জ্বরে ভুগছিলেন তিনি। বর্তমান পরিস্থিতিতে ঝুঁকি না নিয়ে তাঁর করোনা পরীক্ষা করানো হয়। রিপোর্ট আসে পজিটিভ। অবস্থার অবনতি হতে থাকায় বৃহস্পতিবার সকালে নির্মলবাবুকে হাসপাতালে ভরতি করানোর সিদ্ধান্ত নেয় পরিবার।

অভিযোগ, গোটা দিনে বিদায়ী বিধায়কের জন্য একটি শয্যার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে রাতে তৃণমূলের সেবাদলের তরফে বাঙুর হাসপাতালে তাঁকে ভরতির ব্যবস্থা করা হয়। রাতেই শুরু হয় চিকিৎসা। কিন্তু লাভ হয়নি। শুক্রবার দুপুরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন বিদায়ী বিধায়ক। জনদরদী হিসেবেই এলাকায় পরিচিত ছিলেন নির্মল মণ্ডল।

জনদরদী নেতার মৃত্যুতে শোকের ছায়া এলাকায়। পরিবারের অভিযোগ, কার্যত বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর। স্থানীয়দের যে কোনও বিপদে ছুটে যেতেন। বিলাসবহুল জীবনযাপন তো দূর-অস্ত, কার্যত মাঠে নেমে ধানও কাটতেন তিনি, এমন নেতার মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবেই এলাকাবাসীর চোখে জল।

উল্লেখ্য, তিন বারের বিধায়ক ছিলেন নির্মলবাবু। ২০১৬ সালে তৃণমূলের টিকিটে বারইপুর পূর্ব আসন থেকে লড়েন। জয়ীও হন। তবে ২০২১ -এ বয়সজনিত কারণে তাঁকে টিকিট দেয়নি দল। ফলে দলের প্রতি ক্ষোভও তৈরি হয়েছিল। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, অসুস্থতার বিষয়টি জানতে পেরে তৃণমূলের সেবাদলের তরফে সহযোগিতার চেষ্টা করা হলেও দলের কোনও নেতা তাঁর খোঁজ নেননি। সাহায্যও করেননি।

জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থেকে লড়াই করার পর দলের এই আচরণে ক্ষুব্ধ মণ্ডল পরিবার। এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, যদি বেডের অভাবে কার্যত বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয় বিধায়ককে, তবে আমজনতার অবস্থান ঠিক কী? এই ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই বাড়িয়েছে আতঙ্ক।

কোভিডের দেহ দাহ ঘিরে ঘুষ কেলেঙ্কারি রুখতে দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে অফিসার নিয়োগ

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): কোভিডের দেহ দাহ ঘিরে হাজার হাজার টাকার ঘুষ কেলেঙ্কারি রোখার চেষ্টায় দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে অফিসার নিয়োগ করল কলকাতা পুরসভা।

বরো ১ থেকে ৫ ও সল্টলেক পুরসভার দেহ দাহর দায়িত্বে ডেপুটি সিএমওএইচ ডাঃ বাসুদেব মুখোপাধ্যায় (৯৮৩০০৬২১৫০)। বরো ৬ থেকে ১০ নম্বরের দায়িত্ব পড়েছে এক্সিকিউটিভ হেল অফিসার ডাঃ উৎপল কাঞ্জির (৯৮৩০০২২০০৬) উপর। বরো ১১ থেকে ১৬ নম্বরের ওয়ার্ডগুলি কোভিড দেহ সমন্বয় করবেন এক্সিকিউটিভ হেল অফিসার ডাঃ সুব্রত মৌলিক (৯৮৩০২৮৪৭২৯)। এছাড়াও শববাহী যান কো-অর্ডিনেটর-৯০০৭৬১৫৮৭৩ / ৭৯০০১৫৫৮০৫ (সোমনাথ) ও ৭৯৮০৪৮৮৯০৯ (দীপক)। পুরসভার তরফে একজন কোভিড কো-অর্ডিনেটরও নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁর ফোন নম্বর হল—৯৮৩০২৪১৬৬০। পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, দেহ দাহ করতে শুধু ডেথ সার্টিফিকেট রাখুন।

গত বছর থেকেই করোনায় মৃতদের পরিবারের কাছ থেকে দাহকাজের জন্য ধাপায় দফায় দফায় টাকা নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছিল। গত ২৪ এপ্রিল বাঁশদ্রোণীর এক বৃদ্ধের করোনায় মৃত্যুর পর ধাপায় দেহ দাহর সময় মেয়ের কাছ থেকে তিনদফায় সাতেরো হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ জমা পড়ে পুরসভায়। খবর প্রকাশ হতেই নড়েচড়ে বসে পুরসভা ও রাজ্য সরকার। নিন্দার ঝড় বয়ে যায় শহরে। পুরকমিশনার বিনোদ কুমার তদন্ত শুরু করেন। এর পর রাজ্যের পুরসচিব খলিল আহমেদ সাদা পোশাকে পুলিশ পাঠিয়ে ধাপায় দশ হাজার টাকা নেওয়ার সময় হাতেনাতে এক পুরকর্মীকে গ্রেফতার করান। কারণ, একমাত্র পুরসভার নির্দিষ্ট রেট হিসাবে হাসপাতাল থেকে দেহ ধাপায় পৌঁছে দিতে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়ার কথা। এছাড়া পুরোটাই বিনাখরচে হয়ে থাকে। কিন্তু তারপরেও গোপনে হাসপাতালের একাংশের সঙ্গে যোগসাজশ করে কোভিডে মৃতের পরিবারের কাছ থেকে বেশি পরিমাণ অর্থ আদায়ের অভিযোগ আসছিল।

এর পর পুর কমিশনার নয়া নির্দেশ জারি করে বরো ভিত্তিক স্বাস্থ্য অফিসার ও শববাহী গাড়ির সমন্বয়কারীদের দায়িত্ব দিলেন। বিজ্ঞপ্তিতে পুরসভা জানিয়েছে, কোভিডের মৃতদেহ পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে দাহ ও কবর দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। সরকারি হাসপাতাল ও বাড়িতে করোনায় কেউ মারা গেলে তাঁর শেষকৃত্য করার জন্য কাউকে কোনও অর্থ দিতে হবে না বলে পুরসভা ঘোষণা করেছে। এদিনই পুরকমিশনার বিনোদ কুমার শহরের তিনটি জোনে হেল অফিসারদের দায়িত্ব ভাগ করলেন পুরকমিশনার।

যাদবপুরের ক্যাম্পাসে সেফ হোম খোলার দাবি পড়ুয়াদের, উপাচার্যকে চিঠি

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): রাজ্যের করোনা সংকটে মানুষের পাশে দাঁড়াতে এবার এগিয়ে এল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ক্যাম্পাসে সেফ হোম খোলার দাবিতে উপাচার্যকে চিঠি দিলেন পড়ুয়ারা। করোনা আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াতে চাইছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। রূপ বদলে আরও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে এই ভাইরাস। ভোট মরশুমে বাংলায় লাফিয়ে বেড়েছে সংক্রমণ। পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে মৃতের সংখ্যাও। এমন পরিস্থিতিতে সংক্রমণ রুখতে ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়েছে ভিক্টোরিয়া, সায়েন্স সিটি, নিকোপার্কের মতো বিনোদন ক্ষেত্রগুলি। এমনকী সংক্রমণের চেন ভাঙতে বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত মধ্য কলকাতার একাধিক জনবহুল বাজার বন্ধ থাকবে বলেও জানিয়ে দিয়েছে প্রশাসন। ক্রমেই যে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই কঠিন হয়ে উঠছে, তা স্পষ্ট। আর সে কথা মাথায় রেখেই সেফ হোম খোলার আরজি জানিয়ে উপাচার্যকে চিঠিও দিয়েছে এসএফআই।

তাদের প্রস্তাব, অতিমারী পরিস্থিতির সঙ্গে লড়তে ক্যাম্পাসের ভিতর এসি ক্যান্টিন, গেস্ট হাউস, হস্টেলের মতো খোলা ও প্রশস্ত জায়গাগুলিতে সেফ হোম খোলা হোক। প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গবেষক ও পড়ুয়ারাও যাতে এই সেফ হোম ব্যবহার করতে পারেন, সেকথাও উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে।

এতে করোনা আক্রান্তদের রাখার সমস্যা অনেকখানি মেটানো সম্ভব হবে বলেই আশা পড়ুয়াদের। করোনার জেরে এমনিতেই পঠনপাঠন বন্ধ রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধুমাত্র প্রশাসনিক বিভাগটি এখন খোলা। তাই বাকি জায়গাগুলিকে সেফ হোম হিসেবে কাজে লাগানো যেতেই পারে বলে দাবি এসএফআইয়ের। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই বেড, অক্সিজেনের সন্ধান দিতে একটি অ্যাপ বানিয়ে ফেলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই পড়ুয়া। পাশাপাশি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরির সমস্ত অক্সিজেন সিলিন্ডার কোভিড রোগীদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে এসএফআই সংগঠন। এই উদ্যোগে ইতিমধ্যেই অবশ্য পড়ুয়ারা পাশে পেয়েছেন উপাচার্যকে। ছাত্রসংগঠনের এমন উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন শ্রীলেখা মিত্র।

শপিং মল, পার্লার, রেস্তোরাঁয় নিষেধাজ্ঞা আংশিক লক ডাউনের নির্দেশ

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): করোনা নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশিকা মেনে শুক্রবার সন্ধ্যা থেকেই রাজ্যে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিধিনিষেধ জারি করল রাজ্য সরকার।

শুক্রবার এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে নবান্ন। এই নির্দেশের অন্যথা হলে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নেবে বলেও জানানো হয়েছে নির্দেশিকায়। এই নির্দেশিকায় সমস্ত সিনেমা হল, শমিং মল, বিউটি পার্লার, রেস্তরাঁ, বার, ক্রীড়াঙ্গন, জিম, স্পা এবং সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওষুধ বা মুদির দোকান খোলা থাকলেও অন্যান্য দোকানপাট এবং বাজার সকাল এবং বিকেলে কিছু ক্ষণের জন্য খোলা রাখা যাবে। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে।

নির্দেশিকা অনুযায়ী, বাজার-হাট শুধুমাত্র খোলা থাকবে সকালে ৭টা থেকে ১০ পর্যন্ত এবং বিকেলে ৩টে থেকে ৫ টা। যদিও ওষুধের দোকান এবং মুদির দোকানের মতো জরুরি পরিষেবা এই নির্দেশিকার আওতার বাইরে থাকছে। সিনেমা হল, শমিং মল, বিউটি পার্লার, রেস্তরাঁ, বার, ক্রীড়াঙ্গন, জিম, স্পা এবং সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বন্ধ থাকলেও হোম ডেলিভারি এবং অনলাইন পরিষেবায় অনুমোদন রয়েছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা এবং বিনোদনমূলক সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভোটগণনা এবং ফল প্রকাশের পর সমস্ত মিছিল ও বিজয়োৎসবের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মানার কথা বলা হয়েছে নবান্নের তরফে। অনেকের মতে, ভোট মিটতেই যে ভাবে কড়া পদক্ষেপ করা হল, তাতে ২ মে ফলাফলের পর রাজ্য আরও বেশি কড়াকড়ি আরোপ করবে। প্রয়োজন হলে সংক্রমণের শৃঙ্খল ভাঙার জন্য নাইট কার্ফুও জারি করা হতে পারে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

মাটির পরিবর্তে প্লাস্টিকের ট্রে-তে তৈরি হচ্ছে ধানের চারা

উত্তরবঙ্গ পথ দেখিয়েছিল। এবার পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও ধানের চারা তৈরির কারখানা গড়ল কৃষি দপ্তর। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে বিভিন্ন ব্লকে কারখানাগুলি তৈরি করা হয়েছে। প্লাস্টিক বা পলিথিনের ট্রে-তে

বিশেষ পদ্ধতিতে এই চারা তৈরি করা হচ্ছে। যা যন্ত্রের সাহায্যে জমিতে রোপণ করা হয়। এর ফলে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা রোজগারের দিশা পাচ্ছেন। পাশাপাশি, কৃষকদের চাষের খরচও অনেকটাই কমে যাচ্ছে। তবে সব থেকে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, ট্রে-তে এইভাবে চারা তৈরিতে জলের প্রয়োজন হয় খুব কম। বর্তমানে জল সংকটের সময় কম জলে চারা তৈরি বা জলের অপচয় রুখতে এই পদ্ধতির কোনও বিকল্প নেই।

'আত্মা' প্রকল্পে জেলার প্রতিটি ব্লকে ধানের চারা কারখানা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রজেক্ট জানান, বিভিন্ন ব্লকে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। প্রতি ব্লকেই অন্তত ২০টি করে প্রদর্শন ক্ষেত্র গড়ার লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে বিভিন্ন ব্লকের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের বাছাই করে নরেন্দ্রপুরে নিয়ে গিয়ে প্রশিণ দেওয়া হয়। ট্রে-তে ধানের চারা তৈরিতে পথিকৃৎ বলা হয়ে থাকে উত্তরবঙ্গের সতীশ সাতমাইল ক্লাবকে। নরেন্দ্রপুরে সেখান থেকে লোকজন এসে মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। আবদুস সামাদ বলেন, 'স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দিয়ে ধানের চারা তৈরির কারখানা তৈরি জেলায় প্রথম করা হয়েছে। এই কারখানার সঙ্গে ফার্ম মেকানাইজেশন বা ভরতুকি যন্ত্র কিনে চাষাবাদের প্রকল্পকেও সংযুক্ত করা হয়েছে।'

আত্মা প্রকল্পের জেলার প্রজেক্ট ডিরেক্টর জানান, ট্রে-তে ধানের চারা তৈরি করে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা রোজগারের দিশা পাচ্ছেন। তাদের তৈরি চারা কৃষকরা সরাসরি কিনে নিতে পারবেন। তাতে কৃষকরা অনেকটাই লাভবান হবেন। বীজতলা তৈরি করে ধানের চারা তৈরি করতে যা খরচ হবে ট্রে-তে তৈরি চারা কিনলে খরচ অর্ধেকেরও কম হবে। আবার স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাও বাড়তি রোজগার করতে পারবেন। এই চারা রোপণে কৃষি যন্ত্রের (প্যাডি ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন) ব্যবহার করা হবে। তাতেও কৃষকদের খরচ কম হবে। ফলে চাষের খরচ কমিয়ে একজন কৃষক বাড়তি লাভের সুযোগ পাবেন।

ধানের চারা তৈরির কারখানাতে গোষ্ঠীর মহিলাদের আত্মা প্রকল্পের মাধ্যমে ট্রে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি ট্রে-তে বা পলিথিনের শিটে এক ইঞ্চি মাপের মাটি ও গোবর সারের মিশ্রণ দিতে হবে। মাটি ও গোবর সারের পরিমাণ থাকবে যথাক্রমে ৮০ শতাংশ ও ২০ শতাংশ। চারা ২০ থেকে ২৫ দিনের হয়ে গেলেই তা রোপণ করা যাবে। এই পদ্ধতিতে চারা তৈরিতে খুব কম পরিমাণ জল লাগে। জলের অপচয়ও খুব কম হয়। স্প্রে করেও ট্রে-তে তৈরি ধানের চারায় জল দেওয়া যায়। বর্তমান সময়ে জলের তীব্র সংকটের মাঝে এই পদ্ধতিতে চারা তৈরিতে উপকৃত হবেন কৃষকরা।

১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় সার কীভাবে কাজ করে ?

এই সার ১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় হওয়ায় ধুয়ে মুছে বা উবে কোন প্রকারে অপচয় হয় না এবং ফসল পায় ১০০ শতাংশ খাদ্য। স্পে-র মাধ্যমে প্রয়োগ করা এই সার কিউটিকল ও পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে পাতারা কোষে কোষে পৌঁছে ফসলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দশার যথা - ফুল আসা, ফল ধরায় যথার্থ পুষ্টির যোগান দেয় ও ফসলের বিভিন্ন বিকাশ পর্যায়ে সাহায্য করে যা কৃষককে ফসলের উচ্চ ফলন পাওয়াকে নিশ্চিত করে। এই সার ফসলকে অনুর্বর মাটিতেও যথার্থ পুষ্টি দানের মাধ্যমে বাড়তি ফলন দিতে সাহায্য করে। ধান, ফুল, ডালশস্য, তৈলবীজ প্রভৃতি চাষে ইউরিয়া ফসফেট অত্যন্ত কার্যকরী, পক্ষান্তরে উচ্চলাভযুক্ত ফসল ও পটাশ পছন্দকারী ফসল যথা সবজি, আলু, কচু, আদা, ওল, বাদাম, ফল ও অন্যান্য বাগিচা ফসলে এন পি কে ১৮:১৮:১৮ ফসলের ফলন ও গুণমান বৃদ্ধিতে বিশেষ কার্যকরী।

পশ্চিমবঙ্গে অনুসেচ ব্যবস্থার প্রচলন এখনো জনপ্রিয় হয়নি। স্বল্পমূল্যের অনুসেচ ব্যবস্থার প্রসার বিশেষত সবজি ও ফল চাষে একান্ত জরুরি। অনুসেচ বা বিন্দু সেচ ব্যবস্থার পরিকাঠামো গড়ে তুলে ১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় সার গাছের গোড়ায় গোড়ায় শিকড়ের কাছে জলসেচের সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারলে জল ব্যবহারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সার ব্যবহারের উৎকর্ষতা অত্যন্ত উচ্চ মানের হবে, তাতে খরচও বাড়বে উৎপাদনশীলতা ও কৃষকের আয়।

১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় সারের সংরক্ষণ ও প্রয়োগ বার্তা —

এই সার প্যাক করা ব্যাগে অনেক বছর মজুদ করা যায়, তবে খোলা ব্যাগ ব্যবহার করে ফেলতে হবে বা ব্যাগের মুখ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে অন্যথা সারের উপাদান নষ্ট হতে পারে বা আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। দীর্ঘদিনের মজুতে সার জমে গেলেও এর মিশ্রণ যোগ্যতা, মৌল কণা উপাদানের পরিমাণ ও কার্যকারিতা অপরিবর্তিত থাকে। এই সার সকাল ১০টার আগে ও বিকাল ৪টার পরে স্প্রে করা বাঞ্ছনীয়। ঝোড়ো হাওয়া বা বৃষ্টির দিনে স্প্রে করা উচিত নয়। সারের সর্বোচ্চ শোষণ ও আত্তিকরণের জন্য স্প্রে-র সময় পাতার নিচের পৃষ্ঠতল সম্পূর্ণ ভিজানো দরকার। সঠিক মাত্রায় স্প্রে করা উচিত কারণ মাত্রা বেশি হলে ফলনের যেমন ক্ষতি হতে পারে তেমনি মাত্রা বা ঘনত্ব কম হলে স্প্রে অকার্যকর হবে। উপযুক্ত মাত্রা হল প্রতি লিটার জলে ১০ গ্রাম অর্থাৎ ১ শতাংশ। ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও গুণমান উন্নত করার পাশাপাশি ১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় সার পরিবেশবান্ধব ও অতি সহজে পাতার স্প্রে-র মাধ্যমে প্রয়োগ করা যায় বলে এই সারের ব্যাবহার কৃষকদের কাছে শীঘ্রই আবশ্যিক হয়ে দাঁড়াবে। পাতার মাধ্যমে শোষিত বা অনুসেচত সহযোগে ব্যবহৃত এই সার পাতার ক্লোরোফিল সংশ্লেষণ ও শর্করা উৎপাদন বাড়িয়ে উদ্ভিদের জল শোষণ ক্ষমতা বাড়ায় ফলে ফসলের পরিবহন তন্ত্রের মাধ্যমে পুষ্টি মৌল কণার আত্তিকরণের বৃদ্ধি ঘটে, ফসল পায় উপযুক্ত পুষ্টি।

নন্দিত লতা উদ্ভিদ সোনাঝুরি

সোনাঝুরিলতা ঃ কাব্যিক নামটা ফুলের সোনাঝরা রূপের সঙ্গে মানিয়েছে বেশ। প্রচুর শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট ঝুলন্ত লম্বা লতা। একে বলা হয় অফুরন্ত প্রাণ শক্তি সম্পন্ন চিরসবুজ লিয়ানা। বৃহৎ আকারের কাষ্ঠল ক্লাইমবারকে সাধারণত লিয়ানা বলা হয়। এই লিয়ানার কোন সাপোর্টকে অবলম্বন করে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে এদের টেনড্রিলের সাহায্য নিয়ে। বাড়ির বেড়া, অন্য কোন গাছ এবং ছোটখাটো বিল্ডিংকে অবলম্বন করে এরা দ্রুত বেড়ে উঠতে পারে।

সোনাঝুরির অনেকগুলো সিনোনিম আছে। এই জেনারেসের নাম এসেছে গ্রিক শব্দ থেকে। সোনাঝুরিলতার আদি বাস ব্রাজিলে। তারপর এরা ছড়িয়ে পড়ে, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া এবং প্যারাগুয়েতে। তারও পরে উত্তর ও দক্ষিণ মেক্সিকোতে যেখানে এরা এখন ড্রাই ফরেস্টে বেড়ে উঠেছে। কয়েকটি স্থানে দেখা যায় এই গাছ। পূর্ণ সূর্যালোক অথবা স্বল্প সূর্যালোকে এরা বেড়ে ওঠে। এদের কোল্ড-হারডি প্ল্যান্টও বলে। অর্থাৎ এরা ঠান্ডা সহ্য করতে পারে। ২৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে এরা। আসলে অধিক উষ্ণতা ও শীত দুটোই ওদের অপছন্দ কিন্তু বেঁচে থাকতে পারে। অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতার দেশগুলোতে প্রচুর পরিমাণ চাষ হতে দেখা যায়। গার্ডেনাররা এই লতাগুলোকে উপকূলবর্তী বাগানের গাছ বলে মনে করে থাকেন। এরা জলের প্রাচুর্য পছন্দ করে। এই লতাটির অদ্ভুত প্রাণশক্তি থাকার কারণে এই লতার উপরের দিকের বৃদ্ধি কোন কারণে বাধা পেলে মাটির নিচ থেকে আবার কুশি গজাতে থাকে। এতে তাদের ইচ্ছেমতো বৃদ্ধির সুযোগ দিলে এরা দ্রুত এদের সাপোর্টকে ঘন কাষ্ঠল লতা এবং অনন্য সুশ্রী এবং প্রাণবন্ত ফুল দিয়ে

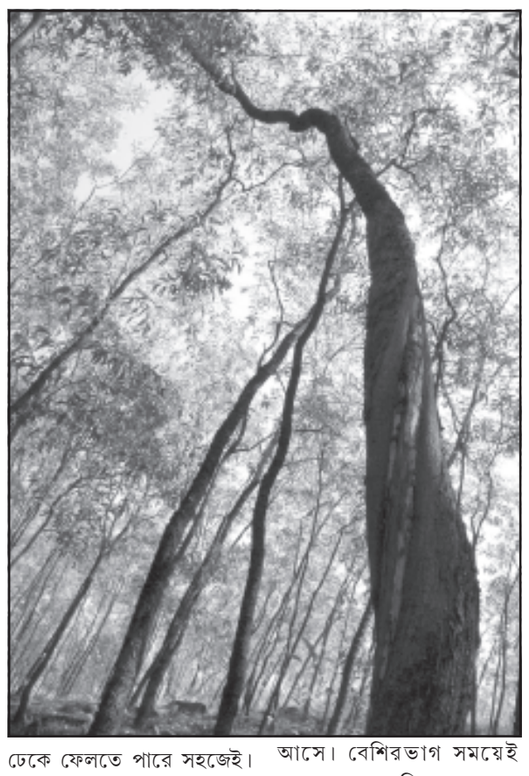

ঢেকে ফেলতে পারে সহজেই। ইচ্ছে করলে এদের নিয়মিত প্রশ্ন করে সুনির্দিষ্ট একটি দৃষ্টি নন্দন আকৃতির মধ্যে রাখা যেতে পারে। বাড়ির সামনের গেটের লোহার জালি, পাথুড়ে দেওয়াল বা দীর্ঘ বেড়াকে এরা খুব সহজেই ঢেকে ফেলতে পারে। এই গাছ একটানা প্রায় ৭৫ মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। ফুলগুলো সাধারণত ৩ ইঞ্চি লম্বা হয়ে থাকে। ফ্লেম ভাইম থোকা থোকা অসাধারণ আবেদনময়ী রঙের ফুল তৈরি করে। ফুল ফোটা চলে বসন্ত থেকে শীত পর্যন্ত। শীতে ও বসন্তে গাঢ় কমলা রঙের ফুলে ভরে যায় ঝোঁপগুলো। অন্যান্য দেশে বসন্তকালে ফুল ফুটলেও আমাদের দেশে শীতের প্রারম্ভেই এই ফুল ফোটে এবং দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। ঝুলন্ত মঞ্জরীর নলাকার এবং প্রায় ৫ সেমি লম্বা হয়। ডালের আগায় একটি থোকাতে সাধারণত ১৫-২০টি ফুল থাকে। পরাগধানীগুলো ছোট টিউবের মতো ফুলগুলো থেকে বের হয়ে আসে। বেশিরভাগ সময়েই ফুলেরা এদের নিজস্ব ওজনের ভারে নিচের দিকে ঝুলে থাকে। ফুলটির উজ্জ্বল লালচে-কমলা মিষ্টি রং অনেক দূর থেকেই চোখে পড়ে। কাছ থেকে দেখতেও অপূর্ব লাগে। ফুলের আকৃতি ও রং দুই অনন্য সুন্দর। ফুল ফোটা শেষ হলে শুকনো ডালপালা ও ডাঁটা ছেঁটে ফেলা ভাল। সাধারণত সোনাঝুরিলতার বংশবৃদ্ধি হয় গ্রাফটিংয়ের মাধ্যমে।

ফ্লেম ভাইন ফুল এক ধরনের মধু তৈরি করে দিনের বিভিন্ন সময়ে যা নির্ভর করে ফুলের পুষ্টিতার ওপরে। এদের গর্ভমুন্ড থেকে অনেক আগেই এদের এনথারের পুষ্টতা প্রাপ্ত হয়। বিশেষজ্ঞদের মত অনুসারে হামিংবার্ডরাই এদের পরাগায়ন করে থাকে। একদিন বয়সের ফুলে মধুর পরিমাণ এবং ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি থাকে। দু'দিন বয়সের ফলে মধুর ঘনত্ব অনেক বেশি থাকে তবে মধুর পরিমাণ কমে যায়। সোনাঝুরিলতার ফুলে কোন গন্ধ নেই। আর যে ফুল পরাগায়ন করতে পারে না এবং সে ফুলের বীজ তৈরি হয় না। অনেকের ধারণা মৌমাছি দ্বারাই এদের সঠিক পরাগায়ন হয়। কারণ মধুর লোভে অনেক মৌমাছিকেই এই ঝোঁপের আশপাশে ঘুরতে দেখা যায়। সঠিক পরাগায়নের মাধ্যমে ফল তৈরি হয়। ফল সাধারণত সরু, পাতলা এবং লম্বা হয়ে থাকে।

নারকেল বা সুপারি বাগানে সহজেই গোলমরিচ চাষ করে লাভবান হতে পারেন

গোলমরিচ একটি অর্থকরী দেশীয় মশলা ফসল। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে নারকেল ও সুপারি বাগান আছে সেখানে গোলমরিচের চাষ সহজেই করা যায়। এই মশলা ফসলটি সাথী ফসল হিসেবে চাষ করে কৃষকরা আয় বাড়াতে পারেন।

পুষ্টিমূল্য ঃ গোল মরিচে আমিষ, চর্বি এবং প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন, ক্যালসিয়াম ও লৌহ থাকে।

ভেষজগুণ ঃ হজমে সহায়তা করে, স্নায়ু শক্তি বাড়ায়, দাঁতের ব্যথা কমানোতে সহায়তা করে, মাংসপেশী ও হাড়ের জোড়ায় ব্যথা উপশম করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

ব্যবহার ঃ মশলা হিসেবে গোলমরিচের ব্যবহার রয়েছে।

উপযুক্ত মাটি ও জমি ঃ পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয় ও আর্দ্রতা বেশি এমন এলাকায় গোলমচির জন্মে। এ ফসল ১০-৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। পি এইচ ৪.৫-৬.০ পর্যন্ত এ ফসল ফলানো যায়। পাহাড়ি এলাকার মাটি এই ফসল চাষের জন্য খুবই উপযোগী।

জাত পরিচিতি ঃ স্থানীয় জাত।

চারা তৈরি ঃ গোল মরিচে ৩ ধরনের লতা/কান্ড দেখা যায়- প্রধান কান্ড যার পর্বমধ্য বড় রানার ডগা (সুট) ও ফল ধারণকারী পার্শ্বীয় শাখা। রানার ডগা হতে কাটিং এর মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা হয়। শীর্ষ ডগাও ব্যবহার করা যায়।

ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ২-৩টি পর্বসন্ধি (গিট)যুক্ত কান্ড কাটিং হিসেবে নার্সারিতে বা পলি ব্যাগে লাগানো হয়। পলি ব্যাগ উর্বর মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়। কাটিং-এ ছায়ার ব্যবস্থা রাখা হয় ও প্রয়োজনে সেচ দিতে হয়। মে-জুন মাসে কাটিং লাগানোর উপযোগী হয়।

চারা লাগানো ঃ গোল মরিচ ঠেস গাছের ছায়ায় লাগাতে হয়। ঠেস গাছ আগে থেকে ২.৫ মিটার দূরত্বে লাগিয়ে গোল মরিচের কাটিং লাগানো হয়।

২-৩টি কাটিং এক গর্তে লাগানো হয়। ঠেস গাছ হিসেবে সুপারী গাছ ব্যবহার করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে নারকেল ও সুপারি গাছে গোলমরিচ গাছ তুলে দিলে বিঘাপ্রতি বাগিচায় ২০০০-৩০০০ টাকা বেশি রোজগারের সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে নারকেল/সুপারির একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অবধি গোলমরিচের লতা বাড়তে দিতে হবে যাতে পরিচর্যার সুবিধা হয় আর এরকমভাবে চাষে সুপারি/নারকেলের সারেই মরিচেরও সার ব্যবস্থা চলবে, অনেকটাই প্রয়োজনে মরিচের গোঁড়ায় আলাদাভাবে বা গাছে জলে গোলা সার দিলেই হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ প্রতি গর্তে ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১১০ গ্রাম এস এস পি ও ৪৫০ গ্রাম পটাশ দিতে হবে। তবে এ পরিমাণ সার তৃতীয় বছর হতে দিতে হবে। এ পরিমাণের ১/৩ ভাগ ১ম বছর এবং ২/৩ ভাগ দ্বিতীয় বছরে দিতে হবে। সার সাধারণতঃ বছরে দু'বার দিতে হয়।

করোনা কেড়ে নিয়েছে স্বাদ ও ঘ্রাণশক্তি জেনে নিন ঘরোয়া টোটকায় মুক্তির উপায়

করোনার উপসর্গ বলতে প্রাথমিকভাবে সর্দি-জ্বর-কাশি ও শারীরিক দুর্বলতা ও শ্বাসকষ্টই আমরা জানি। কিন্তু এছাড়াও রয়েছে আরও বেশ কিছু উপসর্গ। যেমন স্বাদ ও ঘ্রাণশক্তি চলে যাওয়া। কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। কারণ মুখে স্বাদ নেই। কোনও খাবারের গন্ধও নাকে আসছে না। এগুলোও করোনার উপসর্গ।

করোনার প্রথম দফার পাশাপাশি দ্বিতীয় ঢেউয়েও এই উপসর্গগুলো দেখা যাচ্ছে। তাই এই উপসর্গ দেখা দিলে অযথা আতঙ্কিত হবেন না। দ্রুত পরীক্ষা করান। আইসোলেশনে চলে যান। তবে ঘ্রাণ ও স্বাদ চলে গেলেও কিছু ঘরোয়া টোটকায় তা ঠিক হয়ে যায়। আসলে করোনা সংক্রমণে প্রথমে ঘ্রাণশক্তি চলে যায়। তা গিয়ে পরে স্বাদের উপর। করোনা সংক্রমিত হলে নাকের কোষগুলিকে নষ্ট করে দেয়। তবে সুস্থ হলে কোষও ঠিক হয়ে যায়। আবার অনেকক্ষেত্রে তা ঠিক হতে সময় নয়। এক্ষেত্রে আপনি কি করবেন? জেনে নিন উপায়।

১. হজমশক্তি বাড়ানো ও সর্দি-জ্বরে স্বাদ চলে গেলে তা ফিরিয়ে আনার জন্য জোয়ান খান। এমনকি একটি রুমালে কিছুটা জোয়ান নিয়ে ভাল করে বেঁধে নিন। কিছুক্ষণ পর পর নাক দিয়ে গন্ধ নেওয়ার চেষ্টা করুন। জোয়ানের স্বাদ সর্দি ও জ্বর সারাতে সাহায্য করে।

২. পুদিনা নাক, গলা ও বুকের সমস্যায় কাজ দেয়। মুখের স্বাদ ফিরিয়ে আনতে পুদিনার জুড়ি মেলা ভার। ১০ থেকে ১৫ টি পুদিনা পাতা গরম জলে ভেজান। তারপর দিনে দু''বার খান। আপনার স্বাদ ফিরে আসবে।

৩. আদায় রয়েছে অ্যান্টিভাইরাল ও অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল গুণ। সর্দি ও জ্বর সারাতে আদার জুড়ি মেলা ভার। আদার গন্ধে নাকের কোষগুলি খুলে যায় ও ঘ্রাণশক্তি ফেরত আসে। এমনকি জিভে স্বাদও চলে আসে।

চোখের কালো দাগ দূর করুন সহজ কিছু পদ্ধতির মাধ্যমে

বেশি রাত জাগা, মানসিক চাপ খাবারের অনিয়ম এসব কারণে ত্বকের ক্ষতি হয়ে থাকে। চোখের নিচে কালো দাগ পড়াটাও এসব কারণে হয়। তাই কিছু খাবার নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখলে চোখের নিচের কাল দাগ দূর হবে। সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত ঘুম এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন থেকেও দূরে থাকতে হবে। চলুন জেনে নেয়া যাক চোখের নিচের কালো দাগ দূর উপায়-

১. চোখের নিচের কালো দাগ কমাতে জলের চেয়ে কার্যকর আর কিছু হতে পারে না। জাঙ্ক ফুড, প্রচুর চা-কফি , ঠান্ডা পানীয়- এগুলো শরীরের জল শোষণ করে। তাই যতটা সম্ভব এসব খাবার কমিয়ে পর্যাপ্ত পরিমানে জল পান করুন।

২. শশা শরীরে জলের চাহিদা মেটায়। এ ছাড়াও শশায় রয়েছে ভিটামিন এ, সি, কে-র মতো প্রয়োজনীয় উপাদান। শশায় থাকা সালফার ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে সাহায্য করে। চোখের নিচের কালচে দাগে শশার রস নিয়মিত ব্যবহারে এই সমস্যা অনেকটাই কমে যায়।

৩. তরমুজে শতকরা ৯২ শতাংশ জল রয়েছে। এছাড়া এতে বিটা ক্যারোটিন, ফাইবার, লাইকোপিন, ভিটামিন বি-১, বি-২, ভিটামিন সি, পটাসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম বিদ্যমান। এই উপাদানগুলো চোখের নিচের কালো দাগ দূর করতে বিশেষ সাহায্য করে।

৪. সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব ঠেকানোর ক্ষমতা রয়েছে টমেটোর রসে। এ কারণে এটাকে প্রাকৃতিক টোনার হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। চোখের নিচের কালো দাগ দূর করতে এটি দারুন কার্যকরী।

রাষ্ট্রীয় যুব হিন্দু বাহিনীর উদ্যোগে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয় শুক্রবার আগরতলায়। ছবি ঃ নিজস্ব

রোজভ্যালির মোট ৩০৪ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল(হি.স) : বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থা 'রোজভ্যালি গ্রুপ অব কোম্পানিজ'-এর স্থাবর ও অস্থাবর মিলিয়ে মোট ৩০৪ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। শুক্রবার ইডি-র তরফে এ কথা জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, 'প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট' অনুসারেই রোজভ্যালি গ্রুপের এই স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

রোজ ভ্যালির বিরুদ্ধে প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দুটি সংস্থা ইডি এবং সিবিআই পৃথক পৃথকভাবে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে। বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থা রোজভ্যালির সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের মার্চ পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। ওই সংস্থায় লগ্নিকারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য সংস্থার আরও স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে বলে আগেই জানিয়েছিল ইডি।

সম্প্রতি রোজ ভ্যালির কর্ণধার গৌতম কুন্ডুর স্ত্রী শুভ্রাকে গ্রেফতার করে সিবিআই। গৌতমকে আগেই গ্রেফতার করেছে সিবিআই। ২০১৫ সাল থেকে জেলে তিনি। সিবিআই সূত্রে খবর, গৌতম জেলে যাওয়ার পর রোজভ্যালির 'চাবির গোছা' শুভ্রার হাতে ওঠে। এমনকি যে 'অদ্রিজা' দোকানের আড়ালে কোটি কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ, তারও দেখভাল করতেন শুভ্রা। সেই সময় তদন্তের দায়িত্বে থাকা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র এক কর্তা মনোজ কুমারের সঙ্গেও শুভ্রার নাম জড়িয়ে যায়। অভিযোগ ওঠে, শুভ্রার কাছ 'সুবিধা'র বিনিময়ে তদন্তকে ভুল পথে চালনা করছিলেন তিনি। সেই সময় মনোজকেও গ্রেফতারও করে কলকাতা পুলিশ। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের অভিযোগ, রোজভ্যালির কোটি কোটি টাকা পাচার করে দেন শুভ্রা। তাঁর বিরুদ্ধে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণও রয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের দাবি, গ্রেফতার হওয়ার পর জেল থেকে যাঁদের সঙ্গে নিয়মিত কথা বলতেন গৌতম, তাঁদের মধ্যে অন্যতম শুভ্রা।

গোয়েন্দাদের সন্দেহ, গৌতমের নির্দেশেই কাউকে কিছু না-জানিয়ে বিপুল পরিমাণ টাকা সরিয়ে ফেলেন শুভ্রা। বিদেশেও টাকা সরিয়ে ফেলা হয়ে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা গোয়েন্দাদের।

কোভিড টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ, করোনা-মুক্ত যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): করোনা-মুক্ত হলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শুক্রবার যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, তাঁর কোভিড টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। করোনা-মুক্ত হওয়ার পর চিকিৎসকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন যোগী। করোনা-আক্রান্ত আধিকারিকদের সংস্পর্শে আসার পর গত ১৩ এপ্রিল নিজেকে আইসোলেশনে রেখেছিলেন যোগী আদিত্যনাথ। পরবর্তী দিন দিন, ১৪ এপ্রিল যোগী জানান, তাঁর করোনা-রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

দুই-সপ্তাহ আইসোলেশনে থেকেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। অবশেষে শুক্রবার যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, তাঁর কোভিড টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। যোগী এদিন টুইট করে জানিয়েছেন, 'আপনাদের শুভকামনা ও চিকিৎসকদের চিকিৎসার, আমার করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। সকলের সহযোগিতা এবং শুভকামনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।'

ব্রাজিলে কোভিডে মৃত্যু ৩,০৭৪ জনের, ২৪ ঘন্টায় সংক্রমিত ৬৯,০৭৯

রিও ডি জেনেইরো, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): ব্রাজিলে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বেড়েই চলেছে, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ৩ হাজার ০৭৪ জনের প্রাণ, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৯,০৭৯ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ৪ লক্ষ ০১ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার) ব্রাজিলে নতুন করে ৩ হাজার ০৭৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ০১ হাজার ৪১৭-তে পৌঁছেছে। বৃহস্পতিবার সারাদিনে করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা আরও বাড়ল ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৬৯,০৭৯ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৪,৫৯২,৮৮৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৩,১৫২,১১৮ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,০৩৯,৩৫১ জন।

স্ত্রীকে খুনের পর গোয়ালঘরের মাচায় দেহ লোপাট, দুর্গন্ধ ছড়াতেই হাতেনাতে গ্রেফতার স্বামী

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি. স.): পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরে একটি বাড়ির গোয়ালঘরের মাচা থেকে এক যুবতীর মরদেহ উদ্ধারের পর এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। পুলিশে খবর দেওয়া হলে তাঁরা এসে শুক্রবার ভোরে মৃতদেহটি উদ্ধার করে।রোমহর্ষক এই ঘটনাটি ঘটে চাঞ্চল্য মন্তেশ্বরের কাইগ্রাম এলাকায়। স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ঘটনার সূত্রপাত দিন দুই আগে। কাইগ্রামের বছর আঠারোর ফুলকলি খাতুন ও বাবু শেখের মাত্র তিন মাসের দাম্পত্যে ঝগড়ঝাঁটি, অশান্তি। তার জেরেই এমন মর্মান্তিক ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে খবর, ফুলকলির শ্বশুরবাড়ির তরফে বারবার বলা হচ্ছিল, ঘরের বউ ঝগড়ঝাঁটি করে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। সেইমতো বৃহস্পতিবার বাইক নিয়ে স্ত্রীকে খোঁজার জন্য বেরিয়েও পড়ে বাবু শেখ। তবে তার আগেই যদি সে স্ত্রীকে পরিকল্পনামাফিক খুন করে দেহ লোপাটের ব্যবস্থা করেছিল। পুলিশ তদন্তে নেমে প্রাথমিকভাবে ঘটনা সম্পর্কে এমনই বুঝতে পেরেছে।

এদিকে, সকলের চোখে ধুলো দিয়ে বাবু শেখ দিনভর স্ত্রীকে খোঁজার অভিনয় করে রাতে বাড়িতে ফিরে আসে একাই। বৃহস্পতিবার আরও গভীর রাতের দিকে তাদের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে দুর্গন্ধ পান প্রতিবেশীরা। তখনই সন্দেহ হয় তাঁদের। রাতেই খবর দেওয়া হয় মন্তেশ্বর থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে গোয়ালঘর ঘুরে দেখে আবিষ্কার করে, মাচায় একটি বস্তাবন্দি দেহ রাখা। তা উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বাবু শেখই স্ত্রীকে খুন করেছে, বস্তাবন্দি দেহটি পাচার করে দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল তার। বাবু শেখকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তবে খুন করে দেহ লোপাটের এত নিপুণ পরিকল্পনা দেখে চোখ কপালে দুঁদে গোয়েন্দাদেরও।

জানা গিয়েছে, ফুলকলি ও বাবুর প্রেমের সম্পর্ক পরিণতি পায় মাত্র ৩ মাস আগে। একইগ্রামের দুই তরুণ-তরুণী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু তার পরই দাম্পত্য অশান্তিতে এমন মর্মান্তিক পরিণতি বছর আঠারোর ফুলকলি খাতুনের।

সোমবার থেকে কড়া করোনা বিধি মেনে টলিউডে শ্যুটিং

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): হু হু করে বাড়ছে করোনার সংক্রমণ। তাই সোমবার থেকে কড়া বিধি মেনে হবে শ্যুটিং।

অনেক দিন ধরেই টলিপাড়ায় করোনাবিধি কড়া করার কথা বলা হচ্ছে। কিছুদিন আগেই টলিপাড়ার জনপ্রিয় অভিনেত্রী চৈতি ঘোষাল দাবি করেছিলেন, করোনা বিধি মানা হচ্ছে না টলিউডে। এমনকী, জ্বর লুকিয়ে কাজও করছেন অনেকে। এর পর এই অভিযোগ করেন 'আকাশ ৮' চ্যানেলের 'হয়তো তোমারই জন্য' ধারাবাহিকের মুখ্য অভিনেতা জিতু কমল।

ইনস্টায় নিজের করোনা পরীক্ষা করার ভিডিও শেয়ার করে লিখেছেন, 'জানি না কাল কি অপেক্ষা করছে ভয় অন্য জায়গায়, আমার দ্বারা কেউ সংক্রমিত না হয় যেন।' আকাশ ৮ চ্যানেলের 'হয়তো তোমারই জন্য' ধারাবাহিকের অন্য দুই অভিনেতা চৈতি ঘোষাল, অনামিকা সাহার রিপোর্টও পজিটিভ এসেছে। নিভৃতবাসে রয়েছেন জিতুর অভিনেত্রী-স্ত্রী নবনীতা দাস। 'মহাপীঠ তারাপীঠ' ধারাবাহিকে 'মা তারা'র ভূমিকায় অভিনয় করেন নবনীতা। যেহেতু একই সঙ্গে থাকেন, তাই ঝুঁকি এড়াতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই তারকা জুটি। সূত্রের খবর, ৩ মে থেকে কড়া করোনা বিধি মেনে শুটিং-এর সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেইসঙ্গে সব কলাকুশলীদের টিকাকরণের ব্যবস্থা করবে আর্টিস্ট ফোরাম। টিকাকরণের জন্য দুটি হাসপাতালের সঙ্গে চুক্তি করেছে ফোরাম। কর্মরত কলাকুশলীদের র‍্যাপিড করোনা টেস্ট করানো হবে।

এর আগে, ফেব্রুয়ারি মাসে করোনায় আক্রান্ত হন শন ব্যানার্জি। ইনস্টাগ্রামে কোভিড সংক্রান্ত নিয়মাবিধিও শেয়ার করেন জিতু। প্রতিবেশীর করোনা হলে, তাঁর পরিবারের সবাইকে কোয়ারেন্টিনে থাকতে হলে কী করতে হবে সেটাই পোস্ট করেছেন অভিনেতা। সবার মধ্যে মানবিকতা বাড়াতে এই উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি।

গত মার্চ মাসে করোনায় আক্রান্ত হন অভিনেতা ভরত কল ও তাঁর স্ত্রী জয়শ্রী মুখার্জী। সামাজিক মাধ্যমে নিজেই জানান অভিনেতা। দুজনেই সুস্থ হয়ে ধারাবাহিকের শ্যুটিংয়ে ফিরেছেন। গত মার্চে সিঙ্গাপুরে কোভিডে আক্রান্ত হন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তবে উপসর্গহীন ছিলেন তিনি। আক্রান্ত হওয়ার পরও খুব একটা শারীরিক সমস্যা হয়নি অভিনেত্রীর। টেলিভিশন অভিনেত্রী শ্রুতি দাস এপ্রিল মাসেই করোনা ভাইরাসের কবলে পড়েন। পরে সুস্থ হয়ে কাজে ফেরেন তিনি। পয়লা বৈশাখের আগে করোনা পজিটিভ হন অভিনেত্রী চান্দ্রেয়ী ঘোষ। শ্যুটিং বন্ধ রেখে আইসোলেশনে ছিলেন অভিনেত্রী। গত ১৯ এপ্রিল করোনায় আক্রান্ত হন অভিনেতা ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়। সম্প্রতি করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে সুপারস্টার জিতের। ভ্যাকসিন নেওয়ার পরও আক্রান্ত হন তিনি। এই মুহূর্তে রয়েছেন আইসোলেশনে। সম্প্রতি অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলীরও কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

সোরাবজীর প্রয়াণে শোক মমতা, ধনকরের

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি. স.): প্রবীন আইনজীবী ও দেশের প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল সোলি সোরাবজীর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। রাজ্যপাঢ় টুইটে লিখেছেন, "প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল এবং পদ্ম বিভূষণ প্রাপক সলি সোরাবজির গভীর গভীর সমবেদনা। সমাজ ও আইনী ভ্রাতৃত্বের বিশাল ক্ষতি হল। তিনি ১৯৮৯-৯০ সালে এজি থাকাকালীন তাঁর সাথে দুর্দান্ত সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। আমি সে সময়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলাম। সর্বশক্তিমান তাঁর আত্মা শান্তিতে প্রার্থনা করুন।"

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর টুইটে লিখেছেন, "ভারতের অন্যতম খ্যাতিমান আইনবিদ, এবং ভারতের প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল পদ্ম বিভূষণ সোলি সোরাবজীর মারা যাওয়ায় আমি দুঃখিত। তিনি মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং মানবাধিকার সুরক্ষার প্রতি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর পরিবার ও সহকর্মীদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।" প্রসঙ্গত, করোনা আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন সোলি সোরাবজি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। বর্ষীয়ান আইনজীবী ও পদ্মবিভূষণ প্রাপ্ত সোরাবজি দিল্লির এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শুক্রবার সকালে তিনি মারা যান।

৩ মাসের মধ্যে দিল্লিবাসীকে টিকা দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করছি : কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): আগামী ৩ মাসের মধ্যে দিল্লির প্রতিটি নাগরিককে করোনাভাইরাসের টিকা দিতে চাইছে দিল্লি সরকার, সেই লক্ষ্যে সর্বাত্মক চেষ্টাও করছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকার। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল নিজেই এমনটা জানিয়েছেন। এ জন্য টিকা প্রস্তুতকারী কোম্পানির কাছে অনুরোধও জানিয়েছে দিল্লি সরকার। কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, দিল্লি সরকার টিকার জন্য টাকা নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে। শুক্রবার অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, 'আমরা এখনও পর্যন্ত টিকা পাইনি, কোম্পানির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি আমরা। আগামীকাল অথবা রবিবারের মধ্যে টিকা এসে পৌঁছবে বলে আশাবাদী আমরা। তাঁরা আমাদের আশ্বস্ত করেছে। শনিবার অথবা রবিবারের মধ্যে কোভিশিল্ডের ৩ লক্ষ ডোজ আসতে চলেছে।' কেজরিওয়াল আরও জানিয়েছেন, 'আগামী ৩ মাসে ৬৭ লক্ষ ডোজ পাঠানোর জন্য আমরা উভয় কোম্পানির কাছে অনুরোধ করেছি। দিল্লি সরকার টিকার জন্য টাকা নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে। দিল্লি জনগণকে বিনামূল্যে টিকা দেওয়া হবে। ৩ মাসের মধ্যে দিল্লির সকলকে যাতে টিকা দেওয়া যায়, সেই লক্ষ্যে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছি।'

করোনা আবহে ১৯টি মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করল পূর্ব রেল

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল(হি.স) : রাজ্যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ক্রমশ বাড়ছে। আতঙ্কে অনেকেই আর ট্রেনে সফর করতে চাইছেন না। ফলে ট্রেনে কমছে যাত্রী সংখ্যাও। লোকসানের হাত থেকে বাঁচতে ১৯টি মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করল পূর্ব রেল। আর যাত্রী সংখ্যার পতন দেখে সেই ট্রেন বাতিল করার অনুমতি দেয় রেল বোর্ড। জানা গিয়েছে, হাওড়া শাখায় ১৯টি বাতিল হওয়া ট্রেনের মধ্যে ৮টি রয়েছে হাওড়া শাখায়। এছাড়া কলকাতা, শিয়ালদহ, শাখাতেও ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়ে যে ট্রেনগুলি বাতিল করা হয়েছে সেগুলির যাত্রা হচ্ছে না। ২০ শতাংশের কম যাত্রী নিয়ে সফর করছে ট্রেন গুলি। তাতে বিপুল ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে রেলকে। সেকারণেই তড়িঘড়ি ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কোন কোন ট্রেন বাতিল যে ট্রেনগুলি বাতিল করা হয়েছে সেগুলি হল, হাওড়া-রামপুরহাট স্পেশ্যাল, হাওড়া-রাঁচি শতাব্দী স্পেশ্যাল, হাওড়া-দানাপুর স্পেশ্যাল, আসানসোল-হলদিয়া স্পেশ্যাল, শিয়ালদহ-রামপুরহাট স্পেশ্যাল, ভাগলপুর-আজমের স্পেশ্যাল, হাওড়া-রামপুহাট স্পেশ্যাল, হাওড়া-আজিমগঞ্জ স্পেশ্যাল, কাটোয়া-আজিমগঞ্জ স্পেশ্যাল, হাওড়া-আসানসোল স্পেশ্যাল, কলকাতা-লালগোলা স্পেশ্যাল, হাওড়া-সিউড়ি স্পেশ্যাল, নবদ্বীপ ধাম-মালদহ টাউন স্পেশ্যাল, ভাগলপুর- মুজফফরপুর স্পেশ্যাল, মালদহ-দিল্লি স্পেশ্যাল, মালদহ-কিউল স্পেশ্যাল, আসানসোল-টাটা স্পেশ্যাল, হাওড়া-শান্তিনিকেতন স্পেশ্যাল, আসানসোল-দিঘা স্পেশ্যাল।

কোভিড প্রটোকল মেনে হাফলঙে জেলাশাসক কার্যালয়ের ৩টি কক্ষে ২১টি টেবিলে গণনা

হাফলং (অসম), ৩০ এপ্রিল (হি.স.): দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর রবিবার রাজ্যের ১২৬ টি আসনের সঙ্গে ১৬ নম্বর হাফলং উপজাতি সংরক্ষিত বিধানসভা আসনের ভোট গননা অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে কোভিড বিধি মেনে ভোট গননার সব ধরনের প্রস্তুতি সেড়ে ফেলেছে ডিমা হাসাও জেলাপ্রশাসন। আগামী ২ মে হাফলং জেলাশাসকের কার্যালয়ের তিনটি কক্ষে ভোট গণনা করা হবে। এদিকে ভোট গণনার জন্য ডিমা হাসাও জেলায় ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে শুক্রবার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন ডিমা হাসাও জেলার জেলাশাসক তথা রিটার্নিং অফিসার পল বরুয়া।

তিনি বলেন, নির্বাচন আয়োগের নির্দেশ মর্মে কঠোর ভাবে কোভিড প্রটোকল মেনে ২মে সকাল ৮ থেকে ভোট গণনার কাজ আরম্ভ হবে। জেলাশাসক বলেন তিনটি কক্ষে সাতটি করে মোট ২১ টি টেবিলে ভোট গণনা হবে। এরমধ্যে ৩ নম্বর কক্ষে হবে পোস্টেল ব্যালটের গণনা। তিনি ভোট গণনার দিন ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে প্রথমে থাকবে অসম পুলিশ তারপর দ্বিতীয় স্তরে রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র বাহিনী এবং তৃতীয় স্তরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী (সিআরপিএফ)। জেলাশাসক বলেন নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে কোভিড প্রটকল মেনে প্রার্থী পোলিং এজেন্টদের আরটিপিসিআর রেপিড এন্টিজেন পরীক্ষা ও ভ্যাকসিনের দুটি ডোজের প্রমানপত্র দেখিয়ে গণনা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে। তাছাড়া কোভিডের ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে গননা শেষে সবধরনের মিছিল বিজয় উৎসব নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছে। এনিয়ে জেলাপ্রশাসন আগামী ২ মে সমগ্র জেলায় ১৪৪ ধারা বলবৎ করা হয়েছে হবে বলে জানান জেলাশাসক পল বরুয়া। এদিকে নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন পাওয়া সংবাদকর্মীদের শুক্রবার জেলাশাসক কার্যালয়ে কোভিড পরীক্ষা করানো হয়। তাছাড়া কোভিড প্রটোকল মেনে গণনা পর্বের গোপনীয়তা বজায় রেখে নিজেদের দায়িত্ব পালন করার জন্য সাংবাদিকদের আহ্বান জানিয়েছেন জেলাশাসক পল বরুয়া। উল্লেখ্য হাফলং আসনে মোট ৪ জন প্রার্থী রয়েছেন।

দক্ষিণবঙ্গে কালবৈশাখী পূর্বাভাষ স্বস্তি পেতে পারেন শহরবাসী

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): টানা গরমের মধ্যে স্বস্তির বাণী শুনিয়েছে আবহাওয়া দফতর। ভোটের উত্তাপের সঙ্গে তাপমাত্রা পারদও উর্ধমুখী ছিল। বৃহস্পতিবার অষ্টম দফার ভোট হয়ে বাংলায় নির্বাচন শেষ হয়েছে। ভোটের উত্তাপ কমতেই স্বস্তি মিলেছে বাসীর। বাংলায় পরিবর্তন আসবে নাকি প্রত্যাবর্তন হবে তা ২ মে জানা যাবে। তবে ভোট মিটতেই আবহাওয়ার পরিবর্তন এসেছে। শুক্রবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় ও বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

এদিন আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, শুক্রবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে জেলাগুলোতে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার ও রবিবার ঝড়-বৃষ্টি বাড়তে পারে। জেলার ঝড়-বৃষ্টির প্রভাব কলকাতায় পড়বে। দিনে তাপমাত্রার পরিবর্তন না হলেও বিকেলের পর শহরে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে। ভারী ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলেও বিকেলের পর শহরে হালকা ঝোড়ো হাওয়া বইবে বলে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে। ফলে বিকেলের পর অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে শহরবাসী সাময়িক স্বস্তি পাবেন।

ভোটের দিনও শহরে তাপমাত্রা উর্ধমুখী ছিল। আপেক্ষিক আর্দ্রতার জন্য ছিল অস্বস্তিকর পরিবেশ। প্রখর রোদে ভোটার লাইনে দাঁড়িয়ে গলদঘর্ম অবস্থা হয় ভোটারদের। দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় রীতিমতো তাপপ্রবাহ চলে। তবে সন্ধ্যের দিকে দক্ষিণবঙ্গের দু একটি জেলাতে হালকা ঝোড়ো হাওয়া শুরু হয়। সঙ্গে ছিঁটেফোঁটা বৃষ্টি হয়েছে।

কলকাতায়ও এর আংশিক প্রভাব পড়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যের পর থেকে শহরে হালকা বাতাস বইতে থাকে। যদিও শহরে এই মুহূর্তে বড় কালবৈশাখীর সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

আলিপুর আবহাওয়া অফিসের ডিরেক্টর গণেশ কুমার দাস জানান, কলকাতার তাপমাত্রার আপতত পরিবর্তন হচ্ছে না। দিনের বেলায় শহরে অস্বস্তিকর পরিবেশ থাকবে। শুক্রবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জেলায় ঝড়বৃষ্টির ফলে শহরে বিকেলের পর থেকে ঠান্ডা অনুভূতি মিলবে। ২ মে-র পর কলকাতায় কালবৈশাখীর দেখা মিলতে পারে। তারপর কয়েকদিন তাপমাত্রা নিম্নমুখী থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার শহরে তাপমাত্রা ছিল ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। আজ অর্থাৎ শুক্রবার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না।

এক্সিট পোলের হরেক তথ্য চর্চা চলছে নানা মহলে

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): অধিকাংশ মূলস্রোতের সমীক্ষাতেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তাতে কোথাও শাসক তৃণমূলকে সামান্য এগিয়ে রাখা হয়েছে। কোথাও এগিয়ে রাখা হয়েছে বিজেপি-কে। শুক্রবার দিনভর এক্সিট পোলের হরেক তথ্য নিয়ে চর্চা চলছে নানা মহলে।

সমীক্ষায় কিন্তু কোনও পক্ষই ২৯৪ আসনের বিধানসভায় দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার কাছকাছি পৌঁছতে পারেনি। অথচ, দুই শিবিরই প্রথম থেকে দাবি করে আসছে যে, তারা ২০০ আসনের গন্ডি পেরোবেই। এই দাবি এবং পাল্টা দাবির আবহেই অষ্টম দফার ভোটের শেষে সামনে এসেছে বুথফেরত সমীক্ষার ফলাফল। যাতে যুযুধান দুই পক্ষের মধ্যে কাউকেই খুব 'স্বচ্ছন্দ' ভাবে জয়ী বলে দেখা হয়নি। ফলে ঠিকঠাক ফলাফল জানতে আগামী রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

বুথফেরত সমীক্ষার ইঙ্গিত মিলে গেলে সেখানেও প্রচুর সাসপেন্স থাকার অবকাশ রয়েছে।

এবার ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২৯২টি আসনে ভোট হয়েছে। সমশেরগঞ্জ এবং জঙ্গিপুরে করোনা সংক্রমিত হয়ে দুই প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে ওই দুই আসনে ভোট ১৬ মে। ইন্ডিয়া টু ডে-র বুথফেরত সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছে, বিজেপি পেতে পারে ১৩৪ থেকে ১৬৪টি আসন। পক্ষান্তরে, তৃণমূল পেতে পারে ১৩০ থেকে ১৫৬টি আসন। বাম-কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত মোর্চা পেতে পারে সর্বোচ্চ ২টি আসন। অর্থাৎ, লড়াই একেবারে সেয়ানে-সেয়ানে। কিন্তু তাতে সামান্য এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। এবিপি আনন্দে দেখানো বুথফেরত সমীক্ষা আবার বলছে, ১৫২ থেকে ১৬৪টি আসন পেতে পারে তৃণমূল। অর্থাৎ, 'ম্যাজিক ফিগার' ১৪৮টি আসনের চেয়ে সামান্য বেশি আসন পেয়ে তৃতীয় বারের জন্য ক্ষমতায় ফিরতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাদের সমীক্ষা বলছে, বিজেপি পেতে পারে ১০৯ থেকে ১২১টি আসন। বাম, কংগ্রেস এবং আব্বাস সিদ্দিকির সংযুক্ত মোর্চা পেতে পারে ১৪ থেকে ২৫টি আসন।

সিএনএন-নিউজ এইট্টিনে প্রকাশিত বুথফেরত সমীক্ষায় তৃণমূলকে দেওয়া হয়েছে ১৬২টি আসন। বিজেপি-কে দেওয়া হয়েছে ১১৫টি আসন। সংযুক্ত মোর্চাকেও ১৫টি আসন। রিপাবলিক টিভি তাদের বুথফেরত সমীক্ষায় আবার বিজেপি-কে দিয়েছে ১৩৮-১৪৮টি আসন। তৃণমূলকে ১২৮-১৩৮টি আসন। সংযুক্ত মোর্চাকে ১১-২১টি আসন। ফলে তাদের বুথফেরত সমীক্ষাতেও বিজেপি-কে সামান্য এগিয়ে রাখা হয়েছে। তবে সংযুক্ত মোর্চাকে তাদের সমীক্ষায় দুই অঙ্কের আসনে পৌঁছতে দেখা গিয়েছে।

আরও নানা গোষ্ঠী তুলে ধরেছে তাদের সমীক্ষার ফলাফল। একটি ইঙ্গিত আছে সমীক্ষায় সব সমীক্ষাতেই কংগ্রেসের অবস্থা সঙ্গীন। পশ্চিমবঙ্গেও বাম-কংগ্রেস-আব্বাস সিদ্দিকির জোটকে খুব বেশি আসন কোনও সমীক্ষাতেই দেওয়া হয়নি।

প্রসঙ্গত, ইতিহাস বলে, এই ধরনের সমীক্ষার ফলাফল যে সবসময়ে হুবহু মিলে যায়, তা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই সমীক্ষার ফলাফল আসল গণনার সময় গিয়ে একেবারে উল্টো হয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও একাধিক রয়েছে। তবে সাধারণত এমন সমীক্ষা থেকে ফলাফলের আগাম একটা ইঙ্গিত পাওয়ার চেষ্টা করা হয়। তবে তা ইঙ্গিতই মাত্র।

বুথফেরত সমীক্ষায় বাংলা ছাড়া বাকি যে গুলির ফলাফল সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তা অবশ্য প্রত্যাশিত। কেরলে বামজোট, তামিলনাড়ুতে বিজেপি জোট এবং অসমে বিজেপি-র জয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তা ঠিক হয় কিনা, সময়ই বলবে।

আগরতলায় একটি রক্তদান শিবির ঘুরে দেখেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি নিজস্ব।

ভোট গনণার দিনে বাজি পোড়ানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি মাদ্রাজ হাইকোর্টের

চেন্নাই, ৩০ এপ্রিল(হি.স) : এবার ভোটের ফল ঘোষণার দিনেও একটি নির্দেশিকা জারি করেছে মাদ্রাজ হাইকোর্ট। সেদিন কোনও রকম বাজি পোড়ানো যাবে না বলেও নির্দেশিকা জারি করেছে আদালত। তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরিতে জন্যই এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

করোনা পরিস্থিতি এই দুই রাজ্যে ভয়াবহ আকার নিয়েছে। আগেই এই দুই রাজ্যেই লকডাউন জারি করা হয়েছে। ভোটের দিন উত্তেজনা বাড়বে। সেসময় ভিড় বাড়বে। তাতে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। তাই আগে থেকেইএই নিয়ে সতর্ক হয়েছে মাদ্রাজ হাইকোর্ট।

আগেই মাদ্রাজ হাইকোর্ট ভোটের মিটিং মিছিলে করোনা নির্দেশিকা জারি না করা নিয়ে কড়া ভর্ৎসনা করেছে হাইকোর্ট। এমনকি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের কারার কথাও বলেছে। এমনকী দেশের সেকেন্ড ওয়েভ তৈরির জন্য নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করেছিল মাদ্রাজ হাইকোর্ট। তারপরেই করোনা সংক্রমণ বাড়তে শুরু করেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারলে ২ মে গণনা বন্ধ করে দেওয়ার হুশিয়ারি দেয়। তারপরেইএই নিয়ে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেয় কমিশন। করোনা সংক্রমণের কারণে গণনার দিন কোন রকম বিজয় মিছিল করা যাবে না বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। প্রার্থীর সঙ্গে কেবল মাত্র একজন ভোট গননা কেন্দ্রে সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য যেতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে।

অসম-এ অন্তত ৮৫টি আসনে মিত্রজোট-র জয় নিশ্চিত : বিজেপি

গুয়াহাটি, ৩০ এপ্রিল (হি. স.) : ১২৬ আসন বিশিষ্ট বিধানসভা নির্বাচনে অসম-এ বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ তথা মিত্রজোট অন্তত ৮৫টি আসনে জয়ী হবে। আজ এ-কথা জোর গলায় দাবি করেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস। তাঁর দাবি, বিজেপি একাই ৭০টি আসনে জয়ী হবে।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বুথ ফেরত সমীক্ষা নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, সমীক্ষকদের দাবি আমরা উড়িয়ে দিচ্ছি না। তবে, আমরা ৪.৬ লক্ষ তৃণমূল স্তরের কর্মীদের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করেছি। তাতে, ওই ফলাফল হবে বলে আমরা মনে করছি। এদিন তিনি বলেন, বরাক ভ্যালিতে অন্তত ১২টি আসনে বিজেপি জোট জয়ী হবে বলে আমাদের ধারনা ছিল। তবে, এখন কয়েকটি আসনে জয়লাভ নিয়ে আমাদের মনেও সংশয় রয়েছে। তাঁর কথায়, বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন আমাদের বুমেরাং হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, অসম গণ পরিষদ ৮টি এবং ইউপিপিএল ৫টি আসনে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তাঁর দাবি, অসমবাসী কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ-র জোটকে প্রত্যাখান করেছে। কারণ, আপার অসমের বিরোধীদের দখলে থাকা অন্তত ৭টি আসনে মিত্রজোটর জয় নিশ্চিত।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভারতে ২৪ ঘন্টায় কোভিডে মৃত্যু ৩,৪৯৮ জনের

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাস কেড়ে নিল আরও ৩,৪৯৮ জনের প্রাণ। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৩.৮৬-লক্ষাধিক মানুষ করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৩,৮৬,৪৫২ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৩, ৪৯৮ জনের। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ৩১.৭০-লক্ষের (১৬.৯০ শতাংশ) গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে।

জগন্নাথ দিঘীতে শীঘ্রই চালু হচ্ছে ওয়াটার স্কুটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ এপ্রিল।। বাম আমলে অবহেলিত উদয়পুর জগন্নাথ দিঘীতে রাম আমলে খুব শীঘ্রই চালু হতে যাচ্ছে ওয়াটার স্কুটি পরিষেবা। ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের উদ্যোগে উদয়পুর পুর পরিষদ এর মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক তথা মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়ের নিকট দুটি ওয়াটার স্কুটি প্রদান করা হয়। খুব শীঘ্রই উদয়পুর জগন্নাথ দীঘি সহ উদয়পুরের অন্য আরো কয়েকটি দিঘিতে ওয়াটার স্কুটি চালানো হবে বলে জানানো হয়। স্বাভাবিকভাবেই ওয়াটার স্কুটি কে কেন্দ্র করে উদয়পুর শহরের ও শহরতলির জনগন সহ পর্যটকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। বৃহস্পতিবার জগন্নাথ দীঘিতে ওয়াটার স্কুটি চালনার ট্রায়ালকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উদয়পুর পুর পরিষদের সদ্য প্রাক্তন পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার বলেন খুব শীঘ্রই পর্যটকদের আকৃষ্ট করে তুলতে উদয়পুর জগন্নাথ দিঘী সহ আরেকটি দিঘীর মধ্যে পর্যটক দের জন্য ওয়াটার স্কুটি পরিষেবা চালু করা হবে। উল্লেখ্য উদয়পুর শহর দিঘির শহর হিসেবে পরিচিত থাকলেও বাম আমলের নেতা মন্ত্রীদের উদার মানসিকতা না থাকায় দিঘি গুলির সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের কোন উদ্যোগ গ্রহন করেন নি, রাম আমলে রাধাকিশোরপুর বিধান সভা কেন্দ্রের দুই বারের বিধায়ক তথা ত্রিপুরার কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দিঘির সংস্কার সৌন্দর্যায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে শহরবাসী অভিমত ব্যক্ত করেন ।

রাজ্যে অক্সিজেন ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। রাজ্যে কোভিড রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে অক্সিজেন সরবরাহ বজায় রাখতে অক্সিজেন ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির সেক্রেটারি চেয়ারম্যান হয়েছেন সচিব কিরণ গিত্যে, কনভেনার হয়েছেন যুগ্মসচিব ডা. বিশাল কুমার। তাছাড়া কমিটিতে রয়েছেন সচিব ডা. পি কে গোয়েল, এন এইচ এম-এর এম ডি ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সবাল, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ও জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট। অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থায় উপযুক্ত নজরদারি করতে এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়মিত অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করতে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।

অতিক্রান্ত

● প্রথম পাতার পর

করতে চাইছেন সেটাই জানতে চান তিনি। স্বৈরাচারী জেলাশাসককে বরখাস্ত না করে রাজ্যে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা চালাচ্ছেন বলেও তিনি অভিযোগ করেন। জেলাশাসক শৈলেশ কুমার যাদবকে যতদিন পর্যন্ত বরখাস্ত না করা হবে ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন সংস্কারপন্থী বিধায়ক আশিস দাস।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব এডিসি এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নে কর্মরত অফিসারদের মানসিকতার পরিবর্তন, রাস্তাঘাটসহ নির্মাণ কাজের গুণগতমান বৃদ্ধি করা, প্রতিটি কাজের নিয়মিত ফলোআপ করা এবং একই রাস্তা ঘাটের কাজ যেন বারে বারে সম্পন্ন না করা হয় তার জন্য প্রথম নির্মান কাজের সময়েই নিয়মিত তদারকি করার জন্য নবনির্বাচিত এডিসি সদস্য ও অন্যান্যদের দায়িত্বসহকারে কাজ করতে আহ্বান জানান। জনজাতিদের ঐ এলাকায় জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট পেতে যাতে অসুবিধা বা হয়রানি না হতে হয় তার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের কাছে ক্ষমতা অর্পণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের ক্ষেত্রে জনজাতি সম্প্রদায়ের মহিলাদের উৎসাহিত করা, মা ও শিশুর নিয়মিত যত্ন ও টিকাকরণ করতে উৎসাহিত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দেন।

গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালের পুরোনো বিল্ডিং এর সংস্কার এবং ঐ হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পরিষেবা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। বিগত এডিসি প্রশাসনের কাজ পরিচালনায় যেসব অসঙ্গতি রয়েছে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদন্ত করা হবে বলে নবনির্বাচিত প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন। এডিসির কাউন্সিল ভবনে দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ছবি রাখা হবে বলে নবনির্বাচিত প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীকে জানান। সুস্থ পরিবেশে খোলামনে যাতে নবনির্বাচিত এডিসি প্রশাসন কাজ করতে পারে তার জন্য প্রতিনিধি দলটি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান।

আজকের আলোচনায় এডিসির নবনির্বাচিত মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, কার্যনির্বাহী সদস্য অনিমেষ দেববর্মা, সোহেল দেববর্মা, ডলি রিয়াং, রাজেশ ত্রিপুরা, ভবরঞ্জন রিয়াং, চিত্তরঞ্জন দেববর্মা এবং কমল কলই অংশগ্রহণ করেন। প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ এলাকার সহ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তরের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন। আলোচনার সময় মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব জে কে সিনহা এবং শিল্প দপ্তরের সচিব ড় প্রশান্ত কুমার গোয়েল উপস্থিত ছিলেন।

রোহিত সরদানা

● প্রথম পাতার পর

হারাবেন। তাঁর অকালমৃত্যু মিডিয়া জগতে এক বিশাল শূন্যতা ফেলেছে। তাঁর পরিবার, বন্ধু এবং প্রশংসকদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। ওম শান্তি।"

টুইটে অমিতবাবু লিখেছেন, "রোহিত সারদানার অকালমৃত্যু সম্পর্কে জানতে পেরে দুঃখ পেলাম। তাঁর মধ্যে, জাতি এমন এক সাহসী সাংবাদিককে পেয়েছিল। তিনি সর্বদা নিরপেক্ষতা ও সুস্থ সাংবাদিকতার সমর্থন করতেন। ইশ্বর তাঁর পরিবারকে এই করুণ ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দান করুন। তাঁর পরিবার ও অনুসারীদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রইল।"

বিজেপি-র পশ্চিমবঙ্গ শাখার সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী টুইটে লিখেছেন, "অবিশ্বাস্য!! অন্যতম সৎ, নির্ভীক এবং প্রসিদ্ধ সাংবাদিক এবং এবিভিপির পূর্ব কার্যকর্তা রোহিত সারদানা আর আমাদের মধ্যে নেই। সাংবাদিকতার জগতে অপূরণীয় ক্ষতি। দেশ একটি রত্নকে হারালো।"

রোহিত সারদানার মৃত্যু নিয়ে বিশিষ্ট সাংবাদিক রাজদীপ সরদেশাইয়ের ট্যুইট, "খুবই ভয়ঙ্কর খবর। বিশিষ্ট টেলিভিশন সঞ্চালক রোহিত সারদানা প্রয়াত হয়েছেন। আজ তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা।" বিশিষ্ট সাংবাদিক চিত্রা ত্রিপাঠী ট্যুইটে লিখেছেন, "হাসি-খুশি পরিবার, দুটি ছোট মেয়ে। ওদের জন্য এই লড়াইয়ে হেরে যাওয়া ঠিক হল না রোহিত সারদানাজী। আজ সকালে নয়ডার বেসরকারি হাসপাতালে আইসিইউ-তে আপনাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আর তার পরেই এল দুঃসংবাদ। কিছু বলার নেই।"

বিশিষ্ট সাংবাদিক সুধীর চৌধুরী লিখেছেন, "কিছুক্ষণ আগেই আমার এক সহকর্মীর ফোন এল। যা শুনলান, তাতে হাত কাঁপতে শুরু করল। আমাদের বন্ধু ও সহযোগী রোহিত সারাদানার মৃত্যুর খবর শুনলাম। এই ভাইরাস এত ঘনিষ্ঠ কারুর প্রাণ কেড়ে নেবে তা কল্পনাও করতে পারিনি। ঈশ্বর সুবিচার করলেন না।"

উল্লেখ্য, রোহিত সরদানা বিভিন্ন মিডিয়া হাউসে কাজ করেছেন। অনেক সাংবাদিকই তাঁর প্রয়াণে গভীরটি শোকপ্রকাশ করেছেন।

আতঙ্ক

● প্রথম পাতার পর

পেয়ে সাব্রুম সীমান্তের ৩১ নং বিওপির সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরকে। খবর পাওয়ার সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ সাতচাদ রেঞ্জের বনদপ্তরের কর্মীরা ছুটে আসেন। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করার পরও খুঁজে পাওয়া যায়নি ভয়ঙ্কর কোন জন্তুর। অন্যদিকে ফেনী নদীর ওপারে বাংলাদেশের আশপাশের লোকজনরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

নাবালিকা ধর্ষিতা, গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ এপ্রিল।। উদয়পুর পূর্ব গকুলপুর রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২নং ওয়ার্ডের নয় বছরের নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনার পর আবারো সতেরো বছরের নাবালিকার ধর্ষনের অভিযোগে গ্রেফতার হলো এক যুবক। ঘটনা উদয়পুর মহারানী আউট পোষ্টের অন্তর্গত ওয়াড়েং বাড়ি এলাকায়।

সতেরো বছরের নাবালিকার মায়ের অভিযোগ মূলে উদয়পুর রাধাকিশোরপুর মহিলা থানার পুলিশ বিশ্ব রাম রিয়াং নামে এলাকার এক বখাটে যুবকের গ্রেপ্তার করে। বিশ্ব রাম রিয়াং এর আগেও এই ধরনের বেশ কয়েকটি ঘটনা সংঘটিত করেছে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেন। রাধাকিশোরপুর মহিলা থানার পুলিশ ধৃত বিশ্ব রাম রিয়াং -এর আজ মেডিকেলে পরীক্ষা করেন।

আগামী কাল বিশ্ব রাম রিয়াংকে আদালতে সোপার্দ করবে।পুলিশ বিশ্ব রাম রিয়াং জন্য ৪৪৭,৩৭৬ ও পক্সো আইনের চার ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন। রাধাকিশোরপুর মহিলা থানার কেস নং ২১/২০২১। পরপর দুটি নাবালিকা ধর্ষণ সংক্রান্ত ঘটনার জন্য অভিভাবক মহল উৎকন্ঠায় দিন গোজরাচ্ছেন। ধৃত বিশ্ব রাম রিয়াং -এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছেন এলাকাবাসী।

সাংসদ প্রতিমা

● প্রথম পাতার পর

মৃদু উপসর্গর করোনা আক্রান্তদের বাড়িতে চিকিতা সুবিধা নেওয়াই শ্রেয় হবে। তাতে, হাসপাতালের উপর চাপ কমবে এবং জটিল রোগীদের চিকিতা দেওয়া সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে, প্রতিনিয়ত চিকিৎসকদের সাথে যোগাযোগ থাকবে তাঁদের। এমনকি, তাঁদের প্রয়োজনীয় খাবারের ব্যবস্থাও করা হবে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় প্রত্যেক মহকুমাকে ওই ধাঁচে ইতিমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। কারণ, করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে কোনরকম ঝুকি নেওয়া সম্ভব নয়।

এদিন তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, করোনা আক্রান্ত বহু শিক্ষিত সমাজের নাগরিক জেনেবুঝে ভুল করছেন। কারণ, তাঁরা সময়মত চিকিতা ব্যবস্থার সান্নিধ্যে যাচ্ছেন না। ফলে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গেলে প্রশাসনকে দোষারোপ করছেন। তাঁর সাফ কথা, আগামী বেশ কিছু দিন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে যাওয়া উচিত হবে না। তেমনি, দিনে অন্তত তিনবার গরম জলের ভাপ নেওয়া অভ্যাসে পরিনত করতে হবে। তিনি জানান, মেডিকেল ইন্টার্নশীপ করেছেন, এমন চিকিৎসকদের করোনা আক্রান্তদের চিকিতায় নিযুক্ত করা হবে।

আজ তিনি জানিয়েছেন, গত বছরের তুলনায় অক্সিজেনের ঘাটতি এবছর মিটিয়ে ফেলা হয়েছে। তেমনি, অক্সিজেন যুক্ত শয্যাও বিভিন্ন হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং কোভিড কেয়ার সেন্টারে প্রস্তুত করা হয়েছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় বর্তমানে ১৩৯৫টি অক্সিজেনের সুবিধাযুক্ত শয্যা রয়েছে। এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, পশ্চিম জেলায় জিবি হাসপাতালে ২২১টি অক্সিজেনের সুবিধাযুক্ত শয্যা সঙ্গে আইসিইউ-তে ৩৭টি শয্যা ও ১২টি ভেন্টিলেটর রয়েছে। তেমনি, হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গনে ৩০০ শয্যা, শালবাগান বিএসএফ-র হাসপাতালে ১০০ শয্যা, এবং আইএলএস হাসপাতালে ২০টি শয্যা রয়েছে অক্সিজেনের সুবিধা যুক্ত। সবমিলিয়ে শুধু আগরতলায় অক্সিজেনের সুবিধাযুক্ত ৬৪১টি শয্যা প্রস্তুত রয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, সিপাহীজলা জেলায় ১০০ শয্যা, গোমতি জেলায় ৫৫ শয্যা, দক্ষিণ জেলায় ২০০ শয্যা, ধলাই জেলায় ১৩০ শয্যা, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১৫টি শয্যা এবং উনকোটি জেলায় ৫০টি শয্যা ইতিমধ্যে প্রস্তুত রয়েছে।

একই সঙ্গে এদিন তিনি ত্রিপুরায় মজুত অক্সিজেন সিলিন্ডারের বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় এই মুহূর্তে ৩৪২৭টি অক্সিজেন সিলিন্ডার মজুত রয়েছে। তার মধ্যে জিবি হাসপাতালে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৩৪৩টি, রিজিওনাল কেন্সার সেন্টারে ৭৫টি, আইজিএম হাসপাতালে ২৪৯টি এবং ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৯৫টি সিলিন্ডার মজুত রয়েছে। বাকি, ত্রিপুরার অন্য জেলায় বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মজুত রয়েছে। সঙ্গে তিন যোগ করেন, জিবি হাসপাতালে একটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট রয়েছে। তাতে প্রতি মিনিটে ১২০ লিটর অক্সিজেন প্রস্তুত করার ক্ষমতা রয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় পিএম কেয়ার ফান্ড থেকে তিনটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরির অনুমোদন মিলেছে। আগামী জুলাইয়ের মধ্যে ওই তিনটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরী হয়ে যাবে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রতি মিনিট-এ ৬০০ লিটর অক্সিজেন প্রস্তুত করার ক্ষমতা নিয়ে একটি প্ল্যান্ট শুরু হয়েছে। আইজিএম হাসপাতালেও অনুরোপ একটি প্ল্যান্ট শিগ্রই শুরু হবে। তাছাড়া, জিবি হাসপাতালে প্ল্যান্টটি জুলাই প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তৈরী হয়ে যাবে। ফলে, প্রশাসনিক ভাবে করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরা সমস্ত রকমভাবে প্রস্তুত রয়েছে। এখন জনগণ-র সচেতনতার খুবই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তিনি ফের আক্ষেপ করে বলেন, করোনা বিধি পালনে অবহেলা আজ গোটা দেশ-কে এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছে।

মেয়াদ বাড়ল ৩১ মে পর্যন্ত

● প্রথম পাতার পর

দেওয়াল পরিবেষ্টিত স্থান বা হলঘরে অনুষ্ঠিত যে কোনও সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বিনোদনমূলক বা রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে মোট বসার জায়গার ৫০ শতাংশ (সর্বোচ্চ ১০০ জন) পূরণ করা যাবে। উন্মুক্ত স্থানে মাঠের আয়তন অনুসারে ২০০ জন পর্যন্ত জমায়েতের অনুমতি দেওয়া যাবে। তবে মাস্ক পরিধান, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং স্যানিটাইজার বা হ্যান্ডওয়াশের ব্যবস্থা রাখতে হবে। আয়োজকরা এসব নিয়মনীতি অনুসরণ করার জন্য উপযুক্ত সংখ্যায় স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করবেন।

সরকারি কিংবা বেসরকারি স্থানে বিবাহ / জন্মদিন ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ১০০ জনের বেশি লোকের জমায়েত হতে পারবে না। দাহক্রিয়া / অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ২০ জন পর্যন্ত লোকের জমায়েত হতে পারবে। সিনেমা হল / মাল্টিপ্লেক্সগুলি অর্ধেক আসন খালি রেখে চলতে পারবে। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ৬৫ বছরের বেশি বয়সীদের বাড়িতে থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বাকিদেরও অপ্রয়োজনীয় চালচল বন্ধ রাখতে এবং ভিড় এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুসারে জেলা প্রশাসন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সাথে পরামর্শক্রমে কন্টেইনমেন্ট জোন / মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করবে। কন্টেইনমেন্ট জোন এবং তার বাইরের এলাকার মধ্যে সংক্রমণের ধারাকে ছিন্ন করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। নিয়ম অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৫ অনুসারে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাছাড়াও 'দ্য এপিডেমিক ডিজিজ কোভিড-১৯ রেগুলেশনস ২০২০ অনুসারে বিধিনিষেধ জারি করে বলা হয়েছে যে কর্মস্থল। পাবলিক প্লেস কিংবা ভ্রমণকালে বা ড্রাইভিং-এর সময় মাস্ক / মুখাবরণ ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক।

গণ পরিবহণ ব্যবস্থায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে দোকানগুলি চালু রাখা হবে। দোকানে ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য ভলান্টিয়ার নিয়োগ করতে হবে। যেসব দোকানের সামনের অংশ এক মিটারের কম প্রশস্ত সেসব দোকানে এক সময়ে মাত্র একজন ক্রেতাকে ঢুকতে দেওয়া হবে। এক মিটারের বেশি এবং দুই মিটারের কম প্রশস্ত দোকানে এক সাথে দু'জন ক্রেতা ভেতরে যেতে পারবেন। বাকিরা পিছনে অপেক্ষায় থাকবেন। ক্রেতা বিক্রেতা উভয়কেই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে এবং প্রতিদিন দোকান স্যানিটাইজ করতে হবে।

তাছাড়াও আদেশে বলা হয়েছে মাস্ক পরিধান না করলে প্রথমবার ২০০ টাকা জরিমানা এবং পরবর্তীকালে প্রতিবার ৪০০ টাকা করে জরিমানা হবে। তেমনি উল্লিখিত স্থানগুলিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখলে এবং হোম কোয়ারেন্টাইনের নিয়ম ভঙ্গ করলে ১০০০ টাকা জরিমানা হবে বলে এই আদেশে জানানো হয়েছে।

শুক্রবার স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারীককে ডেপুটেশন দিয়েছে এআইডিএসও। ছবি নিজস্ব।

ক্রীড়াঙ্গন

হরপ্রীতের স্পিনে বেসামাল আরসিবি মরশুমে দ্বিতীয় হার কোহলিদের

আমদাবাদ: ব্যাট হাতে অধিনায়ক কেএল রাহুলের পর বল হাতে দুরন্ত হরপ্রীত ব্রার। মরশুমে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামা পঞ্জাব স্পিনারের ঘূর্ণিতে বেসামাল কোহলির দল অসহায় আত্মসমর্পণ করল পঞ্জাব কিংসের কাছে। পঞ্জাবের ছুঁড়ে দেওয়া ১৮০ রান তাড়া করতে গিয়ে ব্যাঙ্গালোর থামল ১৪৫ রানে। ৩৪ রানে হেরে শীর্ষে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করল তারা। অন্যদিকে টুর্নামেন্টে তৃতীয় জয়ে প্রথম পর্বের শেষে লিগ টেবিলে পঞ্চমস্থানে উঠে এল রাহুলের দল।

তিনটি পরিবর্তন নিয়ে এদিন আরসিবির বিরুদ্ধে মাঠে নামে পঞ্জাব। হেনরিকস, ময়াঙ্ক এবং অর্শদীপের পরিবর্তে একাদশে আসেন মেরেডিথ, প্রভশিমরণ এবং হরপ্রীত। টস জিতে পঞ্জাবকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠান কোহলি। মূলত দুই ব্যাটসম্যানের কাঁধে ভর করে আরসিবি''কে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা ছুঁড়ে দেয় প্রীতির দল।

ইনিংসের শুরু থেকে শেষ অবধি পঞ্জাব ইনিংসের ব্যাটন ন্যস্ত ছিল অধিনায়ক কেএল রাহুলের হাতে। ৫৭ বলে বিস্ফোরক ৯১ রানের ইনিংস আসে পঞ্জাব অধিনায়কের ব্যাট থেকে। দ্বিতীয় উইকেটে ক্রিস গেইলের সঙ্গে তাঁর জুটিতে ওঠে ৮০ রান। গেইল খেলেন ২৪ বলে ৪৬ রানের ঝোড়ো ইনিংস। ৬টি চার এবং ২টি ছয়ে সাজানো ছিল তাঁর ইনিংস। অন্যদিকে রাহুলের ইনিংসে ছিল ৭টি চার এবং ৫ টি ছয়। গেইল আউট হওয়ার পর মিডল-অর্ডারে রাহুল আর কারও সাহায্য না পেলেও শেষদিকে হরপ্রীতের ১৭ বলে মূল্যবান ২৫ রান পঞ্জাবের রানকে ১৭৯-তে পৌঁছে দেয়। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ফেরেন পারিক্কল। দ্বিতীয় উইকেটে কোহলি-পতিদারের জুটিতে ৪৩ রান বাদে লম্বা হয়নি আরসিবি''র আর কোনও পার্টনারশিপ। একাদশ ওভারে বিরাট কোহলি (৩৫) এবং গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে (০) ফিরিয়ে আরসিবি''কে ঝটকা দেন হরপ্রীত। ত্রয়োদশ ওভারে আরেক বিধ্বংসী ব্যাটসম্যান এবি ডিভিলিয়ার্সও হরপ্রীতের শিকার। প্রোটিয়া ব্যাটসম্যানের সংগ্রহে মাত্র ৩ রান। পঞ্জাব স্পিনারদের দাপটে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে আরসিবি ব্যাটিং। ১৬তম ওভারে ৯৬ রানে ৭ উইকেট হারানো কোহলির দলের কাছে হারের প্রহর গোনা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। শেষদিকে বল হাতে ৫৪ রান খরচ করা হর্ষল প্যাটেল ব্যাট হাতে হৃত সম্মান পুনরুদ্ধারের কিছুটা চেষ্টা করেন। ১৩ বলে তাঁর ৩১ রান এবং জেমিসনের অপরাজিত ১১ বলে ১৬ রান আরসিবিকে ২০ ওভারে ১৪৫ রান তুলতে সহায়তা করলেও লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারেনি। শেষ অবধি ৩৪ রানে ম্যাচ জিতে মরশুমের তৃতীয় জয় হাসিল করে পঞ্জাব। ব্যাট হাতে মূল্যবান ২৫ রানের পর বল হাতে ৪ ওভারে মাত্র ১৯ রান দিয়ে ৩টি উইকেট নেন হরপ্রীত।

এছাড়া ১৭ রান দিয়ে ২ টি উইকেট নেন বিষ্ণোই। একটি করে উইকেট পেয়েছেন মেরেডিথ, সামি এবং জর্ডান। ম্যাচ হেরে তিনেই রইল কোহলির দল।

আইপিএল খেলা অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা দেশে ফিরলেই পাঁচ বছর জেল !

নয়াদিল্লি: অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন কিছুদিন আগে বলেছিলেন, তাঁদের দেশের ক্রিকেটাররা নিজেদের ইচ্ছেয় আইপিএল খেলতে ভারতে এসেছেন। এখন ভারতে করোনা পরিস্থিতি ভয়ংকর। এমন পরিস্থিতিতে ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়ায় ফিরতে হলে ক্রিকেটারদের নিজেদেরই ব্যবস্থা করে নিতে হবে। এরপর অবশ্য অ্যাডাম জাম্পা, অ্যান্ড্রু টাই-এর মতো একাধিক অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার আইপিএল ছেড়ে বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে অস্ট্রেলিয়ার সরকার ভারত থেকে তাঁদের দেশে ফেরা নাগরিকদের প্রবেশ বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এমন পরিস্থিতিতে ক্রিকেটারদের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ায় ফেরার রাস্তা বেশ কঠিন।

এবার সিডনি মর্নিং হেরাল্ড-এর খবর অনুযায়ী জানা যাচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ায় ফিরতে হলে মোটা টাকা জরিমানা দিতে হতে পারে আইপিএল খেলতে আসা অজি ক্রিকেটারদের। এমনকী ভারতে আসার অপরাধে তাঁদের জেল পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চলতি আইপিএলে ১৪ জন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে স্টিভ স্মিথ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, প্যাট কামিন্স, ডেভিড ওয়ার্নারের মতো তারকারাও রয়েছেন। আবার বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত সাপোর্ট স্টাফ, কোচ হিসেবেও অস্ট্রেলিয়ার একাধিক প্রাক্তন তারকা রয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার বেশ কিছু প্রাক্তন ক্রিকেটার আইপিএলে ধারাভাষ্যকার টিমের সঙ্গেও যুক্ত। ম্যাথু হেডেন, রিকি পন্টিং- এর মতো তারকাদের এবার অস্ট্রেলিয়ায় ফেরার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

নাইন নিউজ, সিডনি মর্নিং হেরাল্ড-এর মতো একাধিক অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যম খবর করেছে, ভারত থেকে এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ায় ফেরা নাগরিকদের সেই দেশের সরকার অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করবে। যার ফলে ভারত থেকে ফিরলে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকদের আলাদাভাবে রাখা হতে পারে। এছাড়া জরিমানা বা জেলের মতো শাস্তিও হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে জরিমানার অংক ৬৬ হাজার ডলার ছাড়াতে পারে বলেও খবর। এই মুহূর্তে ৩৬ হাজার অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক বিভিন্ন দেশে আটকে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৯ হাজার অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক রয়েছেন ভারতে। তাঁদের প্রত্যেকেরই একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। এক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া সরকার জানিয়েছে, তারকা হন বা সাধারণ মানুষ, প্রত্যেককে একই নিয়মের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। গত দুই সপ্তাহ ধরে যারা ভারতে রয়েছেন তাদের অস্ট্রেলিয়ায় ফেরার ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে এবার।

ফের শিরোনামে পর্তুগিজ সুপারস্টার তথা জুভেন্তাস তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

২০০৯ সালে এক মার্কিন মডেলকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল সি আর সেভেনের বিরুদ্ধে। সেই মডেলই এবার রোনাল্ডোর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ দাবি করলেন ৫৬ মিলিয়ন পাউন্ড। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৫৮০ কোটি টাকা। যা কি না জুভেন্তাসে রোনাল্ডোর দুই বছরের মাইনের সমান। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম 'দ্য মিরর'-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে এমনটাই প্রকাশিত হয়েছে।সম্প্রতি আদালতের বেশ কিছু কাগজপত্র সামনে এসেছে। সেখানেই দেখা গিয়েছে, রোনাল্ডোর কাছে মানসিক যন্ত্রণার ক্ষতিপূরণ বাবদ ক্যাথরিন মায়োরগা নামে ওই মডেল ৫৮০ কোটি টাকা বা ৫৬ মিলিয়ন পাউন্ড দাবি করেছেন। যার মধ্যে মানসিক যন্ত্রণা বাবদ মোট ৫৪ মিলিয়ন পাউন্ড এবং অন্যান্য খরচ ১.৪ মিলিয়ন ও আইনি খরচ বাবদ ১.১ মিলিয়ন পাউন্ড চেয়েছেন ক্যাথরিন। যদিও রোনাল্ডোর তরফ থেকে ওই অর্থ দেওয়া হয়েছে কি না তা জানানো হয়নি। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে রোনাল্ডোর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনে আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন ওই মডেল। তাঁর অভিযোগ ছিল, রোনাল্ডো নাকি ২০০৯ সালে তাঁকে ধর্ষণ করেছিলেন। মরশুম শেষে ছুটি কাটাতে গিয়ে লাস ভেগাসের একটি বিলাসবহুল হোটেলে ওই মহিলার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক হয় রোনাল্ডোর। এমনকী ক্যাথরিনের দাবি, সেসময় শারীরিক সম্পর্কের জন্য মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েছিলেন রোনাল্ডো। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রোনাল্ডো। সিআর সেভেন বলেন, "এটা ফেক নিউজ। লোকেরা বিখ্যাত হতে চান, শিরোনামে আসতে চান। আর সেজন্যেই আমার নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। লোকেরা আমার নাম নিয়ে নিজেদের প্রচার চালাচ্ছে। কিন্তু এসব আমাদের সামলাতেই হয়, এসব নিয়েও আমি সুখী।" রোনাল্ডো যতই অস্বীকার করুন, মার্কিন মডেলের আদালতে পেশ করা নথিতে বেশ বিতর্কও তৈরি হয়েছিল। যদিও সেই মামলা কিছুটা স্তিমিত হতেই ফের এই বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

আরও একবার সুনীল নারাইনকে উপরের দিকে খেলানোর সওয়াল করলেন সুনীল গাওস্কর

পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে জেতার পরের ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে হারতে হয়েছে কেকেআর-কে। তার থেকেও বড় ব্যাপার, নিয়মিত ব্যর্থ হচ্ছে কেকেআর-এর ওপেনিং জুটি। রানও উঠছে ধীরগতিতে, যা সমস্যায় ফেলে দিচ্ছে পরের দিকে থাকা ব্যাটসম্যানদের। অনেকেই সুনীল নারাইনকে ওপেনিংয়ে আনার পরামর্শ দিয়েছেন। সুনীল গাওস্করও জানিয়েছেন, নারাইনকে চারে বা পাঁচে নামানো ওভার নষ্ট হওয়া ছাড়া আর কিছু নেই।দিল্লির বিরুদ্ধে কেকেআর-এর আত্মসমর্পণ দেখে গাওস্কর বলেছেন, "ঘুরে দাঁড়ানো প্রচণ্ডই কঠিন ছিল। কেকেআর-এর হাতে ভাল ব্যাটসম্যানই নেই। জানি না ডাগ-আউটের দিকে তাকালে ওরা দায়িত্বশীল কোনও ব্যাটসম্যানকে খুঁজে পাবে কি না। ওদের ব্যাটিং অর্ডার যদি দেখেন, শুভমন গিল বা মর্গ্যান বাদে ভাল ব্যাটসম্যান কোথায়? পাঁচে বা ছয়ে রাসেল ঠিক আছে। কিন্তু আমার মনে হয় দীনেশ কার্তিক বা রাহুল ত্রিপাঠির কাউকে আরও উপরে তুলে আনা উচিত।গাওস্কর বেশি ক্ষিপ্ত নারাইনের প্রতি। বলেছেন, "চারে বা পাঁচে নারাইনকে নামানো মানে ওভার নষ্ট হতে দেওয়া। যদি নারাইনকে খেলাতেই হয় তাহলে উপরের দিকে খেলানো হোক। ওখানে অন্তত কয়েকটা বল ও ব্যাটে লাগাতে পারবে। কেকেআর-এর সব থেকে বড় সমস্যা হল, ওদের তিন, চার বা পাঁচে এমন কোনও ব্যাটসম্যান নেই যে ম্যাচে প্রভাব ফেলতে পারবে।

লা লিগার ম্যাচে গ্রানাডার কাছে হেরে শিরোপা জয় কঠিন হয়ে গেল বার্সেলোনার কাছে

স্প্যানিশ লা লিগার ম্যাচে গ্রানাডার কাছে হেরে শিরোপা জয় কঠিন হয়ে গেল বার্সেলোনার কাছে। এদিন শুরুটা ভালো করলেও শেষ রক্ষা হলো না। লা লিগায় প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলি পয়েন্ট হারানোয় শিরোপা জয়ের আশা অনেক জোরালো হয়েছিল রোনাল্ড কুমানের দলের। কিন্তু এদিন হেরে আবারও পিছনের সারিতে চলে গেল বার্সেলোনা। এদিন বার্সেলোনা ২-১ গোলে হেরে গেল গ্রানাডার কাছে। লিগে এই প্রথম বার্সেলোনার মাঠে জয়ের স্বাদ পেল গ্রানাডা। বল দখলের লড়াইয়ে বার্সেলোনা এগিয়ে থাকলেও গোলমুখ খুলতে পারেনি। এদিন প্রথমার্ধের শুরু থেকেই গ্রানাডার রক্ষণে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে বার্সেলোনা। বল দখলে আধিপত্য বজায় রাখলেও আক্রমণে সেইভাবে সুবিধা করতে পারছিল না তারা। খেলার ১৯ মিনিটে এগিয়ে যেতে পারতো বার্সা। কিন্তু মেসির পাস থেকে নিচু শটে গোলের দরজা খুলতে ব্যার্থ হন গ্রিজমান। এরপরই ২৩ মিনিটে গোল পায় বার্সেলোনা। বাঁ পায়ের কোনাকুনি শটে দূরন্ত গোল করেন লিওনেল মেসি। ৩৬ মিনিটে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ এসেছিল মেসির সামনে। গোলরক্ষককে একা পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন তিনি।এরপর দ্বিতীয়ার্ধে একইভাবে চাপ ধরে রেখে আক্রমণে যায় বার্সেলোনা। ৪৭ মিনিটে গ্রিজমান সহজ সুযোগ মিস করেন। ফাঁকায় বল পেয়েও তা গোল করতে পারেননি। এরপর ৬৩ মিনিটে পাল্টা আক্রমণে সমতায় ফেরে গ্রানাডা। জোরালো শটে টের স্টেগেনকে পরাস্ত করেন ভেনেজুয়েলার ফরোয়ার্ড মার্চিস। দল গোল হজম করায় ডাগআউটে বেশ ক্ষুব্ধ দেখা যায় বার্সা কোচ রোনাল্ড কুমানকে। এর কিছুক্ষণ পরেই কোনো এক বিষয়ে মন্তব্য করায় তাকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। এরপর ৭৮ মিনিটে থ্রিজমানের পাস গোলমুখে পেয়ে পিকের ব্যাকহিল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

৭৯ মিনিটে ব্যবধান বাড়ায় গ্রানাডা আদ্রিয়ান মারিনের ক্রস থেকে কোনাকুনি হেডে গোল করেন ৩৯ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড মোলিনা। এরপর গোল করার মরিয়া চেষ্টা চালালেও কোনো সুযোগই তৈরি করতে পারেনি বার্সেলোনা। এদিনের হারের ফলে তিন নম্বরেই থেকে বার্সেলোনা। দুই নম্বরে রিয়াল মাদ্রিদ। এবং শীর্ষস্থান ধরে রাখলো আতলেতিকো মাদ্রিদ।

নাইটদের বিরুদ্ধে পৃথ্বী শ''র রেকর্ডে চাপা পড়ে গিয়েছে শিখর

আমদাবাদ: নাইটদের বিরুদ্ধে পৃথ্বী শ''র রেকর্ডে চাপা পড়ে গিয়েছে শিখর ধাওয়ানের নজির। কেকেআর-এর দেওয়া ১৫৫ রান তাড়া করে সাত উইকেটে জয় পেয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। কিন্তু দিল্লির ব্যাটিং ছিল শুধুই পৃথ্বীময়। ইনিংসের প্রথম ওভারে ৬ বলে ৬টি বাউন্ডারি হাঁকানো এবং মাত্র ৪১ বলে পৃথ্বীর ৮২ রানের ইনিংসে চাপা পড়ে যায় তাঁর ওপেনিং পার্টনার ''গব্বর''-এর নজির। কেকেআর-এর বিরুদ্ধে ৪৬ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলে আইপিএলের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের মালিক হন ধাওয়ান। টপকে যান চেন্নাই সুপার কিংসের বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান সুরেশ রায়নাকে। গব্বরের সামনে এখন রয়েছেন শুধু বিরাট কোহলি। বৃহস্পতিবার নাইটদের বিরুদ্ধে মাত্র চার রানের জন্য হাফ-সেঞ্চুরি পাননি দুরন্ত ফর্মে থাকা ধাওয়ান। কিন্তু আইপিএলের ইতিহাসে দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে সাড়ে পাঁচ হাজার রানের মাইলস্টোন টপকে যান দিল্লির এই বাঁ-হাতি ওপেনার। একই সঙ্গে এদিন ''ওরেঞ্জ ক্যাপ'' নিজের দখলে করেন ধাওয়ান। চলতি আইপিএলে সর্বোচ্চ ৩১১ রান করে শীর্ষে রয়েছেন ''গব্বর''।আইপিএলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রানের মালিক হলেন কোহলি। আরসিবি ক্যাপ্টেন কোহলির দখলে ৬০৪১। আর নাইট ম্যাচের পর ধাওয়ানের সংগ্রহে রয়েছে ৫৫০৮ রান। যা আইপিএলের ১৪ বছরের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ধাওয়ানের ঠিক পরে রয়েছেন রায়না। সিএসকে-র বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান রায়নার ঝুলিতে রয়েছে ৫৪৮৯ রান।মোতেরায় নাইটদের বিরুদ্ধে মাত্র চার রানের জন্য ধাওয়ান হাফ-সেঞ্চুরি মিস করলেও দিল্লি ক্যাপিটালসের জিততে কোনও অসুবিধা হয়নি। রান তাড়া করতে গিয়ে মাত্র তিন উইকেট হারিয়ে ১৬.৩ ওভারে ম্যাচ জিতে নেয় দিল্লি। পৃথ্বী ও ধাওয়ানের ১৩২ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপে নাস্তানাবুদ হয় কিং খানের দল।

৪১ বলে ৮২ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেন পৃথ্বী। আর ৪৫ বলে ৪৬ রান করেন ধাওয়ান।ইনিংসের প্রথম ওভারে শিভম মাভিকে ৬ বলেই ৬টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে রেকর্ড গড়েন পৃথ্বী। আইপিএলের ইতিহাসে দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে এই নজির গড়লেন দিল্লির এই তরুণ ওপেনার। এর আগে ২০১২ আইপিএলে অজিঙ্ক রাহানে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে এক ওভারে ৬টি বাউন্ডারি হাঁকানোর নজির গড়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে টি-২০ ক্রিকেটে ইনিংসের প্রথম ওভারেই ৬ বলে ৬টি বাউন্ডারি মারার বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন পৃথ্বী।লাল-নীল-গেরুয়া...! ''রঙ'' ছাড়া সংবাদ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কোন খবরটা ''খাচ্ছে''? সেটাই কি শেষ কথা? নাকি আসল সত্যিটার নাম ''সংবাদ''! ''ব্রেকিং'' আর প্রাইম টাইমের পিছনে দৌড়তে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে সত্যিকারের সাংবাদিকতার। অর্থ আর চোখ রাঙানিতে হাত বাঁধা সাংবাদিকদের। কিন্তু, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভে ''রঙ'' লাগানোয় বিশ্বাসী নই আমরা। আর মৃত্যুশয্যা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন আপনারাই। সোশ্যালের ওয়াল জুড়ে বিনামূল্যে পাওয়া খবরে ''ফেক'' তকমা জুড়ে যাচ্ছে না তো? আসলে পৃথিবীতে কোনও কিছুই ''ফ্রি'' নয়। তাই, আপনার দেওয়া একটি টাকাও অক্সিজেন জোগাতে পারে। স্বতন্ত্র সাংবাদিকতার স্বার্থে আপনার স্বল্প অনুদানও মূল্যবান।

করোনা ঃ আটকে গেল ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা রিলে দলের পোলান্ড যাওয়া

আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল আগেই। ভারতে করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় দফা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করায় বাতিল হয়েছিল বিদেশের বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে বিমান সংযোগ পরিষেবা। এ বার সেই কারণেই আটকে গেল ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা রিলে দলের পোলান্ড যাওয়া। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম আটে থাকলে টোকিয়ো অলিম্পিক্সের ছাড়পত্র পেয়ে যেত, ভারতের পুরুষ (৪অ৪০০ মিটার) ও মহিলা (৪অ১০০ মিটার) রিলে দল। কিন্তু অতিমারির কারণে সেই সুযোগ হারাতে হওয়ার হতাশ দ্যুতি চন্দ, হিমা দাস, হিমাশ্রী রায়-সহ বাকি অ্যাথলিটেরা।১ ও ২ মে পোলান্ডে অনুষ্ঠিত হতে চলা এই বিশ্ব রিলেতে যেতে গেলে আমস্টারডাম হয়ে যেতে হত। কিন্তু করোনা সংক্রমণের জন্য আমস্টারডামগামী সব উড়ান বাতিল হওয়াতেই ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা দলের এই বিশ্ব রিলেতে অংশ নেওয়া বাতিল হয় এ দিন। জাতীয় অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের এক কর্তার কথায়, "দল ছন্দে থাকলেও পোলান্ডের সঙ্গে কোনও উড়ান যোগাযোগ না হওয়াতেই দল পাঠানো গেল না।পাটিয়ালা থেকে থেকে ফোনে দ্যুতি চন্দের প্রতিক্রিয়া, "আমাদের দল তৈরি ছিল। সুযোগ হারালাম, জানি না এ বার কী হবে?" মহিলা রিলে দলের বাঙালি সদস্য হিমাশ্রীর কথায়, "বিশ্ব রিলে থেকে প্রথম আট দল অলিম্পিক্স যাবে। বাকি আট দলের মধ্যে থাকতে এ বার কিরঘিজস্তান, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তানের জাতীয় প্রতিযোগিতায় নেমে সময় উন্নত করতে হবে।"সাইনাদের আশা: করোনায় বন্ধ আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা। এই পরিস্থিতিতে মালয়েশিয়া ওপেনে সাইনা নেহওয়ালদের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। এ দিন জাতীয় ব্যাডমিন্টন সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, কাতারের রাজধানী দোহা হয়ে মালয়েশিয়ায় যেতে পারেন সাইনা নেহওয়াল ও কিদম্বি শ্রীকান্ত।হার গোয়ার: ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতিতে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ম্যাচ না খেলেই ভারত ছাড়লেন এফসি গোয়ার বিদেশি সদস্যেরা! কোচ খুয়ান ফেরান্দো, কন্ডিশনিং কোচ হাভি গঞ্জালেস, ডিফেন্ডার ইভান গঞ্জালেস, মিডফিল্ডার হর্ষে ওর্তিসের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার জেমস ডোনাচিও স্পেনে উড়ে গিয়েছেন বুধবার। এ দিকে, এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে 'ই' গ্রুপের শেষ ম্যাচে বৃহস্পতিবার গোয়া ০-২ ফলে হেরেছে আল ওয়াহাদা-র বিরুদ্ধে।

সন্ধান চাই

Ref.: BELONIA P.S.GDE No.18 dated 27-01-2021

পাশের ছবিটি শ্রী শঙ্কর মজুমদার আনুমানিক বয়স ৫৮ বৎসর, পিতা - মৃত ধঞ্জয় মজুমদার, সাং-ঈশান চন্দ্র নগর, থানা - বিলোনীয়া, জেলা - দক্ষিণ ত্রিপুরা, উচ্চতা - ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, গায়ের রঙ - শ্যামলা, পরা ছিল সাদা রং এর শার্ট এবং কালো রং এর পেন্ট। গত ৩০-১০-২০২০ (ইং) নিজ বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়, সে আর বাড়িতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ ব্যক্তিকে এখন পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লিখিত নিখোঁজ ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

(যোগাযোগের ঠিকানা)

১) এস পি (ডি আই বি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া
ফোন নম্বর ঃ- 03823-222052
7628007079

২) বিলোনীয়া থানা ঃ ফোন নম্বর ঃ- 7085598615

Sd/- Illegible
Superintendent of Police
South Tripura District

ICA-D-127/2021-22

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স এর অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসব ৪ থেকে ১৫ মে

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। "অক্ষয়-তৃতীয়া" যার অর্থ অন্তহীন সম্পদের তৃতীয় দিন" একটি খুব শুভ দিন কারন এই দিনেই ধশ্বরিক ঘটনা ঘটেছিল। এই দিনেই শ্রীকৃষ্ণ পান্ডবদের নির্বাসনের সময় ধ্রৌপদীর কাছে "অক্ষয়-পাত্র" অর্থাৎ অফুরান খাদ্য সরবরাহের পাত্র উপহার দিয়েছিলেন। এই দিনেই "অন্ন ও পুষ্টির দেবী অন্নপূর্ণা জন্মগ্রহন করেছিলেন" "কুবের" ধনের ঈশ্বর হিসাবে স্বীকৃত হন এবং বেদব্যাস মহাকাব্য রচনা করার জন্য ভগবান গনেশকে মহাভারত পাঠ করা শুরু করেছিলেন। এছাড়াও, এই দিনেই পবিত্র গঙ্গা পৃথিবীতে নেমেছিল। এই দিনেই সমস্ত অন্তহীনতা নির্দেশ করে। "অক্ষয়-তৃতীয়া" তাই আমাদের জন্য অত্যন্ত কল্যানময় দিন। সে কারনেই, এই শুভদিন উপলক্ষে লোকেরা স্বর্ণ ও হীরার গহনা কেনেন এবং পরিবারের ভাগ্য এবং উন্নতির জন্য প্রার্থনা করেন।প্রতি বছরের মতো? শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এসেছে বিশেষ উৎসব অফার। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিটি ক্রয়ের সাথে আশ্বীসিত সোনার মুদ্রা (সোনার গহনাগুলির জন্য সর্বনিন্ন ১৫ প্রাম মূল্য এবং হীরার গহনার জন্য ৭৫, ০০০ অবধি রয়েছে। এবং, এই মানগুলির নিচে গহনা কেনার জন্য আশ্বীসপ্রাপ্ত উপহার রয়েছে)। স্বর্ণ জুয়েলারীতে মেকিং চার্জ ২০ শতাংশ ছাড়, হীরা জুয়েলারী মেকিং চার্জের উপর ১০০ শতাংশ ছাড়, ১৫ শতাংশ ছাড় জেমস এবং পছন্দসই পাথরের উপর, স্বর্ণ মুদ্রায় দৈনিক লাকি ড্র, ১০০ গ্রামের গোল্ড কয়েনের মেগা ড্র (১০ টি ১০ গ্রামের সোনার কয়েন)। সবমিলিয়ে গ্রাহকদের জন্য অনেক চমক ভরা উপহার নিয়ে আসছে "অক্ষয়-তৃতীয়া" এর এই প্যাকেজ। এছাড়াও, "সোনায় সোহাগা" স্বর্ণ ও ডায়মন্ড জুয়েলারী কেনার জন্য বিশেষ ছাড়ের স্কিম) এবং পুরনো সোনার এক্সচেঞ্জ সুবিধাটিও উপলব্ধ থাকবে।এবং এই বছর, করোনার কারণে, সমস্ত শোরুমে সামাজিক দূরত্ব সহ সমস্ত কোভিড বিধি বজায় রাখা হচ্ছে, পর্যায়ক্রমিকভাবে স্যানিটাইজেশন, হাত ধোয়া এবং কর্মচারীরাও মুখে মাস্ক, গ্লাভস পরে থাকবেন -যেহেতু গ্রাহকদের নিরাপদে রাখা আমাদের একান্ত কাম্য। গ্রাহকদেরও মাস্ক পরে আসার অনুরোধ করা হচ্ছে। শডিভ অক্ষয়-তৃতীয়া" অফারটি আগরতলা, খোয়াই, ধর্মমগর, উদয়পুরের শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্সের সমস্তশো-রুমে ৪ মে থেকে ১৫ই মে পর্যন্ত চলবে এবং সমস্ত বড় ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড গ্রহন করা হবে।

রাষ্ট্রীয় বাল সুরক্ষা কার্যক্রমে সাগ্নিকা সাহার সফল ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট সার্জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। রাষ্ট্রীয় বাল সুরক্ষা কার্যক্রমে মুখের হাসি ফিরে এল সাগ্নিকা সাহার। বিশালগড়ের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ সাহার কন্যা সাগ্নিকা সাহাকে (৪ বৎসর ৬ মাস) নেতাজিনগর কনভার্ট অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নিয়ে আসলে রাষ্ট্রীয় বাল সুরক্ষা কার্যক্রমের চিকিৎসক দল পরীক্ষার পর বুঝতে পারে যে শিশু কন্যাটির শ্রবণশক্তি নেই। শিশুটির ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট সার্জারির ব্যবস্থা করা হয়। সফল অস্ত্রোপচারের পর শিশুটি সুস্থ হয়ে ওঠে এবং সে এখন স্বাভাবিক শিশুর মত কানে শুনতে পাচ্ছে। দুবছর স্পিচ থেরাপির পর শিশুটি কথাও বলতে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সাগ্নিকার অভিভাবকরা সরকারের এই ব্যবস্থাপনায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, সারা রাজ্যে রাষ্ট্রীয় বাল (শিশু) সুরক্ষা কার্যক্রমের অধীনে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, ত্রিপুরার মাধ্যমে এই কর্মসূচিতে শিশুদের জন্মগত রোগ, বিকাশগত ত্রুটি অথবা শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার যারা তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। জন্ম থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত শিশুরা এই সুবিধা পায়। ২০২০-২১ অর্থ বছরে আরবিএসকে রাজ্যে মোট ৫২জন শ্রবণশক্তির ত্রুটিযুক্ত ছেলেমেয়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। এর মধ্যে চার জনের ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট হয়েছে, ৪৮ জনকে বিনামূল্যে শ্রবণশক্তিতে সহায়তাকারী ডিভাইস দেওয়া হয়েছে। ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট সার্জারিতে প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু রাজ্যে আরবিএসকে বিনামূল্যে এই অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করেছে। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

এআইডিএসও'র তরফে স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট ইউনিয়ন রাজ্য কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে স্মারকলিপি প্রদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের সম্পাদক রামপ্রসাদ আচার্য বলেন, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আমাদের দেশেও মারাত্মক আঘাত এনেছে। মৃত্যু মিছিল শুরু হয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় অক্সিজেন এবং শয্যার অভাবে হাজার হাজার মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছেন। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নের যথেষ্ট সময় পেলেও তা করেনি বলে অভিযোগ করা হয়। এর চরম খেসারত ভোগ করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। আমাদের রাজ্যের হাসপাতাল গুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি জানিয়েছে সংগঠন। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে প্রদেয় স্মারকলিপিতে পাঁচ দফা দাবি সনদ তুলে ধরা হয়েছে।

চাকমঘাটে বিজেপি আইপিএফটির সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ এপ্রিল।। স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে বিজেপি আইপিএফটি জোট ক্ষমতাসীন না হতে পারলেও আসন্ন এডিসি নির্বাচন এবং ২০২৩ সালের কে সামনে রেখে বিজেপি আইপিএফটি যৌথভাবে এক সভা অনুষ্ঠিত করে চাকমা ঘাট কমিউনিটি হল ঘরে।এদিনেই জরুরি সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য এরশাদের জনজাতি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ দেববর্মা এবং আইপিএফটি বিভাগ বিভাগীয় তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুনীল দেববর্মা।শুক্রবার দুপুরে এই জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।এদিনের এই জরুরি বৈঠকে ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জনজাতি অংশের মানুষরা বিভিন্ন এলাকা থেকে সভাতে যোগদান করেন।এ বৈঠকের তাৎপর্যে বিজেপি রাজ্য জনজাতি মোর্চা সাধারণ সম্পাদক বিকাশ দেববর্মা বলেন সংগঠনকে আরো চাঙ্গা করার উদ্দেশ্যে এদিনের এই বৈঠক।এছাড়া তিনি আরও বলেন আগামী এডিসি নির্বাচন এবং ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কর্মী-সমর্থকদের মনোবল গতিশীল করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত কর্মী সমর্থকদের সাথে আলোচনা করা হয়।এদিকে আইপিএফটি তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুনীল দেববর্মা উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের সামনে বক্তব্য রাখেন।

প্রথম সাহায্য আমেরিকার করোনা সরঞ্জাম পৌঁছল ভারতে

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্তে বেসামাল ভারত। এমতাবস্থায় পূর্ব আশ্বাস মতই আমেরিকা থেকে ভারতে এসে পৌঁছল করোনা চিকিৎসার জরুরি সরঞ্জাম। শুক্রবার সকালে দিল্লি বিমানবন্দরে অবতরণ করে আমেরিকার একটি সেনাবিমান। ওই বিমানে অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে শুরু করে র‍্যাপিড টেস্ট কিট সবই ছিল। এছাড়াও ছিল করোনা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ব্যবহার যোগ্য বেশ কিছু জরুরি উপকরণ।

কদমতলায় প্রমিলা বাহিনী কর্তৃক দেশী মদ বিরোধী অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩০ এপ্রিল।। প্রমিলা বাহিনী কর্তৃক দেশী মদ বিরোধী অভিযান। প্রমিলা বাহিনীর তৎপরতায় ও পুলিশি সহযোগীতায় সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের সুবল চন্দের বাড়ি থেকে উদ্ধার প্রায় ২৩ লিটার দেশী মদ। অভিযুক্ত সুবল চন্দ পলাতক। গ্রামবাসীর তরফ থেকে বাড়ি মালিকের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ। কদমতলা থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কদমতলা থানাধীন সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা রঞ্জন মহন্তকে প্রচন্ড মদমত্ত অবস্থায় আজ বিকেল বেলা সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের রাস্তার পাশে অর্ধমৃত অবস্থায় দেখতে পান পথচারী গ্রামের প্রমিলা বাহিনীরা। তারপর প্রমিলা বাহিনীরা খবর নিয়ে জানতে পারেন ঐ এলাকার সুবল চন্দ্রের বাড়ি থেকে প্রচন্ড মদ্যপান করে রঞ্জন মহন্ত বাড়ি যাওয়ার পথে রাস্তার ধারে অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়ে।পরে এলাকার প্রমিলা বাহিনীরা জড় হয়ে প্রতিবাদ শুরু করেন। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় পঞ্চায়েত ও কদমতলা থানায়। পঞ্চায়েতের তরফ থেকে ঘটনাস্থলে কেউ না আসলেও কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। কদমতলা থানার পুলিশ ও প্রমিলা বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে সুবল চন্দের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২৩ লিটার দেশী মদ উদ্ধার করা হয়। সাথে স্থানীয় জনগণ কদমতলা থানায় সুবল চন্দের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার আঁচ পেয়ে অভিযুক্ত দেশী মদ ব্যবসায়ী বাড়ি মালিক সুবল চন্দ পালিয়ে যায়।

এদিকে কদমতলা থানার পুলিশ অচৈতন্য অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে থাকা রঞ্জন মহন্তকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় এবং উদ্ধারকৃত দেশী মদ কদমতলা থানায় নিয়ে আসে।

অপরদিকে প্রমিলা বাহিনীদের অভিযোগ, সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশকিছু বাড়িতে এভাবে দেশী মদ বিক্রি করা হয়।যার জন্য উনাদের স্বামীরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছেন। ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছে যুবসমাজ। কিন্তু কদমতলা থানায় এ বিষয়ে পূর্বে জানালেও কদমতলা থানার পুলিশ বাবুরা অবৈধ দেশী মদ বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। অবশেষে প্রমিলা বাহিনীদের চাপে পড়ে সরসপু এলাকায় মদ বিরোধী অভিযান নামতে বাধ্য হল কদমতলা থানার পুলিশ। এখন দেখার বিষয় আগামীদিনে ওই এলাকায় মদ বিরোধী অভিযানে কতটুকু তৎপর হয় কদমতলা থানার পুলিশ।নাকি পূর্বের মত অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করে, সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

বনদোয়ার পাওয়ার হাউজে অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ এপ্রিল।। বন্দোয়ার পাওয়ার হাউজের পরিত্যক্ত স্টোর রুমে আজ আবারো আগুন লাগে। আগুন লাগার খবর পেয়ে উদয়পুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। এখানে উল্লেখ থাকে যে এই বন্দোয়ার পাওয়ার হাউজে বিগত দুই বছরের মধ্যে তিন চারবার আগুন লেগে বিদুৎ বিভ্রাট দেখা দেয় এবং দপ্তরের ব্যাপক ক্ষতি হয়। আজকে যেখানে আগুন লাগে সেটি ছিল দপ্তরের একটি পরিত্যক্ত স্টোর রুমে। ঐ স্টোর রুমে একজন অশীতিপর বৃদ্ধা কিছু দিন ধরেই এখানে বসবাস করতো। ঘটনার সময় তিনি এই স্টোর রুমে ছিলেন না। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। বেশ কিছুক্ষণ বিদুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত হয়।পরবর্তী সময়ে বিদুৎ কর্মী ও আধিকারিকদের তৎপরতায় বিদুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

জুয়াড়ী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ এপ্রিল।। উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উদয়পুর মাতাবাড়ি সংলগ্ন এলাকা থেকে দুই দাগী জুয়াড়ি কে আটক করে। ধৃত দুই জুয়াড়ি যথাক্রমে স্বপন আচার্য্য(৫৯) ও কার্তিক চক্রবর্তী (৪৮) কে আটক করে রাধাকিশোরপুর থানায় নিয়ে আসে। দীর্ঘ দিন ধরে মাতাবাড়ি বাজার এলাকা বাসি ও ব্যবসায়ীরা অভিযোগ জানিয়ে আসছিলো এই সর্বনাশা তীর ও জুয়ার রমরমার বিষয়ে। আজ রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ দুজনকে আটক করতে পারলেও অন্য শাগরেদরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

করোনা মোকাবিলায় কেজরীওয়াল-কেন্দ্র সমন্বয়ের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল(হি.স) : করোনা আবহে রাজনৈতিক বিরোধ ভুলে কেন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতার করার জন্য দিল্লি সরকারকে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি নাগেশ্বর রাও এবং বিচারপতি এস রবীন্দ্র ভট্টের বেঞ্চ স্বতঃপ্রণোদিত রুজু করা একটি মামলার পর্যবেক্ষণে বলেছে, 'এটা রাজনীতির সময় নয়'।

তিন বিচারপতি বেঞ্চ শুক্রবার অরবিন্দ কেজরীওয়ালের সরকারকে বলেছে, 'ভোটের সময় রাজনীতি করবেন। এখন মানুষের জীবন বিপন্ন'। পাশাপাশি, কেন্দ্রকেও দিল্লির প্রতি বিশেষ দায়িত্বের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। এদিন তিন বিচারপতির বেঞ্চ বলেছে, করোনা পরিস্থিতিতে দেশের সামগ্রিক অবস্থার 'ছোট প্রতিচ্ছবি' দেখা গিয়েছে দিল্লিতে। দিল্লি সরকারের তরফে অতিমারি পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের সঙ্গে পুরোপুরি সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বেঞ্চকে। কেন্দ্রের প্রতিনিধি সুনীতা দাওরা শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে একটি 'পাওয়ার পয়েন্ট' উপস্থাপনা পেশ করে জানান, কোভিড পরিস্থিতিতে দিল্লি-সহ প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে ভারসাম্য রেখেই অক্সিজেন সরবরাহ করা হচ্ছে।

করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও একাধিক বার কেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্ঘাতে জড়িয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরীবালের সরকার। দিল্লি সরকারের তরফে অক্সিজেন ও টিকা সরবরাহ নিয়ে কেন্দ্রের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলা হয়েছে। আবার চলতি সপ্তাহে করোনা সংক্রমণ রুখতে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে দিল্লি সরকারের ক্ষমতা খর্ব করেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে 'দ্য গভর্নমেন্ট অব ন্যাশনাল ক্যাপিটল টেরিটরি অব দিল্লি (সংশোধিত)' বা জিএনসিটিডি আইনটি বলবৎকরা হয়েছে। এর ফলে দিল্লির নির্বাচিত আম আদমি পার্টির সরকারের তুলনায় বেশি ক্ষমতা ভোগ করবেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর অনিল বৈজল অনিল বৈজল। কারণ, এর পর থেকে কোনও সরকারি সিদ্ধান্ত নিতে হলে কেজরীর সরকারকে উপরাজ্যপালের পরামর্শ নিতে হবে।

মুঙ্গিয়াকামীর পাহাড়ি জনপদে জলবাহিত রোগের প্রকোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ এপ্রিল।। বিগত কয়েকদিন ধরে জল বাহিত নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় বাড়িতেই পরে রয়েছে শিশু থেকে বয়স্ক জনজাতি গিরি বাসীরা।ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহাকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের নুনাছড়া এডিসি ভেলিজের নমনজয় এবং প্রজাবাহাদুর মলসুম পাড়াতে।উল্লেখ্য ওই এলাকায় বসবাসকারী জনজাতি গিরিবাসীরা অন্যতম সমস্যা হলো পানীয় জলের।এই সময়ে এই এলাকাগুলিতে তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করে পানীয় জলের জন্য।

পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে গিয়ে ছড়া কিংবা কৃত্রিম গর্তে জল জমিয়ে রেখে পানীয় জলের সরবরাহ করে থাকে।আর এই জল অপরিস্রোত পানীয় জল।আর এই অপরিস্রোত পানীয় জল পান করার ফলে জল বাহিত নানা রোগে আক্রান্ত হতে হয়। সংবাদে জানা যায় বিগত কয়েকদিন যাবৎ দুইটি এলাকায় জল বাহিত নানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে।ওই এলাকার এক গিরিবাসী প্রদীপ মলসুম জানান,এই সময়ে জল বাহিত রোগে আক্রান্ত হতে হয় প্রতি বছরই।

এই বছর ওই দুটি এলাকায় ১৮ থেকে কুড়ি জনের মত মানুষেরা জল বাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে বিনাচিকিৎসায় বাড়িতে পড়ে রয়েছে।তিনি আরো জানান তুই এলাকায় একটি প্রাথমিক সাব সেন্টার থাকলেও দায়িত্বিরত ডাক্তার এবং এম পি ডব্লিউ কোনো এক অজ্ঞাত কারণে প্রতিনিয়ত যান না বলে অভিযোগ করেন তিনি।এদিকে ওই এলাকার প্রত্যেকটি পরিবারই আয়ের উৎস বলতে বছরে একবার জুম চাষ এবং বলেন লতাপাতা কুড়িয়ে বাজারে বিক্রি ছাড়া আর কোন মধ্যম নেয় আয়ের।তিনি আরো জানান বিনা চিকিৎসায় ছাড়া আর কিছুই নেই তাদের হাতে।নতুবা পূজার্চনা ছাড়া আর কোন পথে তাদের জানা নেই।

তবে তবে আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ার কারণে তেলিয়ামুড়া মহাকুমার হাসপাতাল এনে চিকিৎসা করাতে পারছে না।কারণ একটাই ওই এলাকা গুলির থেকে বিদেশ অসুস্থ রোগীদের তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসতে গাড়ি ভাড়া বাবদ খরচা হয় হাজার থেকে বারোশো টাকা।ফলে তারা চিকিৎসা করানোর জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসতে পারছেন না।এদিকে যদিও এই মরসুমে মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় জল বাহিত নানা রোগের প্রকোপ দেখা দেয়।এখন দেখার বিষয় তেলিয়ামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তর এর উদ্যোগে ওই দুটি এলাকায় স্বাস্থ্য শিবির কবে নাগাদ করে থাকেন।

শিশু বিক্রি ঃ ধর্মনগরে ক্ষোভের মুখে চাইল্ড লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। সরকারিভাবে সদ্যোজাত শিশুকে হোমে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে চাপের মুখে সিদ্ধান্ত বদল চাইল্ড লাইনের। সদ্যজাত শিশু বিক্রির চেষ্টার ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল ধর্মনগর। আবারও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে লংকাকান্ড ঘটে গেল ধর্মনগরে।পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুক্রবার চাইল্ড লাইনের কর্মীরা শিশুটিকে আগরতলা হোমে দেওয়ার জন্যে নিতে গেলে উলটো ক্ষোভের মুখে পড়ে চাইল্ড লাইনের কর্মীরা।শেষ পর্যন্ত জন্মদাত্রী মা এর কাছেই রয়ে গেল নবজাত শিশুটি।ঘটনার বিবরনে প্রকাশ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শিশু বিক্রির চেষ্টার ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল ধর্মনগর মহাকুমা হাসপাতাল সহ সর্বত্র। জন্মদাত্রী মা এর বিরুদ্ধে হাসপাতাল থেকেই সদ্যজাত শিশু বিক্রির গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতালে উপস্থিত হয়েছিল ধর্মনগর মহিলা থানার পুলিশ ,চাইল্ড লাইন ,চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার কমিটি সহ দপ্তরের একাধিক কর্তা ব্যক্তিরা।

সদ্যজাত শিশু কন্যা সন্তানটিকে জন্মদাত্রী মা নিজেই কুমারঘাটের এক দম্পতির কাছে দিতে চেয়েছিলেন তা কবুল করেছিলেন শিশুটির মা এবং শিশুটিকে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক সন্তানহীন ওই দম্পতিও। এই ঘটনকে কেন্দ্র করে চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান বলেছিলেন ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল থেকে শিশু বিক্রির মতো ঘটনা আগেও তিনি শুনেছেন। কিন্তু কোন দিন সত্যতা পান নি। এ যাত্রায় ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে। এই ধরনের ঘটনা গুলির সাথে হাসপাতালেরই একটা চক্র জড়িত রয়েছে বলেও অভিযোগ করেছিলেন তিনি।পরবর্তীতে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের সহ অধিকর্তা জন কেলিন দেব্বর্মার উপস্থিতিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর শিশুটিকে চাইল্ড লাইন আগরতলা হোমে হস্তান্তর করবে। কারন সদ্যজাত শিশুটির মা"র সাথে বিগত ৬ মাস যাবত যোগাযোগ নেই উনার স্বামীর। এর আগেও চারটি সন্তান রয়েছে উনার।তাদেরকেই লালন পালন করতে পারছিলেন না মহিলা। তাই স্ব-ইচ্ছাতেই সদ্যেজাত শিশুটির লালন পালনের জন্য সরকারের কাছে সপে দেবেন বলে জানিয়েছিলেন জন্মদাত্রী মা।

কিন্তু শুক্রবার চাইল্ড লাইনের কর্মীরা শিশুটিকে নিতে গেলেই বাধে বিপত্তি। মহিলা শিশুটির দায়িত্ব সরকারের কাছে দেবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন।ধর্মনগর হাসপাতাল থেকে চাইল্ড লাইনের কর্মীরা সদ্যেজাত শিশু এবং মহিলাকে নিয়ে ধর্মনগর শ্মশান কালীবাড়ি রোডে মহিলার বাড়িতে আসার পড়েই একটি লংকা কান্ড ঘটে যায়। সদ্যেজাত শিশুটির মায়ের কথা শুনে এলাকাবাসী ক্ষনিকের জন্য এক প্রকার চড়াও হয় চাইল্ড লাইনের কর্মীদের উপর।শেষ পর্যন্ত চাইল্ড লাইনের তরফে খবর দেওয়া হয় মহিলা থানায় এবং চাইল্ড অয়েলফেয়ার কমিটিকেও। অবশেষে পুলিশের হস্তক্ষেপে ঘটনা নিয়ন্ত্রনে আসে।চাইল্ড লাইনের কর্মীদের অভিযোগ এলাকার কিছু লোকজনেরা তাদের বিরুদ্ধে খারাপ মন্তব্যও করেছেন।শেষ পর্যন্ত সদ্যেজাত শিশুটি রয়ে গেল জন্ম দাত্রী মায়ের কাছেই। মহিলা লিখিত দিয়েছেন তিনি সযত্নে শিশুটির লালন পালন করবেন।

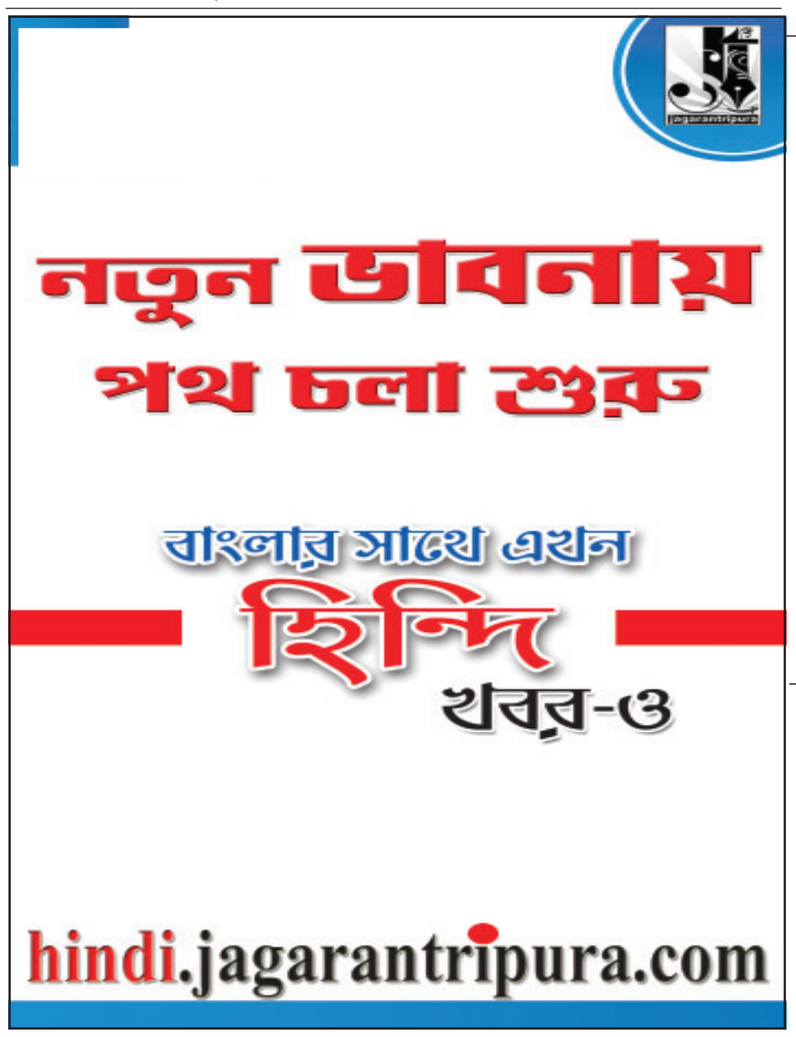

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।